বঙ্গ-গৌরব

পঞ্চাঙ্ক নাটক

পঞ্চতীর্থ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
বেদান্তশাস্ত্রী কৃত।

প্রকাশক—
শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
আল্‌গী, পণ্ডিতবাড়ী।
প্রভাত চতুষ্পাঠী
পোঃ মাধবদী,
ঢাকা।

১৩৪১

প্রেমানুরাগাবনত-নিখিল বঙ্গচিত্ত

ঢাকা নবাব বংশাবতংস

অনারেবল্

স্যার শ্রীল শ্রীযুক্ত খাজে নাজিমুদ্দিন

এম্-এ, (Cantab)

কে, সি, আই, ই, ; বার্-এট্-ল,

বঙ্গীয় শাসন পরিষদের কার্য্যকরী সমিতির

সুযোগ্য সদস্য মহোদয়কে

তদীয় অনুমতিক্রমে

এই

বঙ্গ-গৌরব

সগৌরবে

উৎসর্গ

করা

হইল।

ভূমিকা

(ময়মনসিংহ, আনন্দমোহন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী এম, এ, ; পি, এইচ ডি মহাশয় লিখিত—)

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় "বঙ্গ গৌরব" নামধেয় নাটক খানি রচনা করিয়া বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যের পুষ্টি বর্দ্ধন করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীর নাটকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ইহা যেমন সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে উপযোগী, তেমনি শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে ও বিশেষ উপযোগী।

নাটকের আখ্যান ভাগ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত এবং কোন কোন অংশ ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোনও ঐতিহাসিকই এইরূপ নাটকের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিকত্ব সমর্থ করিবেন না। ইহাতে বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির জন্য বঙ্গের পাঠান সুলতানদিগের কার্য্যাবলীর উল্লেখ আছে। ইহা বর্ত্তমান যুগে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপযোগী বিভিন্ন সাহিত্য রচনার নিমিত্ত যে অভিনব আন্দোলন দেখা যায়, তাহা সর্ব্বথা বিগর্হিত,—এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

কারণ, হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সম্ভব হয়—উভয়ের সাধারণ ভাষা—মাতৃভাষার উন্নতি দ্বারা একং যোগ্য ব্যক্তির সমাদর দ্বারা। গৌড়ের সুলতান হোসেন সাহের সময়ে ঐ দুইটী তথ্যেরই ইতিহাস প্রাপ্ত হই। বঙ্গ ভাষার উন্নতিকল্পে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এবং গুণী ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শনে তিনি আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চট্টগ্রামের পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও

শ্রীকর নন্দীকে বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনে উৎসাহিত করেন। এইরূপে, বহু গুণজ্ঞ মুসলমানের পৃষ্ঠপোষকতারূপ অনুকূল বায়ুতে বহু বঙ্গ কবির গুপ্ত প্রতিভাবহ্নির বিকাশ হইয়াছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিহাসের এই অংশটুকু বিশেষ মূল্যবান। এই নাটককে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের মিশ্রণ বলা চলে।

হিন্দু ও মুসলমানের একতাসূচক নাটক বঙ্গ সাহিত্যে খুব কম বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এই নাটক সেই অভাব পূর্ণ করিবে। নাটকীয় কলা-কৌশল ও দৃশ্যাবলী নাটকের ভিতরে যাহা লিপিতে প্রকাশিত আছে, আমার বিশ্বাস, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কালে ঐ সকল অধিকতর বিকাশ পাইবে। আশাকরি বন্ধুবরের নাটক খানা বিদ্বৎ সমাজে আদরণীয় হইয়া তাঁহার শ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

ইতি—৪ঠা মাঘ, ১৩৪১ (১৮ই জানুয়ারী ১৯৩৫)

নিবেদন

আমার প্রথম নাটক পঞ্চাঙ্ক "অনার্য্য-বিজয়"। বঙ্গ রাজধানীর কোনও সুচতুর নাট্যকারের বিশ্বাসঘাতকতায় আজও অপ্রকাশিত। তারপর, স্কুল কলেজের ছেলেদের জন্য নারীচরিত্র-শূন্য কয়েকটী নাটক প্রকাশের পর অদ্য আবার নারীচরিত্র সহ অপর একখানি নাটক রচিত হইল। কলেজ, হাই স্কুল, মধ্য ইংরেজী স্কুল, ট্রেনিং স্কুল নর্ম্মাল স্কুল, মাদ্রাসা ও টোলের ছাত্রগণ, শিক্ষকদের অভিপ্রায় অনুসারে নারী অংশসমূহ বাদ দিয়া অভিনয় করিলেও অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবেন সন্দেহ নাই। পুরস্কার বিতরণী সভায় এই নাটকের কোনো কোনো অংশের আবৃত্তি খুবই শিক্ষাপ্রদ ও মর্ম্মস্পর্শী।

ইহাতে মধ্যযুগের বঙ্গদেশের ইতিহাস এবং তৎসঙ্গে প্রাদেশিক মুসলমান শাসকগণের বঙ্গসাহিত্যানুরাগ নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত এইচ্, ই, ষ্টেপল্টন্ মহোদয়ের আগ্রহে আমি এক সময় "মুসলমান শাসকদের আমলে বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি" বিষয়ে সন্ধান করিতে যত্নবান্ হই। তাহারই আংশিক ফল এই ক্ষুদ্র পুস্তক। প্রায় সকল চরিত্রই সত্য ঘটনাবলম্বনে চিত্রিত, সামান্য দুই একটী বর্ণনা কাল্পনিক। অভিনয় কার্য্যে এই নাটকের সফলতা কতটুকু সেই বিচারের ভার অভিনেতাদের উপর।

ঢাকা, মহেশ্বরদী।
বর্ত্তমানে................
১৩৪১। ভাদ্র।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বেদান্তশাস্ত্রী

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

হোসেন শাহ্	...	...	বাঙ্গালার নবাব।
পুরন্দর খাঁ	...	...	বৃদ্ধ উজীর
ইস্‌মাইল গাজি	...	...	পূর্ব্ব সেনাপতি
রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী	...	...	মন্ত্রী
চক্রপাণি	...	...	সনাতন গোস্বামীর শ্যালক।
পরাগল খাঁ	...	...	চট্টগ্রামের সেনাপতি
ছুটি খাঁ	...	...	ঐ পুত্র
হায়াতন	...	...	সেনা
গৌরমল্ল	...	...	বিদ্রোহী বীর
কবীন্দ্র পরমেশ্বর	..	...	বঙ্গ কবি
শ্রীকর	...	...	ঐ
ভাস্কর	...	...	ঐ ভ্রাতা

চাঁদ ঠাকুর (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ) মালাধর বসু, কবি আলোয়াল, বৈষ্ণব রাধাবল্লভ, ভৃত্য, প্রহরী, সেনাগণ, বৈষ্ণবগণ, হাব্‌সীদ্বয় ইত্যাদি।

নারীগণ

বেগম সাহেবা	...	...	নবাব মহিষী
মধু মালতী	...	...	গৌরমল্লের প্রতিবেশিনী
ফুল বিবি	...	...	নবাবের প্রতিপালিতা

বিধবা বৈষ্ণবী ও সখীগণ।

প্রোগ্রাম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—নদী।

বিধবা, পাইক, নবাব,
ইসমাইল গাজি।

দ্বিতীয় দৃশ্য—গ্রাম।

পরমেশ্বর, শ্রীকর, গৌরমল্ল,
হায়াতন।

তৃতীয় দৃশ্য—বৈষ্ণবের আখ্ড়া

বিধবা।

চতুর্থ দৃশ্য—নবাবের দরবার।

ইসমাইল গাজি, পরাগল খাঁ,
হায়াতন, প্রহরী, নবাব,
গৌরমল্ল, যোদ্ধাগণ।

পঞ্চম দৃশ্য—কানন।

ফুল বিবি, সখী, গৌরমল্ল
যোদ্ধাগণ।

ষষ্ঠ দৃশ্য—অন্তঃপুর।

বেগম সাহেবা, সখীগণ, নবাব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—দরবার।

নবাব, ইসমাইল গাজি, পরাগল খাঁ,
হায়াতন, প্রতিহারী,
চাঁদ ঠাকুর।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্ত্রণা কক্ষ।

হায়াতন, ইসমাইল গাজি,
পরাগল খাঁ, নবাব, পুরন্দর খাঁ।

তৃতীয় দৃশ্য—কুটীর।

হায়াতন, মধুমালতী, গৌরমল্ল।

চতুর্থ দৃশ্য—পল্লী ভবন।

শ্রীকর নন্দী, কতিপয় বালক,
পরমেশ্বর, নবাব, গৌরমল্ল
সৈন্যগণ, হায়াতন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—অন্তঃপুর।

সখীগণ, ফুল বিবি, হায়াতন,
বেগম।

দ্বিতীয় দৃশ্য—চণ্ডী মণ্ডপ।
মালাধর বসু, মধু ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত
দীনবন্ধু গুহ, স্মৃতিরত্ন, গৌরমল্ল,
বিধবা, বৈষ্ণব রাধাবল্লভ।

তৃতীয় দৃশ্য—রামকেলি,
মদনমোহনের মন্দির,
বালকগণ, রূপ, সনাতন,
চক্রপাণি, বালক।

চতুর্থ দৃশ্য—দরবার।
পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ, হায়াতন,
ইসমাইল গাজি, প্রহরী, পাইক,
গৌরমল্ল, রূপ, সনাতন, নবাব,
মালাধর বসু, কবি আলোয়াল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—আখড়া।
বৈষ্ণবদ্বয়, বিধবা, রাধাবল্লভ বৈষ্ণব
রূপ, সনাতন।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বন।
হাবসী চোরদ্বয়, পরমেশ্বর, ইসমাইল
হায়াতন।

তৃতীয় দৃশ্য—চট্টগ্রাম।
শ্রীকর, ভাস্কর, পরমেশ্বর,
পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—রণ ক্ষেত্র।
আরাকান সৈন্যগণ, ভেরী-বাদক
গৌড় সৈন্যগণ, গৌরমল্ল,
পুরন্দর খাঁ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—শিবির।
হায়াতন, গৌরমল্ল, ছুটি খাঁ।

তৃতীয় দৃশ্য—রণ ক্ষেত্র।
হায়াতন, ছুটি খাঁ, গৌরমল্ল,
ফুল বিবি, পরাগল খাঁ।

চতুর্থ দৃশ্য—গৌড় দরবার।
ইসমাইল গাজি, সনাতন, নবাব
পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ, গৌরমল্ল,
হায়াতন, মধুমালতী।

যবনিকা

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য—নদীর ধার (নদীতে তরঙ্গ উঠিয়াছিল)

জনৈক বিধবার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া এক পাইকের প্রবেশ। পাইকের চক্ষু ও নাক ব্যতীত সর্ব্ব অঙ্গ নীল চাঁদরে ঢাকা, অথবা বোর্‌খা বা মুখোস্।

বিধবা— কে আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

পাইক— এখনো বল্‌ছি সুন্দরি! কথা শোনো, এই নির্জ্জন প্রান্তরে রক্ষা করবার কেউ নাই।

বিধবা— কেউ নাই? রক্ষা কর্‌বার কেউ নাই? তবে কি?— আমার দাদা—

পাইক— তোমার দাদা? সেই যে তালপাতার সেপাই তোমার সঙ্গে আস্‌ছিল? এই দেখ্‌ছনা তীর ও ধনু, একেবারে কুপোকাৎ।

বিধবা— ওগো! আমার দাদাকে তুমি মেরে ফেলেছ? দাদা, দাদা?—কৈ, উত্তর পাচ্ছি না যে!—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

পাইক— আশ্‌মানের চাঁদ হাতে পেয়ে কোন্ বোকা তাকে ছেড়ে দেয় সুন্দরি! ছেড়ে দিলে এই বন, এই নদী—সব অন্ধকার হ'য়ে যাবে না বুঝি? (আকর্ষণ), জানোনা বুঝি রাজ্যে এখন রাজা নেই, সবাই স্বাধীন।

বিধবা— সবাই স্বাধীন? তবে রে পিশাচ! এই দেখ্ নারীও আজ স্বাধীন (ছোরা বাহির করিয়া আঘাত করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা)

পাইক— ছোরা বসাবে—আমার গায়?—ভ্যালা আমার চাঁদ!

(বিশেষ চেষ্টার পর থপ্ করিয়া হাতের মণিবন্ধ ধরিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লইল)

বিধবা— (উন্মাদিনীর মত হইয়া পাইকের হাতে কামড় দিতে চেষ্টা করিল, পাইক ধাক্কা দিল) ওগো কে আছ কোথায় রক্ষা কর, রক্ষা কর ;—ভগবান্ ভগবান্—

নেপথ্য হইতে "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিতে বলিতে নৌকারোহণে সাধারণ বেশে হোসেন শাহের প্রবেশ, সঙ্গে ইস্‌মাইল গাজি। উভয়ে নৌকা হইতে নামিলেন।

হোসেন শাহ। "কে তুই দুর্ব্বৃত্ত!" (অস্ত্র উত্তোলন, পাইক বিধবাকে ছাড়িয়া সভয়ে কাঁপিতে লাগিল, হোসেন শাহ পাইকের কৃষ্ণ আবরণ দূরে টানিয়া ফেলিলেন।)

পাইক— আমি—আমি—(পলায়ন চেষ্টা)

হোসেন— (ব্যঙ্গ স্বরে) তুমি, তুমি, (ধরিয়া ফেলিলেন) (ইসমাইল গাজির প্রতি) আপনার জিম্মায় দিলুম। (পাইকের প্রতি) সাবধান! (নারীর প্রতি) আপনি কে ভদ্রে! কিরূপে এই পাপাত্মা আপনাকে আক্রমণ কর্‌লে?

বিধবা— (কাঁপিতে কাঁপিতে) তোমরা কে বাবা? তোমরাও তো এই পাপীর মত অত্যাচারী নও? আমার যে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে।

হোসেন— ভয় নাই ভদ্রে! আমি যে-হই সে-হই, আমা হ'তে আপনার ইষ্ট বই অনিষ্ট হবে না। আপনার পরিচয় বলুন।

বিধবা— আমি কায়েতের ঘরের বিধবা বাবা। বাপের বাড়ী যাচ্ছিলুম, কুলীন গাঁ। দত্ত গোষ্ঠী। সঙ্গে দাদা ছিল (করুণ) কিন্তু এই দুর্ব্বৃত্ত আমার ভাইকে মেরে আমাকে আক্রমণ করেছে।

হোসেন— বটে! (দুর্ব্বৃত্তকে) চল্ বদ্‌বক্ত রাজধানীতে। আজ তোকে কুকুর লেলিয়ে দিয়ে খাওয়াবো। নারীর উপর অত্যাচার? বিশ্বের সর্ব্বগুণাধার এই নারী, নিখিল জগতের জননী, যার সম্মানে দেশের সম্মান, জাতির সম্মান, যার অপমানে বিধাতার এই সৃষ্টি হয় কলুষিত, তার গায়ে হাত? চল্ বেতমিজ্, হাজার পয়জার পিঠে দিয়ে, হাজার লোকের সাম্‌নে, আচ্ছা সাজার ব্যবস্থা করবো।

ইসমাইল— জানিস্ না বুঝি দুশ্‌মন্, ইনি হচ্ছেন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্—বাংলার মালিক।

বিধবা— আপনি, আপনি তা হ'লে দেশের রাজা! আপনার এই বেশ; দোহাই বাবা, বিধবাকে রক্ষা করুন।

ইসমাইল— আমরা বেরিয়েছি দেশের অবস্থা দেখতে—ছদ্মবেশে, তাই নবাব বাহাদুরের শিকারের বেশ। ভাটি নদীতে নৌকো খুলে দিয়ে ঐ দিক্‌টার ওই জংলাটায় হরিণ শিকারে যেই মুহূর্ত্তে বাণ তুলেছি, অমনি আপনার চীৎকার কাণে গেল।

হোসেন— হরিণের পরিবর্ত্তে এখন এই দুর্ব্বৃত্ত আমাদের হাতে এসেছে। এই লম্পট্-হরিণের মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো করে' কেটে শেয়াল কুকুরের মাঝে বিলিয়ে দেবো। পিশাচের দল দেখ্‌বে—দেখে শিখ্‌বে, পাপীর সাজা কত কঠোর!— এখন এই বিধবার কি গতি হবে গাজি সাহেব!

ইসমাইল— তাইতো, হিন্দুঘরের বিধবা! ওর আপন জন যদি জানতে পারে ও নির্জ্জনে পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল তবে যে তাকে কেউ ঘরে তুলবে না শাহান্‌শা!

হোসেন— আপনার পিত্রালয় কোথায় বলুন, সেখানে আপনাকে রেখে আস্‌ব।

বিধবা— সে যে আরো অনেক দূর, কুলীনগাঁ, আরো দুই কোশ। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! এই রাত্রিকালে আমি যদি একাকী এদের সঙ্গে মার কাছে যাই তবে—তবে—নাঃ— কি করি, কি করি?

ইসমাইল— এক কাজ করলে হয় না শাহান্‌শা, ওকে এই অসময়ে বাপের বাড়ী না নিয়ে নিকটেই ঐযে এক আখড়া দেখে এসেছি, সেখানে একটা রাত্রির জন্ম রেখে গেলে হয় না? তারপর, কালকে ওকে বাপের বাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা হবে।

হোসেন— উত্তম পরামর্শ, আখড়াতে সাধু মোহান্ত ও সজ্জনগণ আছেন, তাঁদেরই জিম্মায় রাখা চল্‌বে।

বিধবা— রাজা—রাজা! এই অস্থানে—

হোসেন— ভয় নাই ভদ্রে! কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হবে।

ইসমাইল— পাহারার দরকার হবে না। সুলতানের প্রতাপে বাঘে বক্‌রীতে এক ঘাটে জল খায়, কোনো ভয় নেই। চল্‌ বেতমিজ!

সকলের প্রস্থান

২য় দৃশ্য—গৌর রাজধানীর এক পল্লী।

পরমেশ্বর শর্ম্মা (বয়স ৪০।৫০), শ্রীকর নন্দী (বয়স ২০।২২) আলাপ করিতে করিতে প্রবেশ।

শ্রীকর— ব্যাপারটা কি রকম হ'লো বুঝতে পেরেছেন কেউ?

পরমেশ্বর— কি রকম?

শ্রীকর— এই যেন মনে হচ্ছে, কালকে যেখানে ছিল মরু, আজকে সেখানে সাগর।

পরমেশ্বর— (হাসিয়া) তা'হলে বলতে চাও কাল্‌কে যেখানে ছিল জংলা, আজকে সেখানে সহর? অথবা কালকূটের পান-পাত্র আজ শুভ্র ফেনোজ্জ্বল সুধা? কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার চাঁদ?

শ্রীকর— কবিত্বের বাহার দাদা! কিন্তু, কিছুই বুঝি জানেন না, কালকে যে ছিল ফকীর, আজকে সে বাদ্‌শা!

পরমেশ্বর— সৈয়দ হোসেন শার কথা বল্‌ছতো! তা আর শুনিনি? গৌড়াধিপতি মুজঃফরশাকে হত্যা করে' ইনিই যে আজ বাদশার সিংহাসনে বসেছেন।

শ্রীকর— খুব সরল 'একটা' ঘটনাকেও অনেকে জটিল মনে করে দাদা। কেউ কেউ ব্যাপারটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌ছে।

পরমেশ্বর— ফকীর তো বাদ্‌শা হয়নি, উজীর আজ ভাগ্যবলে, নিজের বুদ্ধি বলে, শরীর ও মনের শক্তি বলে গৌড়ের তক্তে সমাসীন। তাতে তুমি বল্‌ছ কিনা ওকে কেউ কেউ সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌ছে।

(গৌরমল্লের প্রবেশ)

গৌরমল্ল— সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌বে না? মুজঃফর শা যখন বাঙ্গ্‌লার নবাব, তখন এই হোসেন শা ছিলেন উজীর। কি কাণ্ড টাইনা ইনি করেছেন তখন। এত বড় রাজ্য গৌড়দেশ তার ভিতরে লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রজা যেমন রয়েছে, মুসলমান প্রজাওতো আছে। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ভায়ে বিবাদ বাঁধিয়ে, ইনি কিনা অতি কৌশলে, নিজের মনিব জান প্রাণের কর্ত্তা, বাঙ্গ্‌লার মস্‌নদের মালিক শমস্‌উদ্দীন মুজঃফর শাকে হত্যা করলেন। সুযোগ পেলে এই হোসেন শা যে হিন্দু মুসলমানের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাবে না তা কে বল্‌বে?

পরমেশ্বর— জানোনা তুমি গৌরমল্ল ! সব ঘটনা শুন্‌তে পাওনি। তোমাকে বল্‌তে হয় এক-চোখো। কোনো একটা বস্তুর একটা দিক্ দেখেই অপর দিকের বিচার কর্‌ছ। ভুল, ভুল। অন্ধকারের দিক্‌টা দেখেছ, আলোর দিক দেখ্‌তে পাওনি।

গৌরমল্ল— আপনি বল্‌তে চান বর্ত্তমান রাজা হোসেন শা ছত্র-পতাকা-মণ্ডিত একজন পীর বা পয়গম্বররূপে আবির্ভূত হয়েছেন ? এখন তার রাজত্বে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চল্‌বে।

পরমেশ্বর— শতবার বলবো ভাই।

শ্রীকর— সহস্রবার বল্‌বো ভাই।

গৌরমল্ল— (ব্যঙ্গস্বরে) তবে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর অবতার নিশ্চয়।

শ্রীকর— ঠাট্টা ভাল নয়।

গৌরমল্ল— (বিরক্তির সহিত) আপনারা একটা দল পাকিয়েছেন দেখ্‌ছি।

পরমেশ্বর— মিথ্যা কথা। দল বাঁধতে যাবো কেন আমরা ? কে না জানে মুজঃফর শা অত্যাচারী ছিলেন ? কে না জানে তাঁর অত্যাচার ধনীর সমুন্নত প্রাসাদ থেকে দীন দরিদ্রের পর্ণ কুটির পর্য্যন্ত ম্লান করেছে। সামন্তরাজ ও জমিদার-দিগকে নির্জ্জিত নিহত ও বিধ্বস্ত ক'রে' যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছেন ঐ মুজঃফর শা।

শ্রীকর— তাঁকে হত্যা করে সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ আজ গোটা গৌড় রাজ্যকে বাঁচিয়েছেন, সমগ্র দেশে শান্তি এনেছেন। আমরা এসেছি চাটগাঁ থেকে রাজধানীতে বেড়াতে—নির্ব্বিবাদে। এখন যে রাম রাজত্ব।

গৌরমল্ল— তোমাদের রাজভক্তিকে প্রশংসা করতে হয় শ্রীকর; কিন্তু তাও যদি সীমা অতিক্রম করে' যায় তবে তার নিন্দা করতেই হবে।

পরমেশ্বর— সীমা অতিক্রম মোটেই করেনি। জানোনা বুঝি, অতি উচ্চ এক পাহাড় হ'তে নেমে এসেছে এই গরিমা, ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের বংশ এঁর আকর।

শ্রীকর— মুসলমান ও হিন্দুর প্রতি এঁর অনুরাগ সমান। শুধু অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যেই পূর্ব্বরাজা মুজঃফর শাকে হত্যা করেছেন। আর, এওতো কারুর অজানা নেই, ঐ মুজঃফর শাও তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাকে হত্যা করেই গৌড়ের সিংহাসন দখল করেছিলেন। এত বড় অত্যাচারী, তেমন কঠোর প্রকৃতি, তেমনধারা ধনলোভী, আর কেউ হ'তে পারে না।

পরমেশ্বর— মাঝে মাঝে উজীর হোসেন শাহ্ তাঁকে বুঝিয়েছেন প্রজাবর্গের প্রতি সদ্‌ব্যবহারের প্রয়োজন—বুঝিয়েছেন যাদের নিয়ে রাজ্য, যাদের নিয়ে বসবাস, তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করলে, কিংবা তাদিগকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে শ্মশানের বক্ষে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা চলে না। পুষ্পরাজি দলে'

পিষে' বিনষ্ট করে' বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না। সে সব উপদেশ মুজঃফর শা সিদ্দিবদর মোটেই শুনেননি। তাই আমরা আজ বল্‌ছি রাম-রাজত্ব। হোসেন শার সিংহাসনারোহণে কেউ অসন্তুষ্ট নয়।

শ্রীকর— বরং সবারই ইচ্ছা এমন একজন রাজাই সিংহাসনে বসেন। জাতির গন্ধ রাজার অঙ্গ পরিচ্ছদে বা মুকুটে জড়িত থাকে না গৌরমল্ল। ভিতরের গুণরাশি বাইরের যত কিছু আবর্জ্জনা, যত কিছু মলিনতা, যত কিছু মিথ্যা সব দূর করে দেয়। সত্যের বিমলালোকে তখন সমগ্র জগৎ হয় উদ্ভাসিত।

গৌরমল্ল— নবাবের ভাণ্ডার থেকে রাহা খরচটা মোটা রকমেই মিলেছে বুঝি? তা ছাড়া হাত-খরচ, পাত-খরচ। তোমাদের যে আজ মাথা ঠিক নাই দেখছি।

(সবেগে প্রস্থান)

শ্রীকর— (গৌরমল্লের উদ্দেশে) আমরা বল্‌ছি তোমারই মাথা ঠিক নাই। বাংলার ভাগ্যবলে আজ পাঠান বংশধর সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ গৌড়ের রাজা; শিক্ষিত ও সমুন্নত হৃদয়, মার্জ্জিতরুচি, অপক্ষপাত দৃষ্টি।—চলুন, দেখি সেই বিধবার গতি কি হয়—যাকে স্বয়ং নবাব গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

গৌরমল্লের পুনঃ প্রবেশ

গৌরমল্ল— (চিন্তিতভাবে) তবে কি রাজধানীর সবাই এই নতুন-রাজার প্রতি অনুরক্ত ?—অসম্ভব। ঐ পরমেশ্বর শর্ম্মা ও শ্রীকর নন্দীর মতো সরল প্রজারা সমগ্র জগৎকেই সরল দেখে। যাদের কলমের ডগায় অফুরন্ত কবিতা ঝরছে তাদের দৃষ্টিতে সবই কবিতাময়। এরা ভগবানের স্তুতিতে যেমন পঞ্চমুখ রাজাদের খোসামোদেও বড় কম নয়। বাইরের সরলতার আবরণ ভেদ করে' মানুষের অন্তরের কুটিল রাজ্যে প্রবেশ করা এদের পক্ষে অসম্ভব।—আমি কিন্তু সুলতানের চাতুরীতে সহজে ধরা দিচ্ছি না। খেল্‌তে হয়ত দাবাই খেল্‌ব, দেখি ঘোড়ার চাল কোন্ দিকে যায়।

[প্রস্থান করিতে উদ্যত, এমন সময় হায়াতন বলিল ; (হায়াতন কণ পূর্ব্বেই অদূরে গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিয়া গৌরমল্লের কথা শুনিতেছিল) হায়াতনের বয়স ২৪।২৫]

হায়াতন— দাবা খেলা কেবল তোমারি আয়ত্ত নয় শয়তান। এই রাজ্যে আরো কেউ খেলোয়ার আছে। তুমি দিবে ঘোড়ার চাল, আমি চালাবো হাতী, বুঝলে কিনা—পীল।

গৌরমল— (ভ্রূকুটি করিয়া) কে তুমি ?

হায়াতন— আমি হায়াতন।

গৌরমল— পরিচয় ?

হায়াতন— (দশনে ওষ্ঠ চাপিয়া) পরিচয় মিলবে দাবা খেলায়।

(সবেগে প্রস্থান)

(সঙ্গে সঙ্গে সিন্ পতন)

৩য় দৃশ্য—বৈষ্ণবের আখ্‌ড়া

বিধবা— (বিমর্ষচিত্তে গান গাইতেছিল,। বৈষ্ণব রাধাবল্লভ বিধবার অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়া, খানিক গান শুনিয়া অলক্ষিতে প্রস্থান।)

সরো সরো দূরে পালাও অঙ্গ ছোঁয়াচ্ লাগবে গায়।
বিষে ভরা অঙ্গ আমার জড় জড় বিষের ঘায়।
সুধাভাণ্ড সাম্‌নে খোলা
ছুঁইতে নারি আপন-ভোলা,
আপন কাজে বয়স ফোটে, নাইক মোটে পরের দায়।
পাপী চলে পুণ্যের বেশে,
নরে ধরে নারীর কেশে,
নিখিল ধরা অবশেষে ভয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়।

(প্রস্থান)

[বৈষ্ণব রাধাবল্লভ পুনঃ প্রবেশ করিয়া যে দিকে বিধবা প্রস্থান করিয়াছে, সেই দিকে তাকাইল এবং গায়ে নামাবলী দিয়া, ভিক্ষার ঝুলি ও খঞ্জনী (বা খমক) লইয়া প্রস্থান করিল।]

৪র্থ দৃশ্য—গৌড়ের রাজদরবার

[প্রধান সেনাপতি ইসমাইল গাজী (বয়স ৪০।৫০) সভায় প্রবেশ করিয়া, খানিকক্ষণ সিংহাসনের দিকে তাকাইলেন, পরে চিন্তিতভাবে অবস্থিত। প্রবেশ করিলেন পরাগল খাঁ। ইসমাইল গাজি ইঙ্গিতে পরাগল খাঁকে সিংহাসনের দক্ষিণ দিকের আসনে বসাইলেন। পরে হায়াতন ও প্রহরী প্রভৃতিকেও একই সারিতে দাঁড় করাইলেন সিংহাসনের বাম দিক স্বেচ্ছায় শূন্য রাখিলেন। নবাব আসিয়া আসনে উপবেশন করিলে সকলে নীরবে অভিবাদন করিল ।ইসমাইল গাজিও দক্ষিণ দিকে বসিলেন (অথবা দাঁড়াইলেন) পাশেই পরাগল খাঁ।]

ইস্‌মাইল। গোস্তাকী মাফ্ হয় জাহাঁপনা ! আমাকেই আগে কথা বল্‌তে হচ্ছে।

নবাব— নির্ভয়ে বলুন, আপনাদেরই সকলের পরামর্শে রাজ্য চল্‌বে। যার যাকিছু বল্‌তে হয় ইতস্ততঃ করবেন না। আপনারা প্রবীণ, বিচক্ষণ, আপনাদের উপদেশ অমূল্য।

ইস্‌মাইল— এই দরবারের সাজসজ্জায় কিছু বৈষম্য দেখ্‌তে পাচ্ছেন কি জাহাঁপনা ?

(নবাব ও অপরাপর সকলে চারিদিকে তাকাইলেন)

ইস্‌মাইল— বল্‌ছিলাম কি আপনার এই দরবারের দক্ষিণ দিক্‌টা পরিপূর্ণ—বা দিক্‌টা যে একেবারে খালি।

নবাব— এর অর্থ ?

ইস্‌মাইল— আমি আছি ইস্‌মাইল গাজি, ইনি আছেন পরাগল খাঁ, এই হায়াতন, ঐ প্রহরীগণ—সবাইযে মুসলমান জনাব। আমাদের এই দিক্‌টা একেবারে খালি, অর্থাৎ এই হিন্দুর দেশে রাজদরবারের ভিতর একজনও হিন্দু নাই।

নবাব— (হাসিয়া) আমিও তাই ভাবছিলাম সেনাপতি সাহেব। শুধু ভাবা নয়, হিন্দু ও মুসলমান এই দুয়ের ভিতর কোনোরূপ পক্ষপাত না হয় সেরূপ ব্যবস্থাও আপনাদের করতে হবে। গুণ যেখানে কদর সেখানে—এই হবে আমার নীতি। পাঠান, মোগল ও সৈয়দগণকে যেরূপ রাজপদে রাখ্‌তে হবে, উচ্চ বংশের হিন্দুদিগকেও বাদ দিলে চলবেনা।

ইস্‌মাইল— এই জায়গাটাতেই একটু খট্‌কা বাঁধে শাহান্‌ শাহ্‌, সরকারী কাজে উচ্চ নীচ ভেদ রাখাটা যে মানায় না। উচ্চ বংশের হিন্দুকে সম্মান প্রদর্শন, সেতো ভাল কথা, কারুর আপত্তি নেই—কিন্তু নীচদের মধ্যেও যোগ্যব্যক্তি যদি-কেউ থাকে, তবে তার মর্য্যাদা দিতেই হবে।

পরাগল খাঁ— এই গাজি সাহেবের গায়ে পড়ে' কথাগুলো বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাজ্যের ভিতর এমন কতগুলো প্রজা আছে, যারা আপনার সিংহাসনে আরোহণটা সরল চক্ষে দেখছেনা।

নবাব— আকাশের সবগুলো তারা সমান আলো দেয় না, খাঁ সাহেব, বাগানের সব ফুলেই সমান গন্ধ থাকে না।

কোনো ফুল সুগন্ধে ভরপুর, কোনোটী বা শিমুল, পলাশ, আর কোনোটী হচ্ছে বিষাক্ত, স্পর্শ করলে বিষম জ্বালা—অথচ বাইরের দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর।

পরাগল— আপনার কবিত্ব-প্রকাশও সুন্দর হুজুর। কিন্তু—কথা হচ্ছে এই, আমাদের মধ্যে তেমন ধারা একটী ফুল চাই যার বাহিরটা দেখ্‌তে কুৎসিৎ, কিন্তু ভিতরটা হয়তো সুবাসে পূর্ণ। একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌লে হয় না?

নবাব— কার কথা বল্‌ছেন আপনি?

পরাগল— আমাদের এই সাম্‌নের শ্রেণীতে যে দাঁড়াতে পারে—একজন হিন্দু সেনা।

ইস্‌মাইল— হা হুজুর! আমরা সবাই মিলে একটী বিচক্ষণ লোককে ঠিক করে রেখেছি। আপনার অনুমোদন পেলেই চেষ্টা করে দেখবো, তাকে আমাদের ভিতর আনা যায় কি না?

নবাব— চেষ্টা করে' দেখতে হবে? চাকরীর জন্যে যার কিছুমাত্র প্রলোভন নেই, যাকে যেচে সেধে তোষামোদ করে' আন্‌তে হবে, তেমন প্রজাও কি কেউ আছে?

ইস্‌মাইল— বিস্তর জাহাঁপনা বিস্তর। এরা চাকরীকে মনে করে দাসত্ব, অধীনতাকে মনে করে আত্মবিক্রয়।

নবাব— ভালো, আপনারা যার কথা বল্‌ছেন তাকে ডাক্‌তেও পারি কি?

ইস্‌মাইল অবশ্যি ডাক্‌তে পারেন, তার নাম গৌরমল্ল। মল্লদিগের মধ্যে সে-ই প্রধান।

হায়াতন— কখ্‌খনই নয়। হ'তে পারে সে মল্লদিগের মধ্যে প্রধান, কিন্তু আমি তার সঙ্গে দাবা খেলা চালাবো প্রতিজ্ঞা করেছি।

ইসমাইল— কি বল্‌ছো হায়াতন!

হায়াতন— হায়াতন বলছে, দাবাখেলায় গৌরমল্ল যদি দেয় ঘোড়ার চাল, আমি চালাবো হাতী, অর্থাৎ পীল, ব্যস্‌, একদম মাৎ।

পরাগল— (হায়াতনকে লক্ষ্য করিয়া) উঠন্ত বয়স, কখন কোন্‌ খেয়ালে কি কথা বলে, বুঝা ভার।

নবাব— গৌরবমল্লকে এই দরবারে হাজির করা প্রয়োজন।

প্রতিহারী— (নবাবকে সেলাম দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে)

হায়াতন— (প্রতিহারীকে ইঙ্গিত করিয়া এক পার্শ্বে নিয়া) ব্যাটা যেন চলেছে পাকা ওস্তাদ। জানিস্‌ তার ঠিকানা? দেখেছিস্‌ তার চেহারা? গৌরমল্লকে আন্‌তে গিয়ে গুরুচরণ মল্লিককে ধরে এনোনা যেন। শোন্‌ (কাণে কাণে কিছু বলিয়া দিল)

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

নবাব— আপনারা এই প্রসঙ্গটা আগে তুলেছেন ভালই হলো— আপনাদের কথার মর্য্যাদা দিতেই হবে। আজকার দরবারে আমার অভিপ্রায় ছিল কি জানেন?

ইসমাইল— মেহেরবাণ যদি বলেন, খুসী হব।

(গৌরমল্ল সহ প্রতিহারীর প্রবেশ)

নবাব— এই যে প্রতিহারী উপস্থিত। আপনারই নাম গৌরমল্ল।

গৌরমল্ল— হাঁ হুজুর।

নবাব— রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে আমরা আপনার সহায়তা ইচ্ছা করি।

গৌর— (চিন্তা করিয়া) দাসত্ব ?

নবাব— দাসত্ব নয়, সম্মান। আপনাকে আমি দশহাজারী সেনার সেনাপতিত্ব দিচ্ছি।

গৌরমল্ল— গৌরমল্লের অধীনে এখন পাঁচ হাজার হাবসী ও পাইক আছে। আমি মনে করি এই পাঁচ হাজারের দাম পঁচিশ হাজার আপনার দশ হাজার সেনা তো তুচ্ছ।

হায়াতন— (স্বগতঃ) এত অহঙ্কার! আচ্ছা দেখাই যাবে।

(ইসমাইল গাজি ও পরাগল খাঁ পরস্পর কাণাকাণি করিতেছিলেন)

নবাব— রাজদ্রোহ আপনার অভিপ্রায়!

গৌর— রাজদ্রোহ নয়, রাজ্যের মঙ্গল। মনে করবেন না হুজুর, রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যে আপনার চাইতে আমাদের দরদ কিছু কম! এই বাংলার মাটিতে আমাদের জন্ম, বাংলার জলে আমাদের রক্ত, বাংলার বায়ুতে অটুট স্বাস্থ্য।

নবাব— বাংলা দেশের জন্যই আপনার মমত্ব, বাংলার বর্ত্তমান অধিপতির জন্য আপনার ভাণ্ডার রিক্ত ?

গৌর— বাংলার অধিপতি যে কে এবং কদ্দিনের জন্যে, তারতো কোনো হদিস্ নেই; নিত্য নতুন বদলাচ্ছে। কাল সিদ্দিবদর, আজ আলাউদ্দীন, পরশু—

হায়াতন— (উপহাসের সহিত) পরন্তু বুঝি তুমি গৌরমল্ল!—হাঃ হাঃ হাঃ

নবাব— আর শুন্‌তে হবেনা। হায়াতন!

হায়াতন— খোদাবন্দ্‌!

নবাব— একে বন্দী কর।

(হায়াতন অগ্রসর হইলে গৌরমল্ল বংশীধ্বনি করিলেন ও কয়েকজন যোদ্ধা প্রবেশ করিল)

গৌর— এদের এই পাঁচ হাজার সেনাকে হত্যা না করলে গৌরমল্ল আপনার এই প্রলোভনের ফাঁদে মাথা গলাবেনা জাহাঁপনা। এরা মনিবের জন্য জান দিবে তবু মান দিবে না। গর্ব্বিতের নিকট পরাজয় স্বীকার করবে না ওরা। আর, যে দিন দেখ্‌বো সমগ্র গৌড়দেশ আপনার প্রাণ-মাখানো প্রেমের বন্ধনে বন্দী, সে দিন হাজারো গৌরমল্ল জানু পেতে স্বেচ্ছায় বন্দী হবে। (বংশীধ্বনি এবং যোদ্ধাদের প্রস্থান, নিজেরও প্রস্থান)

নবাব— হাঁ, বীর বটে!

হায়াতন— রসো, এই দর্প একদিন ভাঙবো।

ইসমাইল— যা মনে করেছিলাম, তা হ'লনা, বাগে আস্‌লনা।

পরাগল— এত বড় একটা বীরকে আমাদের মাঝে পেলে মানাতো ভাল।

নবাব— (চিন্তা করিয়া) শেষ কথাটী বলেছে বেশ, সমগ্র গৌড়দেশকে প্রাণ-মাখানো প্রেমের বন্ধনে বন্দী করতে হবে। মূর্খ! তাওকি আবার শিখিয়ে দিতে হয়? কখনো প্রেম, কখনো শাসন, কখনো সম্মান এই হচ্ছে

রাজার নীতি। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারিটী হচ্ছে রাজধর্ম্ম। সবার উপরে—আলো, শিক্ষার আলো, জ্ঞানের আলো। রাজ্যের ঘরে ঘরে সেই আলো ছড়াতে হ'বে, তবেই না রাজত্ব, তবেই না শান্তি সম্পদ।—আজকের মতো সভা ভঙ্গ হোক।

(সকলের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য—ফুলের বাগান ও সরোবর।

[একটী রাজহাঁস উড়িয়া গেল (অথবা হাটিয়া গেল)]

ত্রস্তপদে ফুল বিবির প্রবেশ, পশ্চাতে সখী।

ফুল বিবি— আমার রাজহাঁস, রাজহাঁস ?

সখী— ঐ, ঐ যে পাখা মেলে চল্‌ছে।

ফুল বিবি— শিগ্‌গির ধর্‌, ধর্‌ বল্‌ছি।

সখী— বাগানের বাইরে এসে পড়েছি যে, রাস্তায় কত লোকজন—

ফুল বিবি— যা, যা বল্‌ছি, আমার রাজহাঁস আগে চাই, তারপর তোর লোকজন—

(উভয়ে কিছু দূর অগ্রসর হইল)

(অদূরে গৌরমল্ল, তাহার সঙ্গিগণ সহ সবেগে চলিয়া গেল এবং ফুলবিবির দিকে একবার তাকাইল)

ফুল বিবি— (গৌরমল্লকে যাইতে দেখিয়া) কে গেল সই ?

সখী— (হাসিয়া) রাজহাঁস রাজহাঁস,

ফুল— ঠাট্টা কর্‌ছিস ?

সখী— তবে বল্‌বো উল্কা।

ফুল বিবি— উল্কা? হাঁ উল্কাই বটে, নবাবের দরবার হ'তে ছুটে এসেছে। আমি তন্ময় হ'য়ে প্রাসাদের দ্বিতল হ'তে দেখছিলুম। উল্কার আলোকে আমার চোক গেল ঝল্‌সে, আর সেই সুযোগে আমার রাজ হাঁসটী কিনা কোল ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সখী— এখন তবে এস, দু'জনায় মিলে রাজ হাঁসকে ডাকি, আবাহন করি;—আয় আয় আয়, রাজহাঁস আয়, প্রাণ যায় যায়।

ফুল— ফের্ তামাসা?—ঐ—ঐ যে দেখা যাচ্ছে হাঁস।

সখী— চলো, শীগ্‌গির চলো। (যাইতে যাইতে) আয় রাজ হাঁস, পড়বো গলায় ফাঁস।

(উভয়ের দ্রুতপদে প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য—অন্তঃপুর—শয্যা পাতানো।

(বেগম সাহেবা একা একা, হাটিতে হাটিতে হাস্য, শুধু হাস্য, হাসিয়া কুটি কুটি, কখনো শয্যায় বসিয়া, কখনো হাটিয়া। হাসির ফাঁকে ফাঁকে দুইবার দুইটী কথা বলিলেন, **আজ আর রাগ করব না রাগ করব না, শুধু হাস্‌ব।** অদূরে একটী সখী, হাস্যময়ী বেগম সাহেবাকে দেখিয়া নিজেও হাসি সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিল। নবাব-পত্নীর ওদিকে দৃষ্টিমাত্র নাই। পরে অপর এক সখী আসিলে বেগম সাহেবা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন **হাস্‌ছে জানিস্?** উভয়ের হাসি।)

বেগম— (হাসিয়া হাসিয়া) "হাসির গান গাইতে পারিস্?"

(হাসিতে হাসিতে অন্যান্য সখীর প্রবেশ ও সকলের গীত, হাতে ফুলের মালা)

হাস্‌বো, শুধু হাস্‌ব, ভালো বাস্‌ব, ভাল বাস্‌ব,
আপন কোরে' আপন কোরে' আপন কোরে'।
জিন্‌ব তারে মনের জোরে
বাঁধব সখি প্রেমের ডোরে,
জাগ্‌ব সবে দিবানিশি
থাক্‌ব না কেউ ঘুমের ঘোরে।
চল্‌ব চলার পথে,
কেউ যাবনা রথে,
জ্বাল্‌ব আলো বাস্‌ব ভালো
বাঁধব হৃদয় চোরে।

(গান শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া বিষণ্ণভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া—)

বেগম— নাঃ, নাঃ, আর শুন্‌ব না, তোরা যা, যা বল্‌ছি।

(সখীগণ পরস্পর চাওয়া চাওয়ি করিয়া নীরবে স্তব্ধভাবে প্রস্থান করিল)

বেগম— (খানিক বিমর্ষভাবে কাটাইয়া) নাঃ, পাখীর গানে আজ আমার তৃপ্তি নেই, ফুলের গন্ধে মধু নেই, চাই না, চাই

না ওসব। সব জাহান্নমে যাক্। এই ফুরফুরে হাওয়া আমার শরীরে আগুনের হল্কা ছড়িয়ে দেয়। আতর মৃগনাভি চুয়া চন্দন সব বিষ। আমি চাই হাসির লহরী তুলে' বেহেস্তের বাগানে চিরমধুময় সৌন্দর্য্য, স্বামী চায় নীরব নিস্পন্দ প্রাণে একঘেয়ে রাজকার্য্য। নবাব আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে' কথা কয় না। দিনরাত শুধু কাজ কাজ কাজ। একটা প্রশ্ন বারবার তাকে জিজ্ঞেস করছি, কোনো জবাব নেই। এখন আবার কোথায় কোন্ দেশে যুদ্ধ হবে তারি ভাবনা। কাকে বকশিস দেওয়া হবে, উপাধি দেওয়া হবে, খয়রাৎ করতে হবে, সভা ডাক্তে হবে শুধু এই কাজ। কেন? কেন? আমরা আছি জেনানার ভিতর, যেন খাঁচায় পোষা পাখী। খাবার দিবে, দুধ দিবে, জল দিবে, না-চাইতে যা-কিছু প্রয়োজন সব দিবে, প্রয়োজনেরও বেশী দিবে, কিন্তু মন খুলে কথা বল্‌বে না—তাও কি সহ্য হয়? নাঃ— আজকে আমি ছাড়বো না।—ঐ যে নবাব আসছেন।

(নবাবের প্রবেশ, বেগম সাহেবা অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন)

নবাব— সূর্য্যমুখী ফুল আজ সূর্য্যের দিকে না তাকিয়ে অন্ধকারে ম্লান হ'য়ে আছে কেন? বাজু ভেঙে তাগা গড়াতে হবে বুঝি? ওকি? মুখ ফিরিয়ে রইলে যে? হরবোলা পাখীর অবিশ্রান্ত মধুর কণ্ঠ আজ যে নীরব? শান্তিপুরে শাড়ী চাই না ঢাকার জামদানী?

বেগম— জামদানীর আমদানীতেই বুঝি আমাদের পিপাসা মিটে?

নবাব— তবু ভালো, কথা ফুট্‌ল।

বেগম— কথাতো ফুট্‌ছে হর্দ্দম, কিন্তু শুন্‌ছেনা যে কেউ।

নবাব— কেন? কথা ফুট্‌বার আগেইত সব হাজির। মেঘ না চাইতেই জল। আতর গন্ধ, সাবান সুবাস, গয়না পত্তর, বোম্বে বেনারসী কিংবা পার্শী শাড়ী—

বেগম— রাখো তোমার বাহাদুরী। আমার সঙ্গে এক লহমা কথা বলবার ফুরসুৎ নেই যার, তার কেন এত চাতুরী? ক'দিন থেকে একটা কথা বারবার জিজ্ঞেস করছি, উত্তর নেই,—শুধু ফাঁকি—ফাঁকি।

নবাব— বলো, লজ্জা কোথায় রাখি? যে-প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না, তুমি যে তাই জিজ্ঞেস করছ সাকী!

বেগম— না—না প্রিয়তম! আমায় উত্তর দিতে হবে। বল্‌তে হবে তোমার পিঠে ও কিসের দাগ? (পিঠের আবরণের নিম্নে হাত বুলাইয়া) ঈস্? দেখেছ? হাতে কেমন ঠেক্‌ছে?

নবাব— যদি বলি এই চিহ্ন আমার জীবনের দাগ, তবে তুমি হয়ত করবে রাগ। হয়ত বিশ্বাস করবে না সেই কথা। সেই জন্তেই বলেছি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না।

বেগম— বল্‌বে না? বেশ। সূর্য্যমুখীও তাহ'লে সূর্য্যের দিকে চাইবে না, মুখ ফিরিয়ে থাক্‌বে। (মুখ ফিরান) এই মুখের অত হাসি আর কখনো দেখ্‌বে না। (ফিরিয়া)

না-না প্রিয়তম তা কি হয়? আচ্ছা, বলো দিকিন্ আমি যা শুনেছি সত্যি কিনা? একদিন তোমাকে এক নির্দ্দয় নিষ্ঠুর চাবুক মেরেছিল কিনা? কে সে, কার বুকের পাটা এত বড়।

নবাব— (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! একথা বেগম সাহেবার কাণে আস্‌ল কি করে? (প্রকাশ্যে, উভয়ে শয্যায় বসিয়া) কথাটা কি জানো,—আমি ছোটবেলায় এক মনিবের বাড়ীতে কাজ কর্ত্তুম, মনিব তখন এক পুকুর কাটাচ্ছি-লেন। আমার উপর ছিল দেখাশুনার ভার। একদিন আমারি ত্রুটিতে, পুকুর কাটা শেষ না হ'তেই, তাতে আস্‌ল তিন হাত জল। কাজ রৈল বন্ধ। কি কালো নিদ্রাই-না আমার চোখে এসেছিল সেদিন। মণিবের তাতে কত লোকসান, ইনি আমায় শাসন করবেন না?

বেগম— শাসন? বাংলার নবাব তুমি, তোমাকে শাসন?

নবাব— তখনতো নবাব ছিলাম না।

বেগম— নাইবা ছিলে, কিন্তু এখনতো নবাব হ'য়েছ। সেই শাসনের প্রতিশোধ নেও। এত বড় সাহস?—তোমার পিঠে চাবুক?

নবাব— এইজন্যেই বলেছিলাম, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে না সুলতানা। যিনি আমার অন্নদাতা, প্রাণদাতা, যিনি শাস্ত্রসম্মত পঞ্চ পিতার মধ্যে এক পিতা, তাকে আমি শাসন করবো? জানো না নারি! অধিক ভালো

বাস্‌তে পারে যে সে-ই পারে শাসন করতে। সেই মনিব আমায় কত স্নেহ করতেন জানো? আশমানের মতো উঁচু তার হৃদয়, সাগরের মতো গম্ভীর, চাঁদের মতো স্বচ্ছ। তিনি যে আমার মরা জীবনে প্রাণ দিয়েছেন, হিন্দু হ'য়ে মুসললান শিশুকে কোলে নিয়েছেন।

বেগম— হিন্দু তিনি?

নবাব— হাঁ, হিন্দু তিনি। চম্‌কে উঠলে যে? হিন্দু বুঝি মুসলমানকে ভালো বাস্‌বে না, মুসলমান বুঝি হিন্দুকে কোল দিবে না? দুটো জাত কি একই দেশে গলাগলি হয়ে বাস করবে না? দিল যেখানে খোলসা, হৃদয় যেখানে নির্ম্মল, সেখানে মলিনতার ঠাঁই নেই সুলতানা। এই হিন্দুর দেশে হিন্দু আমাকে ভাল না বাস্‌লে তোমার ও আমার ঠাঁই কোথায়! বাহুবলে রাজ্য জয় করা চলে বেগব সাহেবা, হৃদয় জয় করা চলে না।

বেগম— তাহলে যা শুনেছি সব ঠিক? এক অক্ষরও মিথ্যা নয়? চাঁদপাড়া গ্রামের জমিদার সুবুদ্ধি খাঁ তোমার প্রহারক।

নবাব— প্রহারক নয় সুলতানা—প্রতিপালক। বৃথাই তুমি আমাকে রোজ রোজ উত্তেজিত করছ? আমি সেইজন্যে এদ্দিন চুপ করেছিলুম। মানুষের হৃদয়ে কি কৃতজ্ঞতা বলে, কিছুই থাক্‌বে না? তুমি আমাকে প্রতিশোধ নিতে বলো না—বলো না—হৃদয় ছোট হ'য়ে যাবে, আকাশ ভেঙে মাটিতে নুয়ে পড়বে, এত উচুতে আছ অতল জলে

নেমে যেতে হবে। সহধর্ম্মিণী হয়ে তুমি আমাকে অনুক্ষণ অধর্ম্মের কাজে অনুপ্রাণিত করছ, পত্নী হয়ে পতির মতের বিরোধিতা করছ, বুদ্ধিমতী হ'য়ে অবুঝের মত কথা বলছ,—আমি এখন যাই, আমায় ভাব্‌তে দাও—ভাবতে দাও। (প্রস্থানোদ্যোগ)

বেগম— থামো থামো! (স্বগতঃ) হায় হায় আমি এ কি করলুম, কি করলুম? স্বামী যে আমার বিচলিত হ'য়ে উঠেছেন। গম্ভীর সাগরে ঝটিকার তোলপাড়! (প্রকাশ্যে) অপরাধ হ'য়েছে আমার, ক্ষুদ্র আমি, আমার সব ক্ষুদ্রতা মাফ্ করতে হবে। বুঝতে পারি নি এতবড় সমুদ্রে কত বড় তরঙ্গ উঠতে পারে। (হাত ধরিয়া) আমি তোমার নিকট চিরকালই অবুঝ, ছায়া কায়ার নিকট অনন্তকাল অধীন। লতা বৃক্ষের দেহে লতিয়ে লতিয়ে যত উচুতেই উঠুক না, এক সময়ে তাকে নত হয়ে বৃক্ষের দেহেই আশ্রয় মাগতে হবে, উলঙ্গ আকাশে ঠাঁই পাবে না কোথাও সে (নবাবের পদ সমীপে উপবেশন এবং নামাজের ফ্যাসনে দুইহাত দুই চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন, পরে দাঁড়াইয়া অনুতাপভরে নিজের মাথা নবাবের বুকে ঢালিয়া দিয়া ক্রন্দন) "বলো আমায় ক্ষমা করলে?"

নবাব— (সস্নেহে বেগমকে বক্ষে স্থান দিলেন।)

ড্রপ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—রাজদরবার

নবাব বাহাদুর এবং পারিষদবর্গ, ইস্‌মাইল গাজি, হায়াতন,
পরাগল খাঁ, প্রহরী।

নবাব— সেদিনকার সভায় আপনাদের নিকট বলেছিলাম—আমার এক অভিপ্রায় অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

ইস্‌মাইল— হাঁ, বলেছিলেন বটে কিন্তু গৌরমল্লের গোয়ার্ত্তুমীতে মুস্কিল বেঁধে গেলো জোনাবালি।

পরাগল খাঁ— শুন্‌ছি নাকি ইনি এখন ঘরে ঘরে বিষ ছড়াচ্ছেন, হুজুরের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করছেন।

নবাব— বয়ে যাক্, অপরের কুকর্ম্মদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হ'লে চলবে না। আমাদের এখন নিত্য নতুন কাজ। কোই হ্যায়?

প্রতিহারী— (কুর্ণিশ) জোনাব!

নবাব— মুর্শিদাবাদের সেই ব্রাহ্মণঠাকুরকে এনেছ?

প্রতিহারী— হা হুজুর, ইনি বাইরে অপেক্ষা করছেন, হুকুম হয়ত, দরবারে নিয়ে আসি।

নবাব— আলবৎ, সসম্মানে আন্‌বে।

প্রতিহারী— (কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান)

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অদূরে বৃদ্ধ চাঁদঠাকুরের প্রবেশ।
সঙ্গে প্রতিহারী। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কম্পিত।

চাঁদঠাকুর— (স্বগতঃ) শেষ বয়সে অদৃষ্টে কি আছে কে বল্‌বে? কোথায় কি অপরাধ করেছি জানিনা, কি জন্যে যে এই লাঞ্ছনা তাও বুঝতে পারছি না। রাজারা কি তবে বিনা অপরাধেই প্রজার অপকার করেন?

নবাব— (আসন হইতে উঠিয়া) ভয় নাই প্রভো, আসুন।

চাঁদঠাকুর— (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! বলে কিনা "প্রভো"—"আসুন", একি তবে শূলে দেওয়ার আগে মিষ্টান্ন প্রদান?—অথবা উপহাস! অথবা গঙ্গাযাত্রীর কর্ণে হরিনামগান?

নবাব— চুপ করে' আছেন যে? শাসন নয় মহাশয়, পুরস্কার।

চাঁদ— পুরস্কার? তিরস্কার বলুন। আমিতো পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নই।

নবাব— আপনি আমাকে একদিন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। উঃ সে কি ভীষণ কালসাপ—মনে পড়ে!

চাঁদ— কাল সাপ? কোথায়? (স্বগতঃ—সভয়ে) দংশন না করলে বাঁচি।

নবাব— আপনারই বাড়ীর কাছে, পুকুরের তীরে এক বটগাছের নীচে আমি ঘুমিয়েছিলুম; সেই পুকুরকাটার সম্পূর্ণ ভার ছিল আমার উপর।

চাঁদ— আপনি কি যে বল্‌ছেন ? সেতো আপনি নন, সেযে ছিল এক দরিদ্র রাখাল, আমার প্রতিবেশী জমিদার সুবুদ্ধি খাঁর বাড়ীর চাকর।

নবাব— (সেলাম করিয়া) আলবৎ প্রভো ! সেই নফর আমি। খোদার দোয়ায় সেই নফর আজ গৌড়ের মসনদ পেয়েছে ; কিন্তু প্রাণদাতার প্রতি নিজের কর্ত্তব্য ভুলে যায়নি। শাস্ত্রে শুনেছি, পিতা পাঁচ প্রকার ; অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, জনক এবং গুরু। আপনি সেই কাল সাপকে হত্যা না করলে ঐ দিন আমাকে নিদ্রার মধ্যে থেকেই মহানিদ্রায় পৌঁছতে হতো। আপনি আমার ভয়ত্রাতা পিতা, তাই মনে করেছি অধমের এই প্রাণের বিনিময়ে আপনাকে কিছু দান করব।

চাঁদ— ওঃ, সেই দীন দরিদ্র রাখাল আজ বাংলার নবাব !—তা হবে—। সুখ দুঃখ যে রথের চাকার মতোই ঘুরছে ; আজ যে ফকীর কাল সে রাজা, আজ যে সম্রাট কাল সে ভিখারী। কিন্তু হুজুর, আপনার নিকট হ'তে কোনও দান ফিরিয়ে পাব সেই ভরসায়তো আমি আপনার জীবন রক্ষা করিনি। বিনিময়ের প্রত্যাশা রেখে পরের উপকার করা সেতো অতি নিকৃষ্ট কার্য্য।—(কিছুকাল থামিয়া) আর গৌরমল্ল কিনা পরের অপকারের জন্যই দিনরাত কাটাচ্ছে।

ইস্‌মাইল— (সবিস্ময়ে) গৌরমল্ল ?

হায়াতন— সুলতানের একটু ইঙ্গিত পেলে এই মুহূর্ত্তে আমি গৌরমল্লকে বন্দী করতে পারি।

নবাব— থামো হায়াতন। (চাঁদ ঠাকুরের প্রতি) সে কি করেছে ?

চাঁদ— সুলতান আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন জেনে, সে, রাত্রিকালে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে কত কথাইনা বল্লে। তার প্রত্যেক অক্ষরে রাজদ্রোহিতার তীব্র বিষ। আমিতো তারই কথায় মনে করেছিলুম আপনারা হয়তো আমাকে এখানে অপমান করবেন।

নবাব— (উদ্দেশে) গৌরমল্ল ! তোমাকে আয়ত্ত করতেই হবে। হায়াতন !

হায়াতন— মালেক !

নবাব— (হায়াতনকে নবাবের পার্শ্বে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। পার্শ্বে আসিলে তাহার হাতে, নিজে লিখিয়া এক টুক্‌রা কাগজ দিলেন। হায়াতন উহা নীরবে পাঠ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে চলিয়া আসিল এবং সানন্দে কাগজখানা পাগড়ী বা টুপীর ভিতরে রাখিল।)

নবাব— ভাল, আপনাকে আমি মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গার ধারের বিস্তীর্ণ একটী গ্রাম দান করছি, সেই গ্রামের নাম আজ থেকে আপনারই নামে "চাঁদপাড়া" বলে অভিহিত হবে।

চাঁদ— হুজুর যদি রুষ্ট না হন আমার এক আপত্তি জানাই।

নবাব। স্বচ্ছন্দে।

চাঁদ— বিনামূল্যে ভূমি গ্রহণ করা আমার বিবেকের বিরুদ্ধ।

নবাব— বেশ্, অত বড় জমির মূল্য নির্দ্ধারণ হ'লো এক আনা। আপনি একআনা মাত্র আমার সরকারে জমা দেবেন, আজ হ'তে ঐ জমির নামকরণ হবে এক আনী চাঁদ পাড়া।

সকলে— জয় গৌড়াধিপতি সুলতান হোসেনশাহের জয়।

সিন পতন।

২য় দৃশ্য—মন্ত্রণা-কক্ষ।

(হায়াতনের প্রবেশ, সগর্ব্বে পাদচারণ)

হায়াতন— সুলতান আমাকে পাঠিয়েছেন এই মন্ত্রণাকক্ষ পাহারা দেওয়ার জন্য। একটী টিকটিকি পর্য্যন্ত যেন গৃহের আশে পাশে :না থাকে।—গৌরমল্ল! এইবার, এইবার তোমাকে কাবু করবার ব্যবস্থা হবে। যাই, দেখি, ওদিকটার দরজা বন্ধ আছে কিনা!

(কিছু দূরে ইস্‌মাইলগাজি ও পরাগল খাঁর প্রবেশ)

পরাগলখাঁ— ব্যাপার কি? এই মন্ত্রণাগৃহের দরজা এখনও বন্ধ রয়েছে দেখা যায়, অথচ আমরা ঠিক্ সময়ে পৌছেছি।

ইস্‌মাইল— হয়তো এখনি খুলবে, অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যাই বলুন খাঁসাহেব! সুলতানের জীবনী শুধুই রহস্যময় নয়, অলৌকিকও বটে।

পরাগল— ঠিক এমনি একটী ঘটনাইতো ঘটেছিল দাক্ষিণাত্যে—নবাব হুসেন গাঙ্গুর জীবনধারায়। বাল্যকালে তিনি নিঃসহায় অবস্থায় এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন, পরে নিজ বুদ্ধিবলে ও বীর্য্যবত্তায় লাভ করেন বিস্তৃত বাহ্‌মনি রাজ্য।

ইস্‌মাইল— তাই বটে। প্রতিপালক ঐ ব্রাহ্মণের নাম অনুসারেই রাজ্যের নাম রাখা হয় বাহ্‌মণি রাজ্য। আর নবাবকেও অনেকে জানৃত হুসেন গাঙ্গু বাহ্‌মণিরূপে। আমাদের এই সুলতানের জীবনীও যে সেই রকম।

(হায়তনের প্রবেশ)

হায়াতন— আপনারা, আপনারা এখানে এই অসময়ে ?

ইস্‌মাইল— তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ?

হায়াতন— আজকের এই গুপ্ত সভায়তো সকলের প্রবেশ নাই। সুলতান আমাকে এই ঘরের পাহারায় নিযুক্ত করছেন। (ব্যস্ত হইয়া) ইনি যে এখনি এসে পড়বেন ; —তা— আপনারা—আপনারা—

[ইসমাইলগাজি ও পরাগল খাঁ নিজেদের উষ্ণীষের ভিতর হইতে খুলিয়া একই রকমের দুইখানি ফর্ম্মান (প্রবেশানুমতি পত্র) দেখাইলেন]

ইসমাইল— (দক্ষিণ হস্তে ফর্মান ধরিয়া) কি দেখ্‌ছ ?

হায়াতন— (উভয়ের পায়ের নীচে পড়িয়া গেল) গোস্তাফী মাফ্‌ হয় গাজি সাহেব, খাঁ সাহেব। আপনারাও যে এই সভায় আহূত হয়েছেন জানৃতাম না।

পরাগল খাঁ— নির্ভয়, যাও, তোমার কাজে যাও।

(নবাবের প্রবেশ)

নবাব— হায়াতন।

হায়াতন— খোদাবন্দ।

নবাব— বৃদ্ধ পুরন্দর খাঁর কি সংবাদ ?

হায়াতন— হুজুরালি! ইনি শয্যাগত ছিলেন। বলেছেন, যদি হুজুরের দরবারে প্রয়োজন হয়, তবে আসবেন।

নবাব— আমার সেলাম জানাও।

(হায়াতনের প্রস্থান ও পুরন্দর খাঁ সহ প্রবেশ)

নবাব— আসুন, গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পেলাম, আপনাকে কেউ কুমন্ত্রণা দিচ্ছে।

পুরন্দর খাঁ— গৌরমল্লের কথা শুনে থাক্‌বেন। যেম্নি চতুর, তেম্নি গায়ের জোর। আসল কথা কি জানেন? মুজঃফর শার আমল থেকে ওর আকাঙ্ক্ষা উচ্চ, আশা গভীর। ওর শরীরের শক্তি ও সাহস দেখে নবাব তাকে পাঁচ হাজারী সেনার অধ্যক্ষ করেন; কিন্তু এতেই সে সন্তুষ্ট নয়।

নবাব— আপনি বিচক্ষণ, বৃদ্ধ, বহুকাল এই গৌড় রাজ্যের উজীর। আপনার কাছেও গৌরমল্ল আস্কারা পায়?

পুরন্দর— আস্কারা নয় হুজুর! আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি। এখন আপনাকেও কিছু নিবেদন করবো। কথায় বলে উত্তম ব্যক্তিকে সম্মান দ্বারা তুষ্ট করতে হয়, বীর্য্যবান ব্যক্তিকে ভেদনীতি দ্বারা, নীচকে সামান্য কিছু দানদ্বারা, সমান ব্যক্তিকে পরাক্রমদ্বারা আয়ত্ত রাখতে হয়।

পরাগল— আমরাও নবাব বাহাদুরকে বলি, ঐ গৌরমল্লকে তার আশাতিরিক্ত কিছু দিয়ে আয়ত্ত রাখবেন—বড় একটা চাক্‌লা বা মৌজা।

ইসমাইল— যে যতই রাজদ্রোহের ভাণ করুক, রাজার প্রসন্নতা লাভ করলে রাজদ্রোহিতা পড়ে' থাকে পাথরের চাপায়।

পরাগল— এই কথাটিতে সবাই সায় দিবেনা গাজি সাহেব। কেউ হয় পেটের দায়ে বিদ্রোহী, কেউ হয় দেশের মঙ্গলের জন্যে।

ইসমাইল— আর কেউ হয় স্বার্থ সাধনের জন্যে। নয় কি ?

পরাগল— স্বার্থপর যারা, তারাতো ভণ্ড, প্রতারক, দেশের শত্রু।

নবাব— ভাল কথা, আপনার উপদেশ কি আমরা বরাবর পাব না। আপনার মন্ত্রিত্বে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণ উপকৃত হ'য়েছেন। আপনি কি এই অধমের দরবারে উজীর থাকবেন না ?

পুরন্দর— বয়স হ'য়েছে হুজুর, শক্তিহীন। আর কাহাতক ? শাস্ত্রে আছে পঞ্চাশের উপরে গেলেই উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়ে বিদায় নিতে হয়। এ কথা অবশ্যি সর্ব্বসাধারণের জন্য। অসাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে ৭২ বৎসর।

নবাব— আপনার অসাধারণত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ আপনার বয়স আজও ৭২ হয়নি। অতএব আশা করি, আপনি গৌরমল্লের বিরুদ্ধবাণীতে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে বিদ্রোহীদের গুপ্তচক্রকে শক্তিমান করবেন না। বাকী ক'টা দিন রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করুন।

পুরন্দর— যে আজ্ঞে হুজুর। আপনি যে আমাকে ভুল বুঝেন নি সেই জন্যে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি।

নবাব— (মাথা নত করিলেন, পরে ইস্‌মাইল গাজির প্রতি) গাজি সাহেব। রাজ্যের ভিতর ঘোষণা করে' দিন, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সবাই আমার দরবারে অপক্ষপাত ব্যবহার পাবে। কারুর মনে কোনরূপ শঙ্কা বা সঙ্কোচ যদি থাকে, আমার এই বৃদ্ধ উজীর মহামান্য পুরন্দর খাঁ সমস্ত দূর করবেন। আরও ঘোষণা হবে, রাজ্যের গুণী, মানী, পণ্ডিত, মৌলানা, কবি ও শিল্পিবৃন্দ রাজকোষ হ'তে বৃত্তি পাবেন।

(সকলে মাথা নত করিল। সিন পড়িল)

৩য় দৃশ্য—মধুমালতীর কুটির

হায়াতনের প্রবেশ।

হায়াতন— উঃ। কি ভয়ঙ্কর রোদ, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা জল কোথাও মিল্‌ল না।—এই যে একটা বাড়ী।—বাড়ীতে কে আছ? বাড়ীতে কেউ আছেন কি?

নেপথ্য হইতে মধুমালতী—কে আপনি?

হায়াতন— পথিক।

মধুমালতী— (প্রবেশ করিতে করিতে) পথিক বল্‌লেই সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না। (.হঠাৎ অপরিচিত যুবককে দেখিয়া) কে ইনি ?—(প্রস্থানোদ্যত)

হায়াতন— দেখা দিলেন যদি, যাবেন না, বড় পিপাসা।

মধু— (নিজকে সামলাইয়া লইয়া) পিপাসা ? কথার ভিতর কোনও ব্যঙ্গ অর্থ লুক্কায়িত নাই ত ?

হায়াতন— বড পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা জল।

মধু— পরিশ্রান্ত ?—কে আপনি ? কোথেকে এলেন ? কোথায় যাওয়া হবে ?

হায়া— (হাঁপাইয়া) সব প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে দিতে পারবো না, প্রাণ যে যায়—একটু জ-ল।

মধু— এই জল নিয়ে আস্‌ছি (প্রস্থান ও জল সহ প্রবেশ)

হায়াতন। (জলের ভাণ্ড লইয়া পান) আঃ, বাঁচলাম। এখন আবার প্রশ্ন করুন, কি বলতে হবে।

মধু। আপনার জল পান হয়ে গেছে, এখন আমি যেতে পারি।

হায়া। তাকি হয় ? এতগুলো প্রশ্ন করেছিলেন, একটারও উত্তর শুনে যাবেন না ? আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম।

মধু। শিকার ? তবে কি মনে করবো আপনার সব কথাতেই দুটো করে অর্থ আছে।

হায়া। আপনি আমার কথার দুটো অর্থ করতে পারেন করুন, আমাকে অভদ্র ভাবতে পারেন ভাবুন, কিন্তু ঐ বাজে

অর্থ ভেবে আপনার এত সঙ্কোচ কেন? আমি বাস্তবিকই শিকারে বেরিয়েছিলাম, স্পষ্ট করেই বলছি, মানুষ শিকারে নয় (মধুমালতী চমকিয়া উঠিল)— হরিণ শিকারে। হরিণের পেছনে পেছনে ছুটে রামকেলি বন পার হ'য়ে তমালতলার প্রকাণ্ড সেই মাঠ বয়ে আপনার এই কুটিরে উপস্থিত। কত চেষ্টা করেছি, এক ফোঁটা জল কোথাও পাইনি, —না আছে একটা কূয়ো, না আছে পুকুর।

মধু— পিপাসার্ত্তকে জলদান আমাদের ধর্ম্ম।

হায়াতন— এই যে দেখছি, ভয়সঙ্কোচ দূরে চলে গেছে। এখন আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি?

মধু— স্বচ্ছন্দে।

হায়াতন— এটা কোন্ গ্রাম? আপনার কুটিরে আর কাউকে দেখছি না যে?

মধু— এই গ্রামের নাম মল্লপুর। যত সব মল্লদের বাস এই গ্রামে। আমিও মল্লের ঘরের মেয়ে। আজও বিয়ে হয় নি। তাই বাড়ীতে অপর কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না।

হায়াতন— বিয়ে না হ'লেই কি আপনার বল্‌তে আর কেউ থাকৃতে নেই? বাপ্, মা, ভাই বোন?

মধু— সব ছিল গো সব ছিল, নিদারুণ মশার বিষে সব উজাড় হ'য়ে গেছে। (করুণ) এই পোড়া শ্মশানে পাহাড়া দেওয়ার জন্যে ভগবান শুধু খাড়া রেখেছেন আমাকে।

হায়াতন— আপনাকে তা হ'লে ব্যথা দিচ্ছি।

মধু— আপনি ব্যথা দেবার কে? সব আমার ভাগ্যলিপি।

হায়াতন— মশার বিষে সব উজাড় হ'য়েছে বল্‌লেন না, তাৎপর্য্য বুঝতে পারলুম না।

মধু— সবাই তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পারে না। হেকিম বৈদ্যিরা কিন্তু তাই বল্‌লেন। মশার কামড়ে নাকি কি-একরকম বিষ আছে। তাতেই জ্বর হয়, তাতেই তিলে তিলে মৃত্যু।

হায়াতন— তা হ'লে রোগীরা হেকিম বৈদ্যির চিকিৎসা পেয়েছিল?

মধু— আমার সাধ্য কি বৈদ্যি ডাকি? আমার এক প্রতিবেশী ভাই আছেন—বিশ্বপ্রাণ। নাম শুনেছেন বোধ হয়? এই গৌড়ে কে তার নাম না জানে?—বীর—গৌরমল্ল!

হায়াতন— গৌরমল্ল?

মধু— চম্‌কে উঠ্‌লেন যে? তার মত বড় একটা হৃদয় আপনি হয়ত খুঁজে কোথাও পাবেন না। তাঁরি চেষ্টায় আমার বাবা মা ও ভাইদের চিকিৎসা হয়েছিল।

হায়াতন— গৌরমল্লের নিবাস কি এই গ্রামে?

মধু— ভয় পেলেন নাকি? আমি বল্‌ছি উভয় রকমে নির্ভয়।

হায়াতন— উভয় রকমে?

মধু— হাঁ, উভয় রকমে। তিনি ভীত ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন এবং অতিথিকে মাথায় রাখতে জানেন।

হায়াতন— কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, আমি এক অপরিচিত পুরুষ, এক অপরিচিতা যুবতীর নিকট অনেকক্ষণ রয়েছি।

মধু— সেই আশঙ্কা আমারো আগে হয়েছিল কিন্তু এখন বল্‌ছি, আপনি উভয় রকমে নির্ভয়। আপনি যে আজ অতিথি! ইচ্ছা যদি হয় আপনি এখানে আজ বিশ্রাম করতে পারেন। আমাদের ধর্ম্মে অতিথি দেবতা। দেবতার জন্য আমাদের যত কিছু আয়োজন, যা-কিছু সম্বল সব উন্মুক্ত।

হায়াতন— (স্বগতঃ) বুঝ্‌তে পারছি না, জগতের সব নারীই এত বড় মহিমামণ্ডিত হৃদয় নিয়া জন্মায় কিনা। (প্রকাশ্যে) উঃ বড় ব্যথা! আপনার এই গ্রামের মশক বুঝি আমাকেও পেয়ে বস্‌ল! মাথা বুঝি ছিঁড়ে যায়। (উপবেশন)

মধু— জ্বর আস্‌ছে বুঝি? হাঁ তাইত, চোখ্ দুটো ছল্ ছল্ করছে যে! দেখি দেখি (কপালে হাত দিয়া) উঃ ভীষণ উত্তাপ।

হায়াতন— আমি—আমি এই জায়গাটাতেই থাক্‌ব! পাত্‌বার জন্যে একটা যা-কিছু হয় আনুন।

মধু— বাইরে থাক্‌বেন? তাও কি হয়?—উঠ্‌তে পারছেন না বুঝি! এই আমার হাত ধরুন। (হায়াতনকে উত্তোলন)

হায়াতন— (উঠিয়া স্বগতঃ) বিশ্বের স্নেহমমতায় গড়া সেবারূপিণী এই নারী! তোমারি সেবাধর্ম্মে মৃতের প্রাণে বর্ষিত হয় সঞ্জীবনী সুধা। (প্রকাশ্যে) হাত ছাড়ুন, আমি—

অগ্নি চল্‌তে পারবো, আপনি যে অতিথির পরিচয় শুন্‌তে চেয়েছিলেন, শুন্‌লেন না তো ?

মধু— নিষ্প্রয়োজন। অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা সকল ধর্ম্মেই হয়তো নিষেধ।

হায়াতন— আপনি ধর্ম্ম মেনে চল্‌ছেন, কিন্তু আপনার দাদা গৌরমল্ল তা না-ও মান্‌তে পারেন ত ?

মধু— ওকি আপনি টল্‌ছেন যে ? পড়ে যাবেন, এই আমি ধরছি।

(মধুমালতীর স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান, অদূরে গৌরমল্লের প্রবেশ)

গৌরমল্ল— (দূর হইতে) বুঝতে পারছি না আমি জীবিত কি মৃত !—উঃ—এতদূর ? (প্রকাশ্যে) মধুমালতী !

মধু— কে ? গৌরদা এলেন ?

গৌরমল্ল— তুমি একে চেন কিনা ?

মধু— চিন্‌তাম যদি তবে ত তুমি কি কাণ্ডইনা করতে। চিনি না বলেই একে নিয়ে ঘরে যাচ্ছি। এযে অতিথি, অতিথির পরিচয়-জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন তাতো তুমি কম জানো না গৌরদা !

গৌরমল্ল— আমি বল্‌ছি তুমি কেউটে সাপ নিয়ে খেলা করতে চল্‌ছো, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের পঙ্কিলপথে পা দিচ্ছ। ভালো, হায়াতন ! তুমি এখানে অসময়ে কেন ?

মধু— তা-হলে তুমি একে চেন দাদা ? আমার অচেনা হলেও তোমার পরিচিত ইনি ! ওঃ তাইতেই ইনি তোমার নাম শুনে মাঝে মাঝে চম্‌কে উঠ্‌ছিলেন।

গৌর— চম্‌কে উঠ্‌বে না ? কাক হয়ে রাজহংসীর বাসায় নজর দিয়েছে, চম্‌কে উঠ্‌বে না ? ফেরু হয়ে বৃষের মতো সরলতার ভাণ করেছে, চম্‌কে উঠ্‌বে না ?

হায়াতন— বড় বিপদ গৌরমল্ল, বিষম জ্বর, তাতে একাকী।

গৌর— সবাইকে বোকা মনে করোনা হায়াতন। একাকী না হয়ে কেউ কি কখনো সঙ্গী সাথী নিয়ে এমন নির্জ্জনে যুবতীর স্কন্ধে ভর করে ?

মধু— ছিঃ ছিঃ দাদা ! কি যে বল্‌ছো তুমি ! লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবে না ?

গৌর— মাটীতে মিশতে হয় ঢের সময় আছে মালতি ; আমি বল্‌ছি আজকের জন্যে তোমার এই ধর্ম্মকার্য্যটা থাক্। জানো না তুমি এ হচ্ছে সুলতানের গুপ্তচর, জাতিতে মুসলমান।

মধু— জাতিতে যে মুসলমান সেই পরিচয়তো তোমার মুখে তার হায়াতন নাম শুনেই বুঝেছি, কিন্তু তবু আমি চমকাইনি। এই অসময়ে—এই হিন্দুপল্লীতে এসে, ঘোর বিপাকে পড়ে একজন মুসলমান কি পিপাসার সময় এক ফোঁটা জল পাবে না ? সারাদিন রৌদ্রে পুড়ে জ্বরের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে গেলেও কি হিন্দুপল্লীর স্নিগ্ধ হাওয়া তার তাপিত অঙ্গ শীতল করবে না ?

গৌর— মধুমালতি ! ছোট বোন্ হয়েও তোর মুখে যে এতগুলো কথা ফুটে উঠেছে তাতে তোকে আদর করব কি গালি দিব বুঝতে পারছি না। আমি তোর শুধু দাদা নই— শিক্ষকও। এই গোটা মল্লপাড়ার ভিতরে তোর মতো দ্বিতীয় একটি মেয়ে মিলবে না তা আমি জানি,—শুধু মল্লপাড়ায় নয়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও হৃদয়ের বলে সমগ্র গৌড়দেশে তোর তুলনা মিলবে না দিদি, তা আমি বড় গলায়ই বল্‌তে পারি। তবু কি জানিস্, হায়াতন আমার পরম শত্রু !

মধু— (চমকিয়া) পরম শত্রু !

হায়াতন— উঃ বড় জ্বর, বড় ব্যথা !

গৌর— এস হায়াতন, এস শত্রু, এস বন্ধো ! আমার কাঁধে ভর করো। আমার বাড়ীতে চলো। আজ আর তুমি শত্রু নও। মালতি ! তুই ভাবছিস্ বুঝি আমি তামাসা করছি ! ভাবছিস বুঝি এই শত্রুকে আলিঙ্গন দেওয়া এই কলিকালে অসম্ভব ! কিন্তু আমি বল্‌ছি দিদি, এই পরম শত্রুর সেবার ভার আমি নিলুম। যতদিন রোগমুক্ত না হবে ততদিন এ আমার পরম মিত্র। মিত্রজ্ঞানে আমি এর সেবা করবো, অতিথিজ্ঞানে নিজের বাড়ীতে ঠাঁই দেবো। তুই দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখ্, তোর মল্লদাদার কথা ও কাজ এক কিনা। এস হায়াতন ! ঐ আমার ঘর—এস। (গৌরমল্লের স্কন্ধে ভর দিয়া হায়াতনের প্রস্থান)

মধুমালতী— এক সঙ্গে দুই ভাব—প্রশংসা ও সংশয়। একই বাতাস, তাতে দুই ক্রিয়া, জগতের প্রাণ আর জগৎ বিধ্বংসী ঝটিকা। দাদা আমায় প্রশংসাও করলেন, অথচ সংশয়ের বাণীও শুনালেন। কিন্তু দাদা! তোমার মতো বীর পুরুষের মুখে অমন বিশ্রী সংশয়তো শোভা পায় না। পাহাড়ের মতো উঁচু তোমার হৃদয়, সমুদ্রের মতো গভীর। পরের উপকারের জন্যে অষ্টপ্রহর কষ্ট স্বীকার। বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা, যার তুলনা মেলে না। দেশের স্বাস্থ্যসম্পদ উদ্ধারের জন্যে রাজার দৃষ্টি পড়ছে না বলে' সুলতানের সঙ্গে তোমার বিরোধ, জ্বরের বীজ নিবারণের জন্যে সরকার কিছু বন্দোবস্ত করছে না বলে' নবাবের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তোমার বচসা—আমার তো কিছু অজানা নেই। একাধারে তুমি ফুলের চেয়ে কোমল অথচ পাষাণ অপেক্ষা কঠোর। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার রুদ্রমূর্ত্তি শত্রুদের পক্ষে নির্ম্মম। কিন্তু এই হায়াতন, যাকে তুমি পরমশত্রু বলছ, দেখে নেবো তার প্রতি তোমার কেমন ব্যবহার! দেখে নেবো প্রেমের বিমল বন্ধনে শত্রুতা মরে কিনা, দেখে নেবো সোণার উজ্জ্বল আবরণে লোহার অঙ্গ ঢাকা পড়ে কিনা!—সন্ধ্যা হয়ে এলো, এখনো যে তুলসীতলায় আলো পড়েনি।

(প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য – শ্রীকর নন্দীর প্রবাসবাড়ী, গৌড়।

শ্রীকর একাকী গান গাইতেছিল, বীণাযন্ত্রে, (অথবা কতিপয় বালক গাইতেছিল, জলতরঙ্গ যোগে)

সাগর জলের শীতল হাওয়ায় ভারতবাসীর প্রাণ,
বেদব্যাসের মধুর ভাষায় উঠ্‌ল মধুর তান।
সাম যজু ঋক্‌ বেদ-সাগরে
অফুরন্ত রত্ন ধরে
সেই রত্নাকরের রত্ন মথি' মহাভারত—দান।
চতুর ডুবুরী যারা
রতনের খোঁজ পায় যে তারা,
যারা বটে বুদ্ধিহারা তাদের তরে বাংলা গান।

(পরমেশ্বরের প্রবেশ)

পরমেশ্বর— সঙ্গীতের সুধাধারায় দিগ্‌ দিগন্ত ভাসিয়ে দিয়ে অমৃতের প্রস্রবণে অপরের তাপিতপ্রাণ শীতল করা চলে শ্রীকর! কিন্তু গায়কের জীর্ণ উদর তাতে পূর্ণ হয় না। গানের সুধায় অপরের ক্ষুধা মেটে,—দরিদ্র গায়কের ক্ষুধা চিরকাল অশান্ত থেকে যায়।

শ্রীকর— তবু গাই দাদা! ভগবানের দান, অবহেলা করলে হয়ত ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন। কণ্ঠের সঙ্গে উদরের বন্ধুত্ব নেই বটে, শত্রুতাও তো নেই। জীর্ণ উদরেও কণ্ঠস্বরের বিরাম নাই দাদা।—আপনি এই যাত্রা কবে এলেন?

পরমেশ্বর— আজই এসেছি। সুলতানের ঘোষণাবাণী শুনলুম রাজ্যমধ্যে যারা কবি, শিল্পী, গায়ক, তারা রাজকোষ হ'তে পুরস্কার পাবে, তাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছি চাটগাঁ থেকে গৌড়ে। অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ। তোমার কিছু লাভ হয়েছেতো ?

শ্রীকর— কিছুই বুঝা যাচ্ছেনা দাদা ! নানাজনের মুখে ঐ ঘোষণা-বাণীর ব্যাখ্যা নানা রকম হচ্ছে, কেউ বল্‌ছে ওসব সুলতানের ভণ্ডামী, কেউ কেউ বল্‌ছে চালবাজি। অথচ শুন্‌তে পাই রাজ্যমধ্যে অগণ্য গুপ্তচর। আসুন গৃহের ভিতরে আসুন, বাইরে কিছু বলবার জো নেই।

(উভয়ের গৃহমধ্যে প্রবেশ)

(অদূরে সাধারণবেশে নবাবের প্রবেশ)

নবাব— নিশ্চয় সঙ্গীতের লহরী এই দিক থেকেই ভেসে এসেছে, কি সুন্দর সুর ! এখনও বুঝ্‌তে পারছিনা এই দেশের সৌন্দর্য্য নাই কোথায় ! সঙ্গীতে সৌন্দর্য্য, সাহিত্যে সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির রচনায় সৌন্দর্য্য। একদিকে মহানন্দা গঙ্গার কুলু কুলু নাদ, অপর দিকে শ্যামা চন্দনা পাপিয়া কোয়েলার কল কল গীতি, এক দিকে দিগন্তবিসারী শস্য-শ্যামল প্রান্তর, অন্যদিকে আকাশ-চুম্বী পর্ব্বতমালা, এক দিকে যোগী আর দিকে ভোগী, মাঝখানে ছয় মূর্ত্তিধারী বহুরূপীর বর্ষব্যাপী বিরাট মেলা। সব সুন্দর, সব সুন্দর ! কৈ কাউকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনা যে ! অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর,

মনোহর তাল মান লয়, দেহ মন পুলকিত হয়। নিকটেই অপেক্ষা করি, দেখা যাক্ গায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কিনা! আহা কি সুন্দর পদকদম্ব—"সাগর জলের শীতল হাওয়ায় ভারতবাসীর প্রাণ" (প্রস্থান)

(গৌরমল্লের প্রবেশ)

গৌরমল্ল— (দরজায় ধাক্কা দিয়া) শ্রীকর ভায়া ঘরে আছ? বলি এই অসময়ে ঘরের দরজা বন্ধ কেন?

(শ্রীকর ও পরমেশ্বরের প্রবেশ)

শ্রীকর— কে গৌরমল্ল ভায়া, এস এস।

গৌর— ঘরের ভিতরে বসে' বসে' কি হচ্ছিল? নবাবের প্রদত্ত অর্থরাশি মাটির নীচে রাখ্‌ছিলে বুঝি? অর্থ রাখার জন্যে নবাব বাহাদুর লোহার সিন্দুক পর্য্যন্ত সঙ্গে দেননি নিশ্চয়।

শ্রীকর— তোমার সেই একঘেয়ে কথা আর দূর হ'ল না। সর্ব্বদাই সুলতানের প্রতি কটাক্ষ, আমাদিগকে ঠাট্টা।

গৌর— এ যাত্রা আর ঠাট্টা বলে' মনে করোনা যেন। দূর থেকে দেখ্‌ছিলাম স্বয়ং নবাব বাহাদুর তোমার এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। আজ আর বিন্দু, সিন্ধুর নিকট নয়, স্বয়ং সিন্ধু বিন্দুর আলয়ে উপস্থিত হ'য়েছিল— অর্থাৎ গরীবের বাড়ীতে হাতীর শুভাগমন! বলি ব্যাপারখানা কি? কয় হাজার আশ্‌রফী মিল্‌ল?

শ্রীকর— এবার এক নতুন রকমের কথা পেতেছ যাহোক্।

গৌর— নতুন নবাবের আমলে অনেক কিছুই নতুন হবে।

পরমেশ্বর— বহুকাল কবিতা রচনা করেছি, কত রকমের সঙ্গীত রচনা হ'য়ে গেছে। আমি যে নবাব বাহাদুরের ঘোষণা শুনে পুরস্কারের আশায় চাটগাঁ থেকে গৌড়ে চলে' এসেছি গৌরমল্ল! আর তুমি বলছ কিনা নতুন নবাবের আমলে অনেক কিছুই নতুন। অথচ ঠাট্টা করূছ কয় হাজার আশ্‌রফী! তবে কি—

গৌর— নবাবেব চাতুরী বুঝ্‌তে পারছেন না আপনারা। দেশের বড় বড় মাথাগুলোকে মুঠোর ভিতরে এনে নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করবেন। কি সুন্দর কল্পনা! কবি শিল্পী, গুণী গায়ক, পণ্ডিত মৌলানা এই সব লোককে তিনি পুরস্কার দেবেন; আর যারা বটে যোদ্ধা, যারা বটে বীর্য্যবান্ সেনা, তারা দেশ থেকে হবে নির্ব্বাসিত; পাইক, তীরন্দাজ ও মল্লগণ উপোস করে' মরবে? ফন্দী মন্দ নয়! নবাব মনে করেছেন দেশে তাঁর শত্রু নেই, যুদ্ধ বিগ্রহ কখনো ঘট্‌বে না। আচ্ছা, দেখাই যাক্ না।

(নবাব বাহাদুরের প্রবেশ,
সকলে চমকিত হইয়া উঠিল)

নবাব— যুদ্ধ বিগ্রহ যদিই বা ঘটে গৌরমল্ল, তবে তাতে তোমার প্রয়োজন কোনো তরফ থেকেই আস্‌বে না। আড়াল থেকে সব শুনেছি, তোমার মতো তুচ্ছ একটা পতঙ্গকে অঙ্গহীন করবার জন্য নবাব হোসেন শাহের তরবারি

কলঙ্কিত হবেনা জেনো।—বাজাও বাঁশী ? দেখা যাক্ তোমার পাঁচ হাজার হাব্‌সী ও পাইক এসে এখানে দাঁড়ায় কিনা ? বাঁশী বাজাও -- বাজাও।

গৌরমল্ল— (বংশীধ্বনি করিল ; ২।৩টী সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিল, কিন্তু যাহারা আসিল তাহারা নবাব-সৈন্য)

নবাব— কি দেখ্‌ছ ?—এই সব সৈন্য কার ? তোমার না আমার ? তোমার বাঁশীতে আর তোমার সৈন্য আসবে না। তোমার সেই পাঁচ হাজার হাব্‌সী ও পাইক এখন আমারি মুঠোর ভেতর। অতিবৃদ্ধ উজীর পুরন্দর খাঁর উপদেশবাণী তোমার কর্ণে পৌছায় না,—তুমি অপদার্থ !

গৌর— এই তরবারী বর্ত্তমানে গৌরমল্ল হাব্‌সী ও পাইকদিগকে তৃণের মতো তুচ্ছ মনে করে।

নবাব— বটে ! হায়াতন !

(হায়াতনের প্রবেশ)

হায়াতন— মালেক।

নবাব— ন্না—যাও

হায়াতন— (প্রস্থান করিতে করিতে স্বগতঃ) এইবার এমন চালই চেলেছি, বাছাধন মাৎ না হ'য়ে যায় কোথায় ? পীল এখনো চাল্‌তে হয়নি, সোজাসুজি নৌকোর চাল।

(প্রস্থান)

নবাব— ইচ্ছা করলে আমার এই সৈন্যগণ এখ্‌নি তোমাকে বন্দী করে' কারাগারে নিক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু আমি আরো অপেক্ষা করব।

শ্রীকর— গৌরমল্ল ভায়া ! বৃথাই তুমি রাজরোষে পতিত হচ্ছ।

পরমেশ্বর— হুজুর নাকি ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের কবি শিল্পী পণ্ডিত মৌলানা ও গুণী মানীদিগকে পুরস্কার দিবেন, কিন্তু কৈ যোদ্ধা বীর, মল্ল পাইক ও সেনাদিগকে পুরস্কার দিবেন কিনা তেমন কিছুতো ঘোষণাবাণীতে শুনিনি।

শ্রীকর— এই গৌরমল্লকে আপনি পুরস্কার দিন মেহেরবান্। শরীরে শক্তি আছে ক্ষেত্র নেই, সাহস আছে বিকাশ নেই। মুজঃফর শার মৃত্যুর পর থেকে এর আকাঙ্ক্ষা উদ্দাম। একে আপনি উচ্চপদে স্থাপন করুন।

নবাব— সর্ব্বদা আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্যে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা কর্‌ছে যে, তাকে কি মাটিতে বেঁধে রাখা চল্‌বে ?

পরমেশ্বর— শুন্‌লে ভায়া গৌরমল্ল ! নবাব বাহাদুর তোমার প্রতি প্রসন্ন। আর কাজ নেই, এখনি, এই মুহূর্ত্তে এঁর আশ্রয়ে এস।

গৌরমল্ল— ভাবতে দিন (চিন্তা), দেখা যাক্ এবার একটা নতুন চাল চেলে, কিস্তী পড়ে কিনা ! (প্রকাশ্যে) আমি স্বীকার।

পরমেশ্বর— (গৌরমল্লের দুই হাত নবাব বাহাদুরের দক্ষিণ করে স্থাপন করিলেন)

[নেপথ্যে ধ্বনি উঠিল "জয় গৌড়াধিপতি সুলতান হোসেন শাহের জয়।"]

ড্রপ।

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য - অন্তঃপুর

(সখীগণের প্রবেশ ও গীত)

আমরা সই প্রেমের ফুলবন।
ফুলে ফুলে অঙ্গ ভরা ভুবনমোহন।
মলয় ছুটে সুবাস বয়ে
ভোমরা আসে পাগল হ'য়ে,
কলিরা সব পড়্ছে ঢলি
ভয়ে ভয়ে, এ কেমন ?
এ কুসুমে ধরে না ফল,
নিতুই বহে যৌবন জল,
নাইক ভাটা, সদাই জোয়ার
ভাসায় ঋষির মন।

(ফুলবিবির প্রবেশ, হাতে একটী গানের খাতা)

ফুলবিবি— গানের তানেই ফুল ফুটে সখী, এই ফুল বিবির কোমল লতায় বুঝি আর ফুল ফুটে না।

১ম সখী— ও কি কথা সই ? তোমার সকল অঙ্গেইতো ফুল ফুটে' আছে। পদ্মফুলের মতো ডাগর চোক ভাসাভাসা, তিল ফুলের মতো নাসা, চাঁপাফুল বিজয়িনী আঙ্গুল, বসোরার গোলাপের মতো গায়ের রং—

ফুলবিবি— কবির দেশে থেকে থেকে তোমাদেরও দেখ্‌ছি কবিত্ব চমৎকার !

২য়া সখী— শুধু তাই নয়, নয়ন-কমল, বদন-কমল, নাভি-কমল ও কর কমল—কমলের ছড়াছড়ি। বাহুযুগল পদ্মের মৃণাল, ভ্রূযুগল কামদেবের ফুলধনু, দশনপাঁতিতে কুন্দকুসুম বিকসিত। সব অঙ্গেই ফুল, ফুল, ফুল —দুঃখু এই, ভোম্‌রা এসে এই ফুলে বস্‌বার ঠাঁই পায় না, চুমুকি চুমুকি মধু পান করে না। (চিবুকে হাত দেওয়া)

ফুলবিবি— আর একটা গান গা সই, প্রাণটা জুড়াক।

সখী— না সখি ! এবার তোমার পালা। আমরা গান গেয়ে গেয়ে হয়রান হ'য়ে গেছি। নিজের গান অপরকে বিলিয়ে দিয়ে রিক্ত আমরা, সর্ব্বহারা আমরা—আমাদের প্রাণ কি জুড়োবে না ?

ফুলবিবি— হাঁ গান গাবো সখি, গান গাবো, সেই গান শুধু আমি শুন্‌বো—অপরের শুন্‌তে নেই। নিজের গানে নিজে মস্‌গুল হ'য়ে থাক্‌ব। (গানের খাতাখানার পাতা উল্টাইলেন)

সখী— ওঃ বুঝেছি, তুমি নিরালায় বসে' গান গাবে, একা একা, ব্যস্‌ আমরাও আড়াল থেকে শুন্‌বো—সবাই মিলে। চল্‌লো চল।

(সখীদের প্রস্থান)

ফুলবিবি— (দোয়াত, কলম লইয়া একমনে গান রচনায় প্রবৃত্ত, ক্ষণপরে পাঠ)

এস সুন্দর ! সুন্দর সাজে
নেহারি ওরূপ চারু অপরূপ
ভাসিব সুখের সাগর মাঝে।
নব-অনুরাগ-মদির-আঁখিতে
ফুটিয়া উঠিবে আকুল হাসিতে,
সে হাসি নিরখি, থাকি থাকি থাকি
নাহি যেন মরি লাজে।
ঐ আঁখিতে, মধু হাসিতে
আপনা-হারাই শত কাজে।

নাঃ, শেষের দুটো পঙ্‌ক্তি জোরালো হল না। তা না হোক্, গানের সুরে টেনে নিয়ে উচু নীচু ভেঙে দেবো, কোমল কড়ি খাদে আন্‌ব এক অপরূপ মূর্চ্ছনা—দেখিই না চেষ্টা করে'—

(গান)

(ধীরে ধীরে পূর্ব্বেই হায়াতনের প্রবেশ, সানন্দে গান শ্রবণ, গানান্তে পশ্চাদ্দিক হইতে ফুলবিবির হাত হইতে গানের খাতা কাড়িয়া লওয়া)

ফুল— (চম্‌কিয়া) কে কে ?

হায়াতন— (নিজকে দেখাইয়া) এই আমি,—আমি।

ফুলবিবি— আবার তুমি এখানে? এত বড় সাহস? বার বার এই জেনানার ভিতরে আস্‌তে তোমার বুক কেঁপে উঠে না?

হায়াতন— তোমার বুক বুঝি খুব কেঁপে উঠেছে?

ফুল— বুঝ্‌বে কি চঞ্চল? কুমারীর হৃদয় কতটুকু কোমল। ফুলের ঘায়ে ভেঙে পড়ে, হাওয়ার ছোঁয়াচে আঁৎকে উঠে। তুমিতো নীরেট কাঠ! বইখানা দাও বল্‌ছি।

হায়াতন— আমি নীরেট কাঠ?—এতদূর?—ভালো,—না যাক্‌,—আচ্ছা ফুলবিবি, এদ্দিন গেলো, এত অসাধ্য সাধন করছি, তবু তুমি আমাকে একদিন নাম ধরে' ডাক্‌লে না? শুধু 'চঞ্চল' 'চপল', 'নীরেট কাঠ' 'শক্ত হাত', "নরকের ভূত" কত কি?—কেন? আমি কি গৌরমল্লের চেয়েও—

ফুল— যাও।

হায়াতন— (পিছু সরিল. এবং বই খানার পাতা উল্টাইয়া) এতগুলো কবিতা ও গান তোমারি রচনা? বাঃ, তোফা; কিন্তু এই "রাজ হংস" কবিতাটী কার উদ্দেশ্যে?

চাঁদের জ্যোছোনা সম স্বচ্ছ শুভ্র হাঁস,
মানিনীর মুখে হাসি কর উপহাস
তুমি রাজহাঁস।"

বাঃ বাঃ চমৎকার। এই রাজহাঁস হচ্ছে বুঝি মরাল গৌরমল্ল, আর তুমি বুঝি মরালী ফুলবিবি?

ফুল· যাও বল্‌ছি। নিজে অসাধ্য সাধন করে' এই দুর্গম স্থানে চলে' এসেছ—অন্তঃপুরে। তাতে আবার অপরের নাম মুখে আন্‌তে লজ্জা হয় না? জানো, তুমি কোথায়, আর গৌরমল্ল কোথায়? সাধুকে তস্করের দলে টেনে আন্‌তে তোমার মুখে বাধলো না?

হায়াতন— শুধু "নীরেট কাঠ" নই তাহ'লে আমি!—"তস্কর।" আর গৌরমল্ল "সাধু"?—এই না বলছিলে তোমরা কুমারী জাতি, তোমাদের কোমল হৃদয় ফুলের ঘায়ে ভেঙে পড়ে? গৌরমল্ল বুঝি ফুলের চেয়েও কোমল? (উদ্দেশ্যে) গৌরমল্ল! এই ছোট্ট ভেলায় দু'জনার ঠাঁই হবে না; হ'তে পারে না। হয় তুমি, না হয় আমি। আমাকে এখনো চেননি? (প্রকাশ্যে) গৌরমল্লের ভাবনা আর ভাব্‌তে হবে না।—বলো তুমি আমার হবে, বলো—বলো—(ফুলবিবির হাত ধরিল)

ফুলবিবি— (সজোরে হাত ছিনাইয়া লইল)

হায়াতন— জানো গৌরমল্ল রাজদ্রোহী। রাজার রোষে পতিত হয়ে' সে হয়ত চিরকাল কারাগৃহে পচে' মরবে।

ফুলবিবি— কারাগারে যারা যায় তারা সবাই কিছু মন্দ নয়, সবাই পাপী নয়। অনেক দেবতার ঠাঁই হয় কারাগারে, যাদের হৃদয় থাকে সবার নিকট অজ্ঞাত। দেবতা তখন পশুর মতো ব্যবহার পায় রাজরোষে—হয়ত বা অকারণে, কিন্তু দেশবাসীর শ্রদ্ধা চিরকাল তার প্রতি থাকে অটুট।

হায়াতন— শ্রদ্ধা আর থাক্‌বে না বিবি।. গৌরমল্লকে তুমি চেন না, সে রাজদ্রোহী, গোয়ার, অকৃতজ্ঞ, লম্পট—অকারণে রাজরোষে পড়েনি।

ফুলবিবি— অপরকে গালি দিলে সেই গালি নিজের মধ্যে আসে জানো ?

হায়াতন— লম্পট বলেছি বলে' প্রাণে খুব লেগেছে—না ? একশ'-বার লম্পট, হাজার বার লম্পট সে। তোমার মতো ফুলবিবির হৃদয় যে অধিকার করে' বসেছে—চোরের মতো, সে লম্পট হবে না ? জানো—তুমি তার কাছে আশমান, সে জমিন। বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার আশা করে সে ?

ফুল বিবি— আর তুমি লম্পট, কোন্ সাধুতার বলে গৌরমল্লের প্রতি-বেশিনী মধুমালতীর হৃদয়মধুতে বিষ ঢেলে দিয়ে ফুলবিবির ফুলে ধেয়ে এসেছ ? জানি, সে তোমাকে প্রাণভরে' ভালবাসে, অথচ তুমি তার আকুল প্রাণের কামনার অর্ঘ্য উপেক্ষা করছ। প্রলোভন দেখিয়ে বে-ইমানি করছ ? যে লম্পট তোমার মতো ফুলে ফুলে মধু পান করতে যায়, জগতের তীব্র ধিক্কার তার মুখে কেন আবর্জ্জনা হ'য়ে সঞ্চিত হয় না ? আমি বল্‌ছি তুমি শঠ, তুমি প্রতারক, তুমি বে-ইমান। প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত গৌরমল্ল এখন তোমার মতো হাজারো হায়াতনের মাথায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করবে—এই কথাটা গোপন করে যাচ্ছ ?

হায়াতন— বটে! এত স্পর্দ্ধা? শুনো ফুলবিবি, আমি জানিয়ে যাচ্ছি—এই দুনিয়ায় দু'জনার ঠাঁই নাই, হয় গৌরমল্ল না হয় হায়াতন।

(বইখানা লইয়া বেগে প্রস্থান)

ফুলবিবি— কি সর্ব্বনাশ! এই কামুক গৌরমল্লের অনিষ্ট করবে! পাপিষ্ঠের অসাধ্য কিছুই নেই, ছলে বলে কৌশলে যে কোনো রকমে এ হয়ত গৌররাজ্যের গৌরব গৌরমল্লকে হত্যা করতে চেষ্টা করবে। ভালো, আমিও আজ থেকে তাঁকে বাঁচাবার ভার গ্রহণ করলুম। একদিন নয় দু'দিন নয়, বহুদিন তার বীর্য্যবত্তার কাহিনী লোকের মুখে শুনে আসছি, তার দেশপ্রীতি স্বাধীন মনোবৃত্তি পূজার যোগ্য। সেদিন দরবারের সভায় যা দেখলুম তাতে আমার মনঃপ্রাণ দেহ ওর পায়ের তলায় বিলি হয়ে গেছে। কাউকে বলতে পারছি না আমার পরিচয়; কেউ জানে না আমি হিন্দুর মেয়ে। জানেন শুধু সুলতানা। সুলতানা আমাকে প্রাণভরা স্নেহে ছোট বোনেরই মতো আদর করছেন। কিন্তু আর ক'দ্দিন? আমি যে গৌরমল্ল ছাড়া আর কাউকে জানি না, জানবো না। জীবনে মরণে গৌরমল্ল আমার। তাঁর জীবনে আমার জীবন, তাঁর মরণে আমার মৃত্যু। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আমার যদি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, কুণ্ঠিত হব না। দেখি কি করতে পারে হায়াতন। আজ থেকে

লক্ষ্য করতে হবে হায়াতনের গতি, পাহারা দিতে হবে বন ভবন এবং প্রয়োজন হয়ত রণস্থল।—একি ? আমার বইখানা কোথায় ? (নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) আমার বই ? আমার বই ?

(বেগম সাহেবার প্রবেশ)

(ফুলবিবি কুর্ণিশ করিল)

বেগম— ভয় নেই, এই যে তোমার বই (বই দেখাইলেন)।

ফুল— আমার বই আপনার হাতে ?

বেগম— হাঁ—হায়াতন দিয়েছে।

ফুল— হায়াতন ? (মাটীতে বসিয়া পড়িল)

বেগম— ভয় নেই। শাসন করবো না ফুলপরী। হায়াতন আমার ভাই, আর সে জানে—তুমি আমার বোন্। জানে না সে কোন্ আকরে তোমার জন্ম, জানে না সে তুমি সোণা না মাটি। বলো—তুমি তাকে ক্ষমা করবে ?

ফুল— হায়াতন আপনার ভাই ? তা হলে—

বেগম— আগেই বলেছি—নির্ভয় হও। হায়াতনের সাধ্য কি তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে ! ও আমার আপন ভাই নয়। আমাকে দিদি ডেকে ২ তার আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে দেখ্ছি। জানে না সে তুমি কুড়ুনো ফুল। (ফুল বিবির মাথায় ও চিবুকে হাত বুলাইয়া) আমি ভাব্ছি এখন এই ফুলের তোড়া কাকে বিলিয়ে দিই।

ফুল— (বেগমের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া, খানিক পরে ক্রন্দনের সুরে) তা হ'লে—আমার বই ফিরিয়ে পাবো ? বই ? বই ?

বেগম— এই লও বই। শুধু বই নয়। আজ হতে দেখব—বইয়ের ভিতরে এত ফুলের মালা যাকে নিবেদন করা হয়েছে, তার সঙ্গে তোর মালাবদল কত শীগ্‌গির হ'তে পারে। আমি দেখ্‌তে চাইনা ফুলপরী কারুর মলিন মুখ। দিন দিন তুই কালি হ'য়ে যাচ্ছিস্ তা-যে আর সহ্য হয় না। এত বিদ্যা তোর, তাতো এদ্দিন টের পাইনি (বইর পাতা উল্টাইয়া) কি সুন্দর কবিতা লিখ্‌বার শক্তি।

ফুল— বাঁদী ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছে বেগম সাহেবা—আপনি সব বই পড়েন নি ত ?

বেগম— ভোরের পাখী যখন ডাকতে সুরু করে, তার একটী মাত্র কূজনকাকলীতেই পরিচয় মিলে—দিনের আলো উজ্জ্বল হ'য়ে আস্‌ছে। সব গান আর শুন্‌বার দরকার হয় না। এই লও (বই দিলেন)।

ফুল— (বই লইয়া) গোস্তাকী মাফ হয় বেগমসাহেবা।

বেগম— চল বোন্ তোর "প্রাণের পাখী" রাজহাঁসটীকে পাওয়ার আয়োজন করি। খসম্, খসম্ বুঝলি কি না খসম (পুনর্ব্বার আদর করা ও প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়া

(বিস্তৃত এক ফরাসে সমাজপতিগণ উপবিষ্ট।
কাহারও হাতে হুকা, কেহ বা নস্য টানিতেছিলেন।
কুলীনগ্রাম নিবাসী মালাধর বসু, মধু ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, দীনবন্ধু গুহ প্রভৃতি।)

মধু ঘোষ— তা হ'লে মেয়েটাকে আপনি সমাজে তুলতে বলেন ?

মালাধর— সমাজ আমি একা নই মধু খুড়ো। আপনি রয়েছেন, দীনুদা' আছেন, মেয়ের বাবাও উপস্থিত। আপনারা সবাই মিলে যে পরামর্শে পৌছাবেন, তাতে বাধা দেবার তো কেউ নাই।

মধু— তবু—আমরা বল্‌ছিলাম কি আপনি এই কুলীনগাঁয়ের কায়স্থ সমাজের মাথা। আপনিই যা হয় একটা বিহিত করে ফেলুন। শুন্‌লুম নাকি আপনি এই ক্ষুদ্র বিষয়টা নিয়ে ব্রাহ্মণপাড়াতেও ব্যবস্থার জন্যে—

গোবিন্দ দত্ত—তবেই হয়েছে, বোল্‌তার চাকে ঘা পড়েছে আর কি ? কাউকেও কামড়াতে বাকী রাখবে না।

মালাধর— আপনি না মেয়ের পিতা ? অথচ শ্লেষ দিয়ে কথা বলছেন আপনি ? ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি আপনার মুখে তেমন বিশ্রী ইঙ্গিত শোভা পায় না দত্ত মশায়।

গোবিন্দ দত্ত—পাঁচ মুখে পাঁচ কথা বলে, তিলে তাল হয়, যা ছিল ক্ষুদ্র, তাই হ'য়ে যায় বৃহৎ। সেই জন্যই বলছি। দোহাই আপনার, মেয়েটির যা হয় একটা হিল্লে করুন। (করুণ) মা আমার দস্যুর হাতে পড়ে' আজ কি না ঘরের বাইরে পড়ে আছে।

মধু ঘোষ— এইবার ওষুদে ধরবে। মালাধর বসু হচ্ছেন গিয়ে—হেঃ—হেঃ—কায়স্থ সমাজের মাথা।

(নস্য টানিতে টানিতে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রবেশ, হস্তে চণ্ডী)

সকলে— (উঠিয়া) আসুন, আসুন।

মালাধর— এই আপনার কথাই এরা বল্‌ছিল।

স্মৃতিরত্ন— হেঃ হেঃ হেঃ, তা হ'লে দেখ্‌ছি আমার প্রমাই বেড়ে যাবে—একশ বছর। শতায়ুর্বৈ মানবঃ ॥

মালাধর— বসুন বসুন। ওরে, একখানা আসন পেতে দে! (ভৃত্য আসিয়া আসন পাতিল এবং স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে গড় করিল।)

স্মৃতিরত্ন— (বসিয়া) চলেছি মিত্তিরদের বাড়ী। পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন। চণ্ডী পাঠ কর্‌তে হবে। তা—তোমরা সবাই আমার নাম করছিলে বুঝি?

গোবিন্দ— আজ্ঞে হাঁ, আপনি সমাজের গুরু, আপনার ব্যবস্থা না পেলে আমার যে জাত থাকে না, স্মৃতিরত্ন মশাই।

স্মৃতিরত্ন— দেখ গোবিন্দ! গায়ে পড়ে' গোল বাঁধিও না বল্‌ছি, তুমি হ'লে সেই ধর্ষিতা বিধবার পিতা, এই ক্ষেত্রে তোমার আগে কথা বলাতো উচিত নয়, সমাজ রয়েছে, শাস্ত্র রয়েছে। কি বলহে মধু! কি বলহে দীনু!

মধু ও দীনু— তা বটেইতো, তা বটেইতো! দীনু—(ভৃত্যের উদ্দেশে) ওরে কে আছিস্ তামাক—তামাক—(ভৃত্য তামাক দিল)

স্মৃতিরত্ন— শুনো দীনু, শুনো মধু ! এই মালাধর বসু হচ্ছেন গিয়ে তোমাদের কায়স্থ সমাজের মাথা।

মধু— (সহর্ষে) আজ্ঞে, কায়স্থ সমাজের মাথা।

স্মৃতিরত্ন— বুদ্ধিমান বিবেচক বহুদর্শী। ইনি যা বল্‌বেন, কারুর বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের সাধ্যি নেই স্বর্গ থেকে নেমে এসেও তা রদ করতে পারেন।

মালাধর— তবু বল্‌ছিলাম—শাস্ত্রমতে ওর মেয়েটীকে একটা প্রায়শ্চিত্তি-টিত্তি করিয়ে নিলে হয় না? শাস্ত্র-জ্ঞানতো আমাদের নেই, আপনারা হলেন শাস্ত্রের মালিক।

স্মৃতিরত্ন— শুন্‌লে গোবিন্দ! কেমন মিষ্টিভাষা শুন্‌লে?—শিখ্‌তে হয় হে শিখ্‌তে হয়। মান্য মানতা যদি জান্‌তে হয় তবে ঐ তোমাদের নেতার কাছে।—নৈলে মালাধর বসুর নাম এই পাঁচখানা গ্রামের মাঝে জপমালা হ'য়ে আছে কেন, বল্‌তে পারো? যার যেমন মর্য্যাদা, শাসন বা পুরস্কার, এর নিকট নিক্তির তৌলে মাপ হ'য়ে থাকে, একচুল এদিক্ ওদিক্ হওয়ার জো নেই। পরম ভাগবত এই মালাধর বসু, কবিত্বে সাহিত্যে বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান, দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্। তোমার মেয়েকে ঘরে তুল্‌তে হবে কি না হবে সেই সম্বন্ধেও এঁরাই হচ্ছেন সব প্রতিভূ, বুঝ্‌লে!

মধু— আজ্ঞে, মালাধর বসু, কায়স্থ সমাজের মাথা।

স্মৃতিরত্ন— তা বসুজ মশায়, শাস্ত্রের নামই যখন আপনি নিয়েছেন, আমাকে শাস্ত্র-বচন বল্‌তেই হবে। প্রথমতঃ দেখা যাক্‌ ধর্ষিতা নারী সম্বন্ধে ব্যবস্থা কি ?—

গোবিন্দ— আজ্ঞে ধর্ষিতা কাকে বলে সেই ব্যাখ্যাটাই আগে হওয়া প্রয়োজন। আমার মেয়ে নিষ্পাপ !

স্মৃতিরত্ন— ফের্‌ তুমি কথা বলছ ? নিষ্পাপ কি সপাপ সে বিচারের ভার সমাজের। আর ধর্ষিতা কি না সেই সংবাদ তো এরাও বেশ জানে। মালাধর বসু—তোমাদের সমাজের মাথা।

মধু— আজ্ঞে, সমাজের মাথা।

স্মৃতিরত্ন— শাস্ত্রে বলে পরস্পরের সম্মতিতে হয় মিলন, আর নারীর অসম্মতিতে ধর্ষণ।

(গৌরমল্লের প্রবেশ)

গৌরমল্ল— ঐ সমস্ত পুরোণো কাসুন্দী সমাজের ভেতর তেতো হ'য়ে গেছে স্মৃতিরত্ন মশায় ! মান্ধাতার আমলের শাস্ত্রবচন এখন এই নবীনযুগে বিকোবে না। সমাজই নাই—তার আবার মাথা ! তাতে আবার শাস্ত্র ?

সকলে (সবিস্ময়ে চাহিল, গোবিন্দ দত্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন কেহ কেহ বলিল) "ওরে পাখা নিয়ে আয়, পাখা, পাখা।

স্মৃতিরত্ন— কেহে—তুমি বাপু ?

গৌরমল্ল— আজ্ঞে ঐ বিধবা কায়স্থ কন্যা ধর্ষিতা কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরদাতা আমি। শুনুন আপনারা সবে; আপনি কন্যার পিতা, সমাজে আপনি সব কথা বল্‌তে পারছেন না ভয়ে ভয়ে। কিন্তু আমি মাভৈঃ! নির্ভয়ে সব কথা বলব। আমি সেই বিধবার পিতা নই, ভ্রাতা নই, কেউ নই। আমি উল্কা, আমি বিভীষিকা। আপনাদের ভাষায় আমি হয়তো একটা বিপ্লব—একটা স্বেচ্ছাচার। কিন্তু আমি বলছি সেই বিধবা রমণী নির্দ্দোষ। সুলতান তাকে রক্ষা করেছেন, সুলতান তার বিচার করবেন। আপনারা যদি নিজেদের ঘর নিজে সামলাতে না পারেন তবে আজ সমাজের বিচার যাবে রাজ-দরবারে। আমিতো আগেই বলেছি সমাজই নাই, তার আবার বিচার!

দীনু— কথাটা কেমন হ'লো? আমাদের ঘরকন্নার বিচার হবে রাজ সরকারে? সমাজের শাসন ও ধর্ম্মের ব্যবস্থা নিতে হবে ভিন্নধর্ম্মী রাজার নিকট?

গৌরমল্ল— কেন হবে না? আমরা যদি আমাদের ভালো মন্দ না বুঝি, হিন্দু যদি হিন্দুর ঘরের খবর না রাখি, সমাজের ভাঙ্গন কোথায় গড়ন কোথায় তা না বুঝে ভিতরে ভিতরে আমরাই যদি ঝগড়া করে খাটো হই, তবে তৃতীয় পক্ষের আশ্রয় না নিয়ে গতি কি?

মধু— না, তা কিছুতেই হতে পারে না, আমরা তাতে সম্পূর্ণ অস্বীকার। ইনি হচ্ছেন গিয়ে কায়স্থ সমাজের শিরোমণি, বুঝ্‌লে ?

দীনু— ভালো, প্রমাণ দিতে পারো তুমি সেই বিধবাকে কোনো বিধর্ম্মীতে স্পর্শ করেনি !

গৌর— প্রমাণ আমাকে দিতে হবে না, দিবেন সুলতান। স্পর্শ তাকে যে করেছে সে দস্যু সে গুণ্ডা। দস্যুর আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ? জাত্‌ বিচার কি ! হিন্দু দস্যু দস্যু মুসলমান দস্যু দস্যু। লম্পট ও দুর্ব্বৃত্তের দল কোনো ধর্ম্মের ধারতো ধারে না কখনো। না আছে তাদের সন্ধ্যাপূজা, না আছে নামাজ, না আছে মন্দির, না আছে মস্‌জিদ। সেই গুণ্ডাতে যাকে আক্রমণ করেছে তাকে কি আপনারাও শেষে দশে মিলে আক্রমণ করবেন ? মরার উপর খাঁড়ার ঘা ! এই কি আপনাদের ব্যবস্থা, এই কি আপনাদের সমাজশাসন ?

মালাধর— তোমার অভিপ্রায়, সে বৈষ্ণবের আখড়া ছেড়ে আবার পিতার অধীনে আসে ? শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে বৈষ্ণবের স্থান যে অতি উচ্চে।

স্মৃতিরত্ন— আর ইনি ভাগবত গ্রন্থের যা কিছু সার, যা কিছু সত্য সব আয়ত্ত করে' পরম ভাগবত। শাস্ত্রের অনুশাসনও ইনি বড় কম জানেন না। সেই বিধবা বৈষ্ণবের আখড়ায় থাক্‌বে কি পিতার গৃহে থাকবে, সেই ব্যবস্থার আভাষতো পাওয়া গেল।

(উন্মাদিনীবৎ বিধবার প্রবেশ)

বিধবা— না—না, ভুল ভুল! বৈষ্ণবের আশ্রয় সে চায় না, পিতার আশ্রয়ও সে চায় না; চায় না সে আপনাদের সমাজ, চায় না শাসন। সে চায় এই ছুরিকাকে বক্ষে আলিঙ্গন করতে (ছুরিকা বাহির করা)। স্বামী আমাকে এই রক্ষা কবচ দিয়ে গিয়েছেন। হয় শত্রুর বক্ষরক্ত পান করবে, না হয় নিজের রক্ত। —পারিনি পারিনি আমি সেই দুর্ব্বৃত্তকে হত্যা করতে। তাই আজ আমার এই শেষ সম্বল মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

(বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিতে উদ্যত, এমন সময় রাধাবল্লভ বৈষ্ণব দ্রুত আসিয়া উহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং ছুরি কাড়িয়া নিল। অপরাপর সকলে বিচলিত হইয়া উঠিল, কেহ কেহ বা দাঁড়াইল)

সিন্ পতন।

৩য় দৃশ্য—রামকেলি গ্রামে রূপ সনাতনের বাড়ী।

লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ (মদনমোহন)।

ধূপ ধূনা জ্বলিতেছিল। আরতির আয়োজন।

কয়েকটী বালক গান গাইতেছিল (অথবা রূপগোস্বামী একাই গান গাইতেছিলেন)

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্। ইত্যাদি

জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্র দ্রষ্টব্য।

অথবা গান—

দিন র'ল বাকী, হ'ল বা কি, আর আমি করব বা কি ?
অচেতন মাতালের মত বিষয়মদে মত্ত থাকি।
ভাবি বা কি হয় বা কি, করিতেছি সবই ফাঁকি,
ফাঁকির খেলা, ফাঁকির মেলা, ফাঁকিতে ডুবিয়ে থাকি।
যখন ধরবে শমন নিবে তখন জবাব দিতে আছে বা কি
বিষয় সাগর পারি দেও মন শ্রীহরির পদ হৃদে রাখি।

(লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করিয়া বালকগণ চলিয়া গেল, রূপ গোস্বামী তালপাতার লম্বা পুঁথি খুলিয়া বসিলেন, হাতে প্রাচীনকালের কলম)

রূপ— এতদিনে আমার "বিদগ্ধ মাধব" নাটক পরিসমাপ্ত হ'লো। এখন নতুন এক বিষয় অবলম্বনে নতুন এক পুঁথি রচনা করতে হবে—"ভক্তি রসামৃত সিন্ধু।" নারায়ণ! দীন দয়াময়! তোমার দয়ায় অসাধ্য সাধন হয়; ব্রহ্ম হ'তে কীট পর্য্যন্ত তোমার করুণাধারায় সঞ্জীবিত, অথচ আমরা পাপিষ্ঠ, আমরা অকৃতজ্ঞ, দিনান্তেও একবার তোমার করুণাকণা স্মরণ করি না। তোমারি প্রসাদে ধন মান দৌলৎ, সুখ সম্পদ। ঐশ্বর্য্যের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে' মানুষ তোমাকে ভুলে, শুধু ভুলে নয়, তোমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। "তুমি আছ" এই সত্য জেনেও "তুমি নাই" এই মিথ্যা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তারা ভাবে তাঁরাই দেবতা, তাঁরাই সব। নির্ধন যারা তারা অসার নিষ্পন্দ অপদার্থ! এই কি তোমার বিচার ?

(সনাতনের প্রবেশ, সঙ্গে শ্যালক চক্রপাণি)

সনাতন— সে বিচারের চিন্তা পরে হবে দাদা, এখন নবাব বাহাদুরের কি আদেশ, তাই শুনুন।*

রূপ— রাজসরকারে কর্ম্মগ্রহণ অবধি সর্ব্বক্ষণইতো নবাব বাহাদুরের আদেশ শিরোধার্য্য করে এসেছি ভাই, তাই বলে' এখন এই অসময়ে আহ্বান কেন? (মালা জপ)

চক্রপাণি— তা আর হবে না? আপনাদের দুজনার অত বড় দুটো মাথা, তা কিনা নবাব বাহাদুর দুই কড়া মূল্যে কিনে রেখেছেন। মাথার মূল্য বেশী, না কড়ার মূল্য বেশী এখন তাই ভাবুন।

সনাতন— তেমন ধারা বিশ্রী আলোচনা তোমার মুখে শোভা পায় না চক্রপাণি! জানো নবাব বাহাদুর তোমার উপর কত অসন্তুষ্ট!

চক্রপাণি— তা আর হবে না? আপনি আমার বোনাই—অর্থাৎ কি না ভগিনীপতি;—আমার ভগিনীর মাথা কিনেছেন আপনি আর আপনার মাথা কিনেছেন নবাব বাহাদুর, কাজেকাজেই এই গোস্বামীবংশের মাথার মাথা কিনেছেন দেশের মাথা হোসেন শা;—আলোচনাটা বিশ্রী না হয়ে যায় কোথায়?

সনাতন— এত অপ্রিয় কথাও ভাবতে পারো তুমি? বুঝতে পারছ না তুমি, নবাব সরকারে তোমার চাকরী দিয়ে আমি কতটুকু হয়ে আছি।

---

* কোনো কোনো গ্রন্থে রূপ জ্যেষ্ঠ, সনাতন কনিষ্ঠ। চৈতন্য চরিতামৃতে রূপ কনিষ্ঠ।

চক্রপাণি— তা আর হবে না? আপনি তা হ'লে আমারও মাথা কিনে রেখেছেন দেখ্‌ছি। আপনি কিনেছেন কি স্থলতান কিনেছেন—কার নাম করব বলুন।

সনা— এমন অপদার্থের মতো চেঁচিও না বল্‌ছি। বিদ্যা বুদ্ধি মোটেই নেই, তবু তুমি এই এত বড় শেখর-ভূমির তহ্‌শীলদার। জানো এ কার গুণে?

রূপ— "হরি নাম সত্য" এই মন্ত্র গ্রহণ করো চক্রপাণি, সব দুর্ব্বুদ্ধি দূরে যাবে।

সনা— শুধু দুর্ব্বুদ্ধি নয় দাদা, দুষ্প্রবৃত্তি। আমার মুখ চেয়ে নবাব বাহাদুর একে কাজে বহাল করেছেন, আর এ কিনা প্রজাবর্গের উপর টেনে আনছে ঘোরতর অত্যাচার!

চক্রপাণি— তা আর হবে না? রাজা যেখানে অত্যাচারী, তাঁর কর্ম্মচারীদিগকেও আলবৎ অত্যাচারী হ'তে হবে। আমি বুঝ্‌তে পারছি না আপনারা কেন আজো অত্যাচারী হন্‌নি? শুনেন্‌নি বুঝি স্থলতান যাবেন উড়িষ্যা আক্রমণে, তাতে সঙ্গী হবেন আপনারা দু'ভাই। আর, আমি বেচারা পরে' থাক্‌ব এই রামকেলিতে, আর মাঝে মাঝে শেখরভূমিতে যেয়ে আদায় করবো দু'চার কড়া খাজানা। খাজ্‌না কি কেউ দিচ্ছে নাকি যে অত্যাচার করবো না?

সনাতন— সবারই একটা সীমা আছে হে! সীমা অতিক্রম করলেই অসীমের শাসনদণ্ড এসে সসীমের মাথায় বজ্রের মতো

আপতিত হয়। প্রজার প্রতি তোমার অত্যাচার—তা শুনেছি—সীমাকে অতিক্রম করেছে। সুলতানও যে তা শুনেননি তা মনে করো না। শুধু আমাদের দু'জনার মুখ চেয়ে তোমাকে আজো কিছু বলছেন না।

চক্রপাণি— তা আর হ'বে না? আপনারা পরম পণ্ডিত, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্। সংস্কৃত ভাষায় ও পার্শীভাষায় আপনাদিগকে এঁটে উঠে তেমন পণ্ডিত বা মৌলানাতে' এদেশে নেই। তার উপর উভয়ে পরম বৈষ্ণব, ভগবদ্‌ভক্ত। আপনারা যে রাজার কিংবা রাজ্যের কোনও অমঙ্গলচিন্তা করবেন না —সুলতান তা বিচক্ষণ জেনেই গোটা দেশ থেকে বেছে আপনাদিগকে উজীরের পদে নিযুক্ত করেছেন। আমি বেচারা হতভাগা, ভবঘুরে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে শেষে কিনা আপনার মেহেরবাণীতে নবাব সরকারে ঢুকেছি।

রূপ— জানোনা তুমি চক্রপাণি! কত বড় বিচক্ষণ উজীর ছিলেন পুরন্দর খাঁ। পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব মুজঃফর শার আমল থেকে কাজ করে' করে' বৃদ্ধ হয়ে শেষজীবন পর্য্যন্ত সুলতান হোসেনশার দরবারেও নিজের হিত-মন্ত্রণা রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে দিয়ে গিয়েছেন। ধন্য তিনি, পরম ভাগবত তিনি, শেষ মুহূর্ত্তে ভগবানের নাম জপ করতে করতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেছেন। রাজ্যের অনিষ্ট ও অত্যাচার তাঁদ্বারা যতটা নিবারিত হয়েছে, অপর কারুর দ্বারা তা হয়নি।

চক্রপাণি— তা আর হবে না? সেই এক মাথার পরিবর্ত্তে সুলতান কিনেছেন আপনাদের দু দুটো মাথা। সাধে কি লোকে সুলতানকে মাথা-ওয়ালা বলে?

সনাতন— আবার তুমি নবাবের প্রতি কটাক্ষ করছ চক্রপাণি! আজো আমি তোমায় বল্‌ছি, পেটের দানা যদি বজায় রাখ্‌তে চাও—হুসিয়ার হও। প্রজাদের উপর অত্যাচার—তা যেন তোমাদ্বারা না হয়। আসুন দাদা! আমরা দু'জনে আজ পরমানন্দে মঙ্গলময় শ্রীশ্রীনারায়ণের গান করবো, প্রসাদ পাবো—

(একটী বালকের প্রবেশ)

বালক— (সনাতন গোস্বামীর অৰ্দ্ধ সমাপ্ত কথা সম্পুর্ণ করিল, যথা) তাঁরই প্রসাদে আপনাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্রীবল্লভ গোস্বামীর একটী পুত্র সন্তান আজ লাভ হইয়াছে!

রূপ— (সহর্ষে) বল্লভের পুত্র সন্তান?—নারায়ণ নারায়ণ, তুমি আছ। তোমারি দয়ায় আজ আমাদের বংশরক্ষা হ'ল। আমি নিঃসন্তান, সনাতন নিঃসন্তান; এই শুভ মুহূর্ত্তে, এই শুভ ঘটনা সংঘটনে ভবিষ্যতের শুভ সূত্রপাত। আমি মহানন্দে শিশুর নামকরণ করছি শ্রীজীব গোস্বামী।

সনাতন— পুত্রের জন্মে পিতার যত আনন্দ, পিতৃব্যেরও কম নয় দাদা! সেই পুত্র যদি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বংশের ধারা বজায় রেখে দশের ও দেশের উপকারে আসে তবেই না তার জন্ম সার্থক।

রূপ— পিতার অপূর্ণ কাজ যে পূর্ণ করতে পারে তাকেই বলি পুত্র। বহু তপস্যার ফলে মানবের সুপুত্রলাভ ঘটে। যারা কুপুত্র তারা শুধু কুলাঙ্গারই নয়, তারা দেশের আবর্জ্জনা, দশের চক্ষে বিভীষিকা। নারায়ণ! ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রেখো।—চলো সনাতন, ছেলেটীকে দেখে নয়ন জুড়াবো চলো।

(সকলের প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য—সুলতানের দরবার।

পরাগলখাঁ, ছুটিখাঁ, ইস্‌মাইলগাজি, হায়াতন ও প্রহরী
একদিকে দণ্ডায়মান, গৌরমল্ল, রূপগোস্বামী
ও সনাতন গোস্বামী অন্যদিকে।

(নবাবের প্রবেশ)

নবাব— আজকের দরবারে আমাকে অনেকগুলো কাজ এক সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে, ভরসা করি আপনাদের অনুমোদন পাব।

সকলে— (এক সঙ্গে মাথা নত করিলেন)

নবাব— প্রথম কাজ, বিধবার অঙ্গস্পর্শকারী সেই দুর্ব্বৃত্ত লম্পটের বিচার। তাকে সভায় আনা হউক।

প্রতিহারী— (কুর্ণিস করিয়া প্রস্থান করিল এবং বন্দী অবস্থায় সেই পাইককে সহ প্রবেশ)

নবাব— কেমন? এখন শরীর সুস্থ?

পাইক— হুজুর—হুজুর,—বাতের পীড়া—

নবাব— (সক্রোধে) জাহান্নমে যাও। হেকিম বলেছেন কোনো রোগ নেই তুমি বল্‌ছ বাতের পীড়া। শুনবেন্দা কেউ,—ব্যারামের ভাণ করে পাপের সাজা এড়াতে পারবে না। এদ্দিন মাপ করেছি। আজ তোমার শেষ বিচার,—যাও—একে পঞ্চাশ কোড়া ও পঞ্চাশ পয়জার দিয়ে ডালকুত্তার মুখে ছেড়ে দাও। (প্রতিহারী, প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে)—আর শুনো, ডালকুত্তার মুখ থেকে যদি রক্ষা পায়, একটি কাণ কেটে ছেড়ে দিও।

(প্রতিহারীর প্রস্থান—বন্দীকে সহ)

নবাব সাহেব ডাকিলেন "গাজিসাহেব"! এবং নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

ইস্‌মাইল— (কুর্নিশ করিয়া নবাবের নিকট গেলেন। নবাব কাণে কাণে দেশের দস্যু দমনের কথা বলিলে ইস্‌মাইলগাজি খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন।)

নবাব— "শুনুন"।

ইস্‌মাইল— (আবার আসিলেন।)

নবাব— (আবারও হস্ত সঙ্কেতে অপর এক ইঙ্গিত করিলেন।)

ইস্‌মাইল— (প্রস্থান করিলেন।)

নবাব— আপনারা সবাই জানেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতি বহুকাল যাবৎ আরাকান-রাজের লোলুপ দৃষ্টি।

রূপ— শুধু তাই নয় হুজুর, আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি চট্টগ্রামের আধিপত্যের জন্য ত্রিপুরেশ্বর ধনমাণিক্য বিপুল সেনাবাহিনী সহ অগ্রসর।

নবাব— আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! সেনাপতি পরাগল খাঁ! আপনি আপনার পুত্র ছুটি খাঁ সহ চট্টগ্রামের দক্ষিণদিক রক্ষা করুন যে-পথে পরাক্রান্ত আরাকান-রাজ দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণীর আশ্রয়ে অলক্ষিতে চট্টগ্রাম আক্রমণ করবে। গৌরমল্ল ও হায়াতন যাবে উত্তর পশ্চিম কোণে—যেখান থেকে ত্রিপুরেশ্বর ধনমাণিক্য আসছেন বিপুলবেগে।

হায়াতন— এবার আনবে একটা ভূমিকম্প, একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রের ভৈরবগর্জ্জন!

গৌরমল্ল— আমার আক্রমণ হবে উল্কার মতো আচম্বিত। কেউ সহ্য করতে পারবেনা সেই বেগ—দুর্ব্বার, দুর্দ্ধর্ষগতি, ঝঞ্ঝার মতো ভয়ানক। শত্রুবর্গ উড়ে যাবে একলহমায় ধূলোর মতো।

নবাব— এইবার আমাকে যেতে হবে কোথায় জানেন? সেই উড়িষ্যায়। আমার দক্ষিণহস্ত হবেন সেনাপতি ইস্মাইল গাজি। মাথা বাঁচাবেন এই রূপগোস্বামী ও সনাতন-গোস্বামী। দয়া করে' আপনারা যদি আমার সঙ্গীহন, যুদ্ধজয় অনিবার্য্য। লুণ্ঠন করবার জন্যে নয়, শৃঙ্খলারক্ষার জন্য। অত্যাচার করতে নয়, অত্যাচার নিবারণের জন্য। শাসনের জন্য নয় রাষ্ট্রবিপ্লব দমনের জন্য।

সকলে— জয় গৌড়াধিপতির জয়।

নবাব— (সনাতনের প্রতি) আপনার শ্যালক চক্রপাণি নিতান্ত অসঙ্গত ব্যবহার করছে প্রজাদের সঙ্গে।

সনাতন— (অবনতমস্তকে) তাকে আমি শাসন করে দিয়েছি জাহাঁপনা যাতে করে' ভবিষ্যতের জন্যে সে সংযত হয়।

নবাব— উত্তম, এখন আমার অপর এক মহৎকার্য্য সম্পন্ন করবার অবসর উপস্থিত। আমি আমার রাজ্যের গুণী মানী, পণ্ডিত মৌলানা, কবি ও শিল্পীদিগকে আশানুরূপ অর্থদান করতে পারিনি, সেই অক্ষমতার ত্রুটি আমাকে চিরকালই বহন করতে হবে। বিশ্বজোড়া এই বিরাট বাগানে বহু সুগন্ধিকুসুম বহুস্থানে বিকসিত হয়ে আছে অনাদৃত ও অলক্ষিত। সকল ফুলের সন্ধান পাওয়া ভার। যাদের সন্ধান পেয়েছি তাদিগকে মাথায় করে' বরণ কত্তেই হবে। আমার দরবারের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামী মহাশয়! বৈষ্ণব সাহিত্যে আপনার দান অতুলনীয়। তাই আপনাকে আমি সগৌরবে "সাকরমল্লিক" উপাধি প্রদান করছি, এই নিন আপনার মানপত্র।

(পরাগল খাঁ নবাবের দপ্তর হইতে সার্টিফিকেট প্রভৃতি বাহির করিয়া দিতেছিলেন, নবাব তাহা স্বহস্তে দান করিতেছিলেন)

সকলে— জয় রূপগোস্বামীর জয়।

নবাব— আর আপনি শ্রীযুক্ত সনাতনগোস্বামী, জ্যেষ্ঠের পদাঙ্কানুসরণে কনিষ্ঠ সতত তৎপর, তাই আপনার উপাধি হ'লো 'দবির খাস্।'

সকলে— (হাততালি, অথবা জয় সনাতনগোস্বামীর জয়)

নবাব— হায়াতন !

হায়াতন— মালেক !

নবাব— গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে খুঁজে আমি যাদিগকে রাজভবনে এনেছি তাঁদিগকে দরবারে নিয়ে এসো।

হায়াতন— হুকুম তামিল হায় জাহাঁপনা। (প্রস্থান ও মালাধর বসু এবং কবি আলোয়াল সহ প্রবেশ)

নবাব— আপনি শ্রীযুক্ত মালাধর বসু, নিবাস বর্দ্ধমান জেলা কুলীনগ্রাম। আপনি শ্রীমদ্‌ভাগবত অবলম্বনে দীর্ঘ শতবৎসর পরিশ্রমের পর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই জন্যে আপনাকে সসম্মানে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদত্ত হ'লো। (মাল্যপ্রদান)

মালাধর— (অবনত মস্তকে মাল্যগ্রহণ করিলেন)

নবাব— আপনি কবি আলোয়াল, পার্সীভাষা, সংস্কৃতভাষা ও বাঙ্গালা ভাষায় আপনার দক্ষতা অতুলনীয়। আরাকান প্রদেশের আপনি উজ্জ্বল রত্ন। আপনি পদ্মাবতী কাব্য রচনাকরে' বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, আপনার পুরস্কার এই সোণার দোয়াত, রূপার কলম।

আলোয়াল কবি—(সানন্দে উহা গ্রহণ করিলেন)

নবাব— যাঁরা আজ দরবারে অনুপস্থিত তাঁদের নাম আমি সগৌরবে ঘোষণা করছি (দপ্তর হইতে কাগজ লইয়া) গৌড়ের কবি সৈয়দ সুলতান, বঙ্গভাষায় 'জ্ঞান চৌতিশা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। নারী-কুলতিলক ছকিনা বিবি, "বারমাইস্যা" প্রভৃতি রচনাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছেন। বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁর জন্য সঞ্চিত রৈলো। চট্টগ্রামের পটিয়া-নিবাসী বৈষ্ণব কবি কমর আলি, বিষ্ণুবক্ষঃস্থিত কৌস্তভ-মণি ও বনমালা তাঁহার অমর আশীর্ব্বাদ।

সকলে— জয় বঙ্গসাহিত্যের জয়, জয় কবিকুলের জয়।

(সিন্ পতন্ অথবা)

নবাব— এখন সভা ভঙ্গ হক্।

(সকলের প্রস্থান)

ড্রপ

৬—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বৈষ্ণবের আখ্‌ড়া।

(সময় উষাকাল, অবিশ্রান্ত বারিধারা পড়িতেছে। পূর্ব্বের সেই বিধবা (বৈষ্ণবী) নিদ্রা হইতে জাগিয়াছে। বৈষ্ণব রাধাবল্লভ দাস বাবাজী এখনো জাগে নাই। বিছানায় গড়াগড়ি করিতেছে। অদূরে অপর দুইটী বৈষ্ণব ছত্রমস্তকে খঞ্জনী ও মন্দিরা বাজাইতে বাজাইতে প্রভাতী গাহিয়া টহল ফিরিতেছে।

(গান)

জাগো জগজন, উষা আগমন, তরুণ তপন হাসেরে!
পূরব গগনে এ শুভ লগনে জড়তা কালিমা নাশেরে।
(ঐ) জীবের জীবন পালন কারণ বিপদ বারণ আসেরে।
(তাঁর) চরণ পরশে হরষে সরসে যাইবি বৈকুণ্ঠবাসেরে॥

১ম বৈষ্ণব— না হে, আজ আর চলা যাবে না। যে রকম বৃষ্টিধার চল্‌ছে, ছাতায় মান্‌ছে না তো মাথায় মান্‌বে কেন?

২য় বৈষ্ণব— চলো ঐ দিক্‌টায় ঐ বড় আখড়ায় গিয়ে বসি। নাট-মন্দিরটা খালি পড়ে আছে।

১ম বৈষ্ণব— তাই চলো।

উভয়ে— ("জাগো জগজন, উষা আগমন" ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)।

বিধবা— (গালে হাত দিয়া বসিয়া, অথবা বিমর্ষচিত্তে দাঁড়াইয়া) কি কুক্ষণেই আমি বাপের বাড়ী যাত্রা করেছিলুম। নিঃসহায় অবস্থায় পথের মাঝে গুণ্ডাতে আক্রমণ করলে। বাংলার বাদশা আমাকে রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু বাদ্‌শার দরবারের বিচার সমাজের দৃঢ় দরজা ভেদ করতে পারল না। সমাজপতিদের ব্যবস্থায় আমি হতভাগিনী এই বৈষ্ণবের আশ্রয়ে বৈষ্ণবীর জীবন যাপন করছি। হে বিষ্ণো! হে নারায়ণ! হে কৃষ্ণ! তোমার অভয় চরণে যদি আমার স্থান হয়, তবে চাই না আমি সমাজ, চাই না আমি গৃহ। তোমার নামে পাগল হ'য়ে তোমার গান গেয়ে গেয়ে এ নশ্বর জীবন কাটিয়ে দিব। (বৈষ্ণবের গায়ে ধাক্কা দিয়া) বলি আজকে কি আর বিছানা ছাড়বে না? ও-পাড়ার বাবাজীরা টহল ফিরে চলে গেলো, আর তোমার এখনো আরাম চল্‌ছে। মিন্সের রকম দেখো।

রাধাবল্লভ— কি জানো সুধামুখী! শয়নে পদ্মনাভঞ্চ। তোমার অশন বলো, বসন বলো, ভূষণ বলো, শয়নের তুল্য কিছুই নয়।

বিধবা— আ মর পোড়ারমুখো! তোমার শয়নেই বুঝি ভোজনের কাজ হবে? থাকো তুমি শুয়ে যতক্ষণ পারো;— অহোরাত্র অষ্টপ্রহর নিদ্রা যাও। এদিকে যে চাল বাড়ন্ত।

বৈষ্ণব— (উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মর্দ্দন) তবে তোমার অভিপ্রায়টী বুঝি বিধুমুখি "ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ?" অর্থাৎ জনার্দ্দনের

নাম নিয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে পাঁচ সাতটা গাঁ ঘুরে আসি ?—তা আর হচ্ছে না আজ চাঁদবদনি ! এমন বাদ্‌লা দিনে জনার্দ্দন আজ জনমানবকে মর্দ্দনই করবেন, ভোজন দিবেন না, অর্থাৎ ভিক্ষা মিলবে না।

(অদূরে ছত্রমস্তকে রূপ ও সনাতনের প্রবেশ। উভয়ে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর কথোপকথন শুনিতেছিলেন)

বিধবা— বেশ, তবে থাকো বসে' ঘরের ভিতর। দেখা যাবে পেটে যায় কি ?

বৈষ্ণব— যাদের আছে পেটের দায়, তাদেরই চিন্তা হচ্ছে 'কি পেটে যায় ?'—আমরা সংসার-বিরাগী বৈরাগী, মাসের মধ্যে পাঁচ সাতটা হরিবাসর লেগেই আছে। এই ধর না মাসে দুটো একাদশী, একটা পূর্ণিমা ও একটা অমাবস্যা। তা ছাড়া সোমের উপোস, লক্ষ্মীর উপোস, উপবাসের সংযম ও পারণ কত কী ?—আজও বরং না হয় একটা হরিবাসর হলো। এমন দুর্য্যোগ, অবিশ্রান্ত বর্ষা ! তাতে কি আর মাথা গলাবার জো আছে ? এমন দিনে শেয়াল কুক্কুর পর্য্যন্ত নিজেদের ক্ষুদ্র বিবর ছেড়ে বের হয় না—আর তুমি কি না আমাকে ঠেলে পাঠাচ্ছ এই বাদলায়। যারা বটে ক্রীতদাস বা নফর তারাই এমন সময়ে প্রভুর আজ্ঞাপালনে তৎপর হয়।

(অদূরে রূপ গোস্বামী সনাতনের প্রতি)

রূপ— শুন্‌লে ভায়া এই সামান্য ভিক্ষুকের কথা! বল্‌ছে কিনা "এমন দুর্দ্দিনে শেয়াল কুক্কুরও নিজের বিবর ছাড়ে না" আর আমরাতো মানুষ! আরও বল্‌ছে "যারা বটে ক্রীতদাস ও নফর তারাই এমন সময়ে প্রভুর আজ্ঞাপালনে তৎপর হয়।"—আমরা কি তবে এই দিন ভিখারী ভিক্ষুকের চেয়েও অধম? অপরের অধীনতায় নিজের সুখশান্তি সব জলাঞ্জলি দিতে হবে?

সনাতন— সুখশান্তি এখন পরের অধীন দাদা। মনিবের সুখেই সুখ, মনিবের দুঃখেই দুঃখ।—আমরা যে ভৃত্য। ধর্ম্ম কর্ম্ম, সন্ধ্যা সদাচার, জপতপ এ সমস্ত কি আট পহুরে, ভৃত্যদ্বারা কখনো সম্ভব? পূজো বলুন, আর্চ্চা বলুন, ব্রত বলুন, আহ্নিক বলুন, সব কাজেই তিলাঞ্জলি দাদা! আমাদের যে সব যেতে বসেছে, তবু কিন্তু চাকরী করতে হবে।

রূপ— না ভাই, আজ আর আমি বাদশার দরবারে যাবো না। কালকে যেয়ে আমার কাজ থেকে ইস্তাফা নিব। আমার মদনমোহনের পায়ে জীবন মন উৎসর্গ করবো, বৃন্দাবনে যেয়ে মাধুকরী মেগে খাবো।—এই দেখো—দেখো, আমার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। সংসার বন্ধনে আর থাক্‌বো না—থাক্‌বো না। মুক্তির আলো চাই।

সনাতন— বুঝিতো সব দাদা। কিন্তু সুলতান বাহাদুর আপনার ইস্তাফানামা মঞ্জুর করলেতো বৃন্দাবনে যাবেন।

রূপ— না ভাই, যাবো যাবো, আর না, আর না, আর আমাকে কেহ ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না। বহুদিন মদনমোহনের শরণ নিয়ে আছি, কাল থেকে তাঁর চরণ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বো।—ডাক এসেছে, শুন্‌তে পাস্‌নি? কাণ পেতে শোন্‌, পতিতপাবন, জগৎতারণ—শ্রীচৈতন্য দেব প্রেমভরে ডাক্‌ছেন—ওরে তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়, সময় যায়। আর না—আর না। দীনবন্ধো! দয়াময়! অধীনের মনোবাঞ্ছা এবার পূর্ণ করো।

সনাতন— আপনার গ্রন্থরচনা যে এখনো অনেক বাকী?

রূপ— সব হবে ভাই, সব হবে। মদনমোহনের দয়ায় কিছুই অপূর্ণ থাক্‌বে না। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তিনি। তুমি এখানে রইলে, গ্রন্থরচনা করো। আমি বৃন্দাবনবিহারীর পাদপদ্মে শরণ নিয়ে গ্রন্থরচনা করতে হয় করবো, জীবন উৎসর্গ করতে হয় করবো। আজই আমি সুরধুনীর ঘাটে চৈতন্যের জাহাজে চড়ে প্রেমসাগরে যাত্রা করবো।

(প্রস্থান)

সনাতন— পাগল পাখীকে আর সোণার শিকলে বেঁধে রাখা চলবে না—এই ইঙ্গিত আমি অনেক দিন আগেই পেয়েছি। যে দিন দাদা আমার রামকেলি বাসভবনে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা করলেন—ভাবে গদগদ, আনন্দে বিভোর, কত না অর্থব্যয়,—সেই দিন টের পেয়েছি দাদার সংসার-বন্ধন শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। তারপর

যে দিন শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় কদম্বকানন স্থাপন করলেন সেইদিন বুঝেছিলাম রামকেলির এই গুপ্ত বৃন্দাবন তাঁকে কখনো ধরে রাখ্‌তে পারবে না, তিনি নিশ্চয় যাবেন খাঁটি বৃন্দাবনে।—জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে, হয়তো বা কালই সুলতানের সঙ্গে উড়িষ্যা আক্রমণে যেতে হবে। সংসারাসক্ত জীবের স্বাধীনতা কোথায় ?

(প্রস্থান)

বৈষ্ণব— দুইটী লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন বলাবলি করে' চলে গেল না ?

বিধবা— শ্রীগৌরাঙ্গের কথা বল্‌লো যেন ?

বৈষ্ণব— কি বল্‌লে, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ?

বিধবা— হাঁগো হাঁ,—তিনি কাছেই কোথা এসে পড়েছেন। বেরুবে যদি শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়ো, আমিও সঙ্গে যাবো তাঁর সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়ে প্রেমসাগরে ভেসে ভেসে হেসে হেসে শ্রীহরির চরণে মিশ্‌বো।

বৈষ্ণব— চলো, চলো, আমিও বেড়িয়ে পড়বো। এসেছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এসেছেন।

বৈষ্ণবী— বাইরে যে বৃষ্টি !

বৈষ্ণব— বৃষ্টিবাদলে আর বাঁধ্‌বে না। তিনি এসেছেন—পতিত-পাবন জগৎতারণ এসেছেন, শীগ্‌গির চলো। (নামাবলি গায় দেওয়া)

বিধবা— এদ্দিনে যদি ভগবান মুখ তুলে চান। ডুবে যাবো, ডুবে যাবো, হরির নাম সাগরেই ডুবে যাবো।

(উভয়ের গান)

চলো চলো, (আরতো) ঘরে থাক্‌বোনা, থাকবোনা থাকবোনা।

হরির নাম সাগরে উঠ্‌ল যে ঢেউ

আমরা কি তায় ভাস্‌বোনা

ভাসবোনা, ভাসবোনা ?

পাপী তাপী ছুটবে আজি,

ভর্‌বে প্রেমের ফুলের সাজি,

অসীমেরে বিলিয়ে দিয়ে সীমার বাঁধন রাখবোনা

রাখ্‌বোনা, রাখ্‌বোনা।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—বনপথ

(বঙ্গকবি পরমেশ্বর গৌড় হইতে চট্টগ্রামে যাইতেছেন, সেই সময় দূরে ১নং হাব্‌সী পথিমধ্যে কৃত্রিম স্বর্ণালঙ্কারে বাঁধা একটী পুটুলী লইয়া সেই পুটুলীর কিয়দংশ গোপনে গোপনে এমনভাবে খুলিল যাহাতে দূরে থাকিয়া পরমেশ্বর উহা দেখিতে পান। হাব্‌সীর প্রস্থান। হাব্‌সীর মুখে তোত্‌লা ভাষা বা পাড়া গেঁয়ে ভাষা।)

পরমেশ্বর— গৌড় হ'তে চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম হ'তে গৌড় এই এক রাস্তা। কতবার যে এই পথে যাতায়াত হয়েছে তার

গণনা নেই। এই জংলা পথটা সর্ব্বদাই নির্জ্জন, তবু ভাল আজ ২।১টী লোক দেখা যাচ্ছে। বর্ত্তমান সুলতানের আমলে পথ ঘাট নির্ভয়, দস্যুতস্করের উপদ্রব কম। যেখানে মানুষ ছিল না, সেইস্থানে সমৃদ্ধ পল্লী, যেখানে ছিলনা গাছপালা, সেইস্থান শস্যসম্পদে ভরপুর।

(কৃত্রিম কাঁদিতে কাঁদিতে বিপরীত দিক হইতে ২নং অপর একটী হাব্‌সীর প্রবেশ, কিছু খুঁজিতে খুঁজিতে)

২য় হাব্‌সী— মশাইগো! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছেগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে

পরমেশ্বর— কি হ'য়েছে?

২য় হাবসী— আমার সব গেছে মশাই, সব গেছে।

পরমেশ্বর— তাতো বুঝলাম, কিন্তু কি ছিল, কি গেছে, তাই বল না? সব কি কি?—

২য় হাব্‌সী— সোণাগয়নায় ভর্ত্তি আমার একটা পুটুলী—এই পথে, এই জংলাপথে কোথায় পড়ে গেছে মশায়!—আমার সর্ব্বস্বধন মহাশয়। আমার পরিবারের অলঙ্কারপত্র।

পরমেশ্বর— কাঁদলে চলবে না, শোনো, এইমাত্র একটা হাব্‌সী এইপথে যাচ্ছিল। তারির হাতে একটা পুটুলী দেখেছি যেন। ঐ ঐ সেই লোকটাকে এখনো দেখা যায়। শীগ্‌গির এগোও, দৌড়িয়ে যাও, জিজ্ঞেস করো।

(কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ২য় হাব্‌সীর প্রস্থান এবং ১ম হাব্‌সীর গলায় গামছা জড়াইয়া টানিতে টানিতে প্রবেশ)

২য়— আর পলাতে হবে না চাঁদ! আমায় দেখে আবার দৌড় দেওয়া হচ্ছিল? বের কর বল্‌ছি আমার পুটুলী। দেখুন মহাশয়! এই লোক কিনা?

পরমেশ্বর— হাঁ, এই লোকটাই এই মাত্র এই পথে এগিয়েছে।

১ম হাব্‌সী—(গ্রাম্য ভাষায়) হুঁ, এই পথে আমি এগিয়েছি? বল্লেই হ'লো? কত লোক আনাগোনা করিছে এই পথে, তার কি কিছু নিশানা আছে বটেক? আর আমিই যদি এগিয়ে থাকি, তাতে কার বাবার কি হয়েছে?

পরমেশ্বর— তোমার হাতে একটা পুটুলী দেখলুম যেন, তাই বল্‌ছি। পুটুলির ভিতর সোণার অলঙ্কার ঝক্ ঝক্ করছিল।

১ম হাব্‌সী—(হাত নাড়িয়া) হেঁ, সোণার অলঙ্কার ঝক্ ঝক্ করছিল! তাতে বুঝি কারুর জিভের জল টস্ টস্ ঝরছিল? আলবৎ অলঙ্কার ছিল। হাজারবার অলঙ্কার ছিল। সেই অলঙ্কার কি আমার পরিবারের হ'তি পারে না? এই দেখনা (দেখানো) (২য়, ১মকে ছাড়িয়া দিল)

পরমেশ্বর— কে জানে ও অলঙ্কার কার?—তবে এই লোকটা বল্‌ছিল যে সে একটা পুটুলী হারিয়েছে।

২য় হাব্‌সী— হাঁ মহাশয়! ঐ পুটুলী আমার। ঐ যে আমার পরিবারের বাজু, তাগা।

১ম হেঃ— হেঃ, তোমার পরিবারের বাজু তাগা? আমার বুঝি পরিবার থাক্‌তি নেই? তার বুঝি গয়না পর্‌বার সখ

নেই ! (পরমেশ্বরের প্রতি) আপনি আমার প্রতি অনুরাগ করছেন মহাশয় ! দেখুন দেখিনি বেল্লিকটা কি বলে ? নাম খোদা রয়েছে বুঝি—এই বাজুতে তোর পরিবারের ?

২য় হাঃ— (খপ্ করিয়া পুটুলী কাড়িয়া) হাঁ নাম খোদা রয়েছে,—এই দেখ্না।

১ম হাঃ— (থাবা দিয়া কাড়িয়া লইয়া পরমেশ্বরের প্রতি) আচ্ছা মশাইগো ! আপনার উপরই ভার দেওয়া যায়, বেবস্তা করুন দিকিনি, পথের মাঝে কুড়িয়ে পাওয়া এই জিনিষ, এখন এর হক্‌দার মালিক কে বটেক ? যদি বলেন, এই ব্যাটা মালিক, তবে আমি চীৎকার করবো আর বলবো আপনি এবং ঐ গুণ্ডা আমার জিনিষ কেড়ে নিচ্ছেন।

পরমেশ্বর— কি বল্‌ছো তুমি, উদ্দেশ্য কি ?

১ম হাঃ— হেঃ, আমাকে চোর সাব্যস্ত করি' বল্‌ছেন কিনা উদ্দেশ্য কি ? দু'জনায় মিলি চক্রান্ত করি আমাকে হাজতে পাঠাবেন এই আপনাদের উদ্দেশ্য নয় ? (অন্য সুরে বিনীতভাবে) মহাশয় গো, আপনি ভদ্রলোক, বিবেচক, ইচ্ছা করলে আমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারেন।

পরমেশ্বর— তোমার বিপদটা যে কি তাইতো বুঝতে পারছি না।

১ম হাঃ— এজ্ঞে এজ্ঞে, এই সমস্ত সোণারূপো আমি পথের মাঝে কুড়িয়ে পেয়েছি, চুরি ত করিনি। আমাকে যেন মিছি-মিছি চোর বলি' ধরিয়ে দিবেন না।—এই লও হে তোমার পুটুলী। (প্রদান)

পরমেশ্বর— সোজা মানুষ, সরল প্রাণ।

২য় হাঃ— (পুটুলী খুলিতে খুলিতে) আমার পরিবারেরও কিছু দরকার ছিল না মহাশয়! পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, তাতে আবার সোণারূপো? তবু কি পরিবার এগুলো ছাড়্তে চায়? গয়নাপত্তরই যেন মেয়েদের প্রাণ! কিন্তু আমি বলি অন্দর মহল অন্ধকার রেখে বাইরে রোশ্নাই জ্বালানতে লাভ কি? তাই কিনা আমি এগুলোকে বেঁচ্তে চলেছি। ভাগ্যিস্ আপনি দয়া করেছেন, তাই পেলুম। আমার দরকার হচ্ছে রোক্ টাকার। যে উচিত মূল্য দেবে তাকেই আমি সব জিনিষপত্তর দিয়ে দেবো। চাই কি উচিত মূল্যের কমেও দিব।

পরমেশ্ব— কত তোলা সোণা হবে এতে?

১ম হাঃ— (পরমেশ্বরের অলক্ষিতে চতুর হাসি হাসিয়া, হাতে একটু ভঙ্গী করিল)

২য় হাঃ— ঐ এক সেক্‌ড়ার দোকান থেকে ওজন করে' এনেছি দশ ভরি—পঁচিশ টাকা দরে দাম হয় আড়াই শ'। তার উপর মজুরীর টাকা। ইচ্ছা করেন ত দেখ্তে পারেন। (সম্মুখে ধরিল)
দরকার হয় তুমিও দুচার ভরি নিতে পার, সস্তায় দেবো এই দেখনা!

১ম হাঃ— হেঃ, ও আমি দেখেছি বটেক, জিনিষ ভালো, কিন্তু আমি টাকা পাবো কোথায়? পেটখেকো মানুষ, আজ্ঞ আনি তো কাল নাই। তবে আমাকে থোড়া কিছু বক্‌সীস্ দেওয়াটাতো তোমার উচিত। কি বলেন গো মহাশয়!

পরমেশ্বর— (স্বগতঃ) ভাব্‌ছিলাম কি, দিনরাত কবিতা লিখি আর গান গাই, কিন্তু ব্রাহ্মণীর গায় একপ্রস্থ গহনা এপর্য্যন্ত দিতে পারলুম না। এই অপরাধে ব্রাহ্মণী আমার পর্ণকুটীরে মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন —আজ ছয় মাস। বলেন কিনা—নবাববাহাদুরের পোষ্যি পুত্তুর, তাতে আবার এত ভড়ং। মাসের মধ্যে দু'বার চারবার চাটগাঁ থেকে গৌড়, গৌড় থেকে চাটগাঁ।—নাঃ এইবার তার সাধ মিটাবো। দেখি কত টাকায় কবুল করাতে পারি। (প্রকাশ্যে) নিদেন কত টাকায় দিতে পারবে বলো।

(গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ইস্‌মাইল গাজি ও হায়াতনের প্রবেশ)

ইস্‌মাইল— সাবধান, আর এক পা নড়তে হবে না।

সকলে— সন্ত্রস্ত।

ইসমাইল— ঐ গাছের উপর থেকে সব দেখেছি। আমাদের অনেক দিনের চেষ্টা আজ সফল। ডাকাতদের দুই সর্দ্দার আজ মুঠোর ভিতরে এল। হায়াতন, বন্দীকরো এই দুই দস্যুকে। (হায়াতনের তথাকরণ; সবিস্ময়ে) আপনি কবিকুলতিলক পরমেশ্বর এই অস্থানে অসময়ে?

পরমেশ্বর— ঐ প্রশ্নতো আপনার প্রতিও হ'তে পারে গাজি সাহেব!

ইস্‌মাইল— আমরা স্থলতানের আদেশে রাজ্যের অবস্থা দেখাশুনা করছি, চোর ডাকাতের দল ধরার জন্যে হয়রাণ হ'য়ে পড়েছি। আমাদের পক্ষেতো ইহা অস্থান নয় বা অসময় নয়।

পরমেশ্বর— আমার পক্ষেও ইহা অসময় নয় গাজি সাহেব। রাজধানী হ'তে বাড়ী যেতে হ'লে এই আমার রাস্তা, এই আমার সময়। কিন্তু এই দু'টি লোক বন্দী হ'লো কেন, এখনো বুঝতে পারছি না যে!

ইসমাইল— সাহিত্য বা দর্শন শাস্ত্র নিয়ে অনুক্ষণ যাঁদের দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে, তাদের নজর তো এই নীচু জমিনের দিকে পড়ে না— কবীশ্বর। তাই আপনার মতো সরল প্রাণ কবি গোটা দুনিয়াকেই সরল দেখে। এরা দস্যু, এরা চোর, এরা প্রতারক।

পরমেশ্বর— প্রতারক?

ইসমাইল— হাঁ প্রতারক। বিশ্বাস না হয় দেখুন (অলঙ্কারগুলি লইয়া, ঘসিয়া) এই দেখুন, সোণা কৃত্রিম, এতে আর মাটীর ঢেলাতে প্রভেদ নাই। আর আপনি ইহা কিনতে যাচ্ছিলেন একশ' টাকা দিয়ে, নয়? আড়াইশ টাকার সামগ্রী একশ' টাকায় হস্তগত করাতে বিপদ কি সম্পদ, লাভ কি লোকসান, সেই খতিয়ানটা বুঝি আপনাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে লেখেনি কবীশ্বর। হায়াতন!

হায়াতন— হুকুমদার !

ইসমাইল— ওদের সর্ব্বঅঙ্গ পরীক্ষা করো।

হায়াতন— (শৃঙ্খলাবদ্ধ হাব্‌সীদ্বয়ের অঙ্গ পরীক্ষা করিতে করিতে, একজনের পাগড়ীর ভিতর হইতে, অপরের গাঠ্‌রী হইতে লুণ্ঠিত জিনিষ খসিয়া পড়িল ;—হাবসীদ্বয়কে গুতা দিয়া) বল্, আর কোথাও কিছু রেখেছিস কি না ? তোরা সব গৌরমল্লের চেলা—না ? গাজি সাহেব ! নিশ্চয় এরা গৌরমল্লের সাক্‌রেদ, হুকুম হয়ত সেই বড় সর্দ্দারটাকে সহ বেন্ধে আনি। গোপনে গোপনে নিশ্চয় আবার দল পাকাচ্ছে।

২য় হাঃ— আমাদের গর্দ্দান নিতে হয় নিবেন হুজুর। কিন্তু আমাদের উপর আর সর্দ্দার নাই। গৌরমল্ল নিরপরাধ, ছিলেন বটে তিনি আমাদের ওস্তাদ, কিন্তু চুরি ডাকাতি কর্ত্তে পরামর্শ দেননি কখনো। কুস্তী শিখেছি, কসরৎ শিখেছি, ধনুর্ব্বাণ, তরোয়াল, লাঠি, সব তার কাছে শিখেছি। পেটের দায় হুজুর পেটের দায় ! যেদিন থেকে তিনি সুলতানের অধীনে কাজ নিয়েছেন সেইদিন থেকে আমাদের পোয়াবারো। একেতো পেটে নাই দানা, তার উপর মাথায় নাই ওস্তাদ, আমাদের সাহস গিয়েছে বেড়ে।

১ম হাঃ— এখন মারতে হয় মারুন, রাখতে হয় রাখুন।

ইসমাইল— বটে গৌরমল্ল তবে নির্দ্দোষ। আচ্ছা চল সবে রাজধানীতে, বিচার হবে। ছলে বলে কৌশলে এই সমস্ত চোর ও

ডাকাতের দল, অপরের ধন আত্মসাৎ করবে, আর আমরা সব ভাণ্ডের পর ভাণ্ড তৈল খরচ করবো নাকে দিয়ে ঘুমোতে, তা আর এখন হচ্ছে না তস্কর। তোদের যে কয়টা দল আছে সব মুঠোর ভিতর আন্‌তে হবে। আসুন কবি! আপনার সঙ্গে লোক দিচ্ছি, রাস্তা ঘাট এখনো ভাল নয়।

পরমেশ্বর— চলুন। বুঝলুম পর্ণকুটিরকে স্বর্ণ মণ্ডিত করলে পর্ণটা ঢাকা পড়ে বটে কিন্তু আগুনের ভয় তাতে কমে না। দরিদ্রের গৃহে সোণা গয়নার জাঁকজমক শোভা পায় না।

(সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—চট্টগ্রামে, সেনাপতি পরাগল খাঁর বাড়ী।

শ্রীকরনন্দী ও ভাস্কর নন্দীর প্রবেশ, ভাস্করের বয়স ১১।১২

(ভাস্করের ছোট ছোট কবিতার অংশগুলি সুর করিয়া পড়িলেই ভাল হয়।)

ভাস্কর— (হাতে কবিতার খাতা, একটী কবিতার কিয়দংশ পাঠ) :—

যত সব গৌড়কবি ছবি আঁকে রঙ্গে—

আমি তবে পুরস্কার পাবোনা দাদা? শুধু আপনারাই বাহাদুরী নেবেন? কেন আমার কবিতার কি ছন্দ নেই, আমার ফুলে কি গন্ধ নেই?—এই শুনুন দিকিনি প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে চৌদ্দ অক্ষর হয় কিনা—য-ত-স-ব গৌ-র-ক-বি ছ-বি আঁ-কে র-ঙ্গে।

শ্রীকর— থামো ভাই থামো, তোমাকেও পুরস্কারের ভাগ দেবো'খন্।

ভাস্কর— ওসব ভাগটাগ চলবে না, আমি চাই গুণ। গুণের বেলায় আপনারা আর আমি কিনা ভাগ? এতে কার বা না হয় রাগ?—এই শুনুন আমার চৌদ্দ অক্ষর, পয়ার ছন্দ—

যত সব গৌড়কবি ছবি আঁকে রঙ্গে
রেখামাঝে লেখা ফুটে আবেশের সঙ্গে।
কবির ছবিরা হাসে তান লয় ছন্দে,
গৌড়জন নিরবধি বাণী-পদ বন্দে।

কেমন চল্‌ছে?

শ্রীকর— বেশ চলছে ভাই, বেশ চলছে। এখন চলো, পরমেশ্বর দাদার খোঁজ করি। গৌড়ের রাজধানীতে স্বয়ং সুলতান দেশের গুণী মানীদিগকে পুরস্কার দিয়েছেন, এই চট্টগ্রামেও তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ বঙ্গ কবিদিগকে পুরস্কার দেবেন। চলো, দরবারেই পরমেশ্বর দাদার খোঁজ করবো।

ভাস্কর— আমিও দরবারে চলছি। এক যাত্রায় যেন পৃথক্ ফল না হয়।

বড়দাদা বাড়ী বাড়ী পাবে ফুলহার,
ছোট ভাই কাঁদে দুঃখে, একি অবিচার?

দেখুন দেখি কেমন কবিতা হ'য়ে গেল? এ-আর কাগজে কাগজে লিখে বলিনি, একেবারে মুখে মুখে তবু আমি পুরস্কার পাবো না? শুনুন, এতেও চৌদ্দ অক্ষর আছে,

পয়ার ছন্দ, এই খাতার ভিতরে ওটাও লিখে রাখ্‌বো আমি। দেখুন কত কবিতা লিখেছি। এখন আমার ত্রিপদী শুনুন।

শ্রীকর— সভার সময় হয়ে এলো, রাখো এখন তোমার ত্রিপদী।

ভাস্কর— আলবৎ ত্রিপদী, নিশ্চয় বল্‌বো ত্রিপদী। তারপর—চৌপদী, পঞ্চপদী ও ষট্‌পদী সব অভ্যেস হবে। অভ্যাসে কি না হয়? আমার হাত যে সর্ব্বদা সুর্‌ সুর্‌ করে দাদা—কবিতা লিখ্‌তে।

শ্রীকর— লিখ্‌বে বৈকি কবিতা, একদিন তোমারও ভাগ্যে পুরস্কার লাভ হবে।

(পরমেশ্বর শর্ম্মার প্রবেশ)

পরমেশ্বর— এই যে তোমরা এখানে? আমি খুঁজ্‌ছি ঐ রংমহলে।

ভাস্কর— ঠাকুর্দ্দা এসেছেন, বেশ হয়েছে। দাদা আপনার কথাই বল্‌ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করছি ঠাকুর্দ্দা, আপনারা করবেন রংমহলে রং, আর আমি সাজ্‌বো সং? আপনারা পাবেন রজতনির্ম্মিত পূর্ণচন্দ্র আর আমার ভাগ্যে অর্দ্ধ-চন্দ্র? আমার লেখার কি কোনো অর্থ হয় না?

শ্রীকর— ছি ভাই, ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে অমন ছেলেমি করতে নেই। ইনি জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, একে সম্মান করে' কথা বল্‌তে হয়।

ভাস্কর— অসম্মানতো আমি কিছুই করিনি। ইনি ব্রাহ্মণ, আর আমি কায়স্থ, শতবার দণ্ডবৎ হই। কিন্তু বড়দের লেখা

রাজদরবারে সম্মান পাবে, ছোটদের কবিতা সেখানে বিকোবে না—আদবেই পৌঁছুবে না, এ অনিয়ম যে অসহ্য। এবার বলি তবে ত্রিপদী।

(পরাগল খাঁর প্রবেশ, সঙ্গে তৎপুত্র ছুটি খাঁ ও পারিষদ্‌বর্গ)

পরাগল— (আসনে বসিয়া) এই যে আপনারা সব যথাসময়ে দরবারে এসেছেন। গত রাত্রিতে রাজধানী হ'তে সংবাদ এসেছে নবাব বাহাদুরের সেনাবাহিনী আরাকান ও ত্রিপুরা রাজ্য জয়ের জন্য যাত্রা করেছে,—চট্টগ্রাম যেন শত্রুর দখলে না আসে। নবাবের আদেশ, কেউ এই সময় নিশ্চেষ্ট থাক্‌লে চলবে না। আমার যুদ্ধযাত্রা হবে আরাকান-রাজের বিপক্ষে। ছুটি খাঁ!

ছুটি খাঁ— পিতা।

পরাগল— তুমি যাবে হায়াতনের সঙ্গে।

ছুটি খাঁ— কেন? গৌরমল্ল আসবেন না? আমি এবার গৌরমল্লের সঙ্গে যাবো পিতা। প্রকাণ্ড বীর, বিখ্যাত যোদ্ধা। যুদ্ধের আদব কায়দা ইনি যা জানেন—

পরা— কিন্তু সুলতানের আদেশ ছিল অন্য রকম। আদেশ ছিল, তুমি যাবে আমার সঙ্গে আরকান-রাজের বিরুদ্ধে, গৌরমল্ল ও হায়াতন যাবে ত্রিপুরার পর্ব্বতে।

ছুটি খাঁ— ত্রিপুর-রাজ্যের বিরুদ্ধে বিশেষ আয়োজন নিষ্প্রয়োজন পিতা। শুনছি নাকি ত্রিপুরার সেনা পার্ব্বত্য পথে হয়রাণ হয়ে পড়েছে।

পরাগল— সংবাদ ঠিক ?

ছুটি খাঁ— ঠিক সংবাদ পিতা। গুপ্তচর ফিরে এসেছে। তবে অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

পরাগল— ভালো আমি একাকী ধন মাণিক্যের বিরুদ্ধে সজ্জিত থাক্‌বো। তুমি গৌরমল্লের সঙ্গী হও।

ছুটিখাঁ— এবার আর আরাকানরাজের এক কদম অগ্রসর হওয়া চলবে না। এই দুর্ব্বার গতি রোধ করে কার সাধ্য ? কিন্তু রাজা ! আপনার দরবারে যে অন্য কাজ উপস্থিত। যুদ্ধযাত্রাতো আজই করতে হবে, কিন্তু এই সমস্ত কবিদের সম্মানদানের নির্দ্দিষ্ট দিনও যে আজই ছিল। এঁরা সকলেই চট্টল রাজ্যের কবি। এদের কি তবে আজ বিদায় দিতে হবে ?

পরাগল— না, না, এরি মাঝে সব কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে হবে। কি জানো পুত্র ! আমারও এই বয়সে, উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমানে—কলম ছেড়ে হাতিয়ার ধরতে ইচ্ছা ছিলনা। এই সুকবি পরমেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আমারও বাংলা রচনায় হাত গিয়েছিলো। ভালো—পরমেশ্বর শর্ম্মা ! আপনার বাঙ্গালা মহাভারত কতদুর রচনা হ'লো ?

পরমেশ্বর— আজ্ঞে যুদ্ধপর্ব্ব পর্য্যন্ত।

পরাগল— উত্তম। আপনার পরিশ্রম জয়যুক্ত হ'ক্। আপনার লেখনীর অগ্রভাগে বঙ্গসরস্বতীর শত কমল প্রস্ফুটিত হক্। আপনাকে চট্টগ্রাম প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমতল অঞ্চল

নিষ্কর জায়গীর দেওয়া হ'লো। আজ হ'তে আপনার উপাধি "কবীন্দ্র"।

অপরাপর সকলে—জয় পরাগলখাঁর জয়। জয় কবীন্দ্র পরমেশ্বরের জয়।

পরমেশ্বর— হুজুরালিকে শত ধন্যবাদ। আমিও খাঁ সাহেব! আমার রচিত মহাভারত আপনারই নামে উৎসর্গ করবো। সকলে ইহাকে পরাগল খাঁর মহাভারত বলেই জানবে।

পরাগল— যথারুচি।

ছুটিখাঁ— আমি কিন্তু পিতা এই শ্রীকর নন্দী মহাশয়কে অপর এক মহাভারতের অনুবাদের ভার দিয়েছিলাম।

পরাগল— কোন্ মহাভারত?

ছুটিখাঁ— ইনি জৈমিনির মহাভারতের পদ্যানুবাদ করছেন এবং ব্যাসদেবের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব অনুবাদ করেছেন।

পরাগল— বটে! তুমি এঁকে ভার দিয়েছিলে?—জানি, ইনি সুকবি, তার পরিচয়ও আমি অনেক ক্ষেত্রে পেয়েছি; সেই জন্যেই আমি একে সসম্মানে নিযুক্ত রেখেছি।

ছুটিখাঁ— কবীন্দ্র পরমেশ্বর অপেক্ষা ইহার ক্ষমতা কোনো অংশে কম নয় পিতা। আমার একান্ত আগ্রহ, এঁকে আমি পুরস্কার দেই। নন্দী মহাশয়! আপনি নিশ্চিন্ত মনে বীণাপাণির আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করুন। আপনার চিরজীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার এই অধম বহন করবে।

শ্রীকর— আপনাদের অনুগৃহীত এই অধীনও প্রকাশ্যে নিবেদন করছে আমার রচিত মহাভারত ছুটিখাঁর নামেই প্রকাশিত হবে। সকলে জানবে ইহা ছুটিখাঁর মহাভারত।

অপরাপর সকলে—জয় ছুটিখাঁর জয়। জয় শ্রীকর নন্দীর জয়।

ভাস্কর— কৈ দাদা! সোণা বৃষ্টি হ'ল পাহাড়ে পর্ব্বতে আর আমি কিনা উঁইয়ের টিপি। আমার বেলায় খাঁ খাঁ রৌদ্র? সব চুপ! কেন? আমার কবিতায় কি রস নেই? আমার মশলায় কি ঝাঁঝ নেই? আমি এক্ষুনি আর এক কবিতা রচনা করেছি দাদা, শুনুন—

এক দীপ হ'তে যদি অন্য দীপ জ্বলে
সমান আলোক তাতে ধরাতলে গলে।
পিতা হ'তে পুত্র যদি বেশী গুণ পায়
গৌড়জন নিরবধি তারি গান গায়।

(সানন্দে) ঠিক চৌদ্দ অক্ষরে মিল হ'য়ে গেছে, আট অক্ষরের পর পর যতি।

পরাগল— এই ছেলে কি বল্‌ছে।

ভাস্কর— আমি হুজুর, কবিতা রচনা করতে শিখেছি।

পরাগল— ঐ রচনা তোমার? "এক দীপ হ'তে যদি অন্য দীপ জ্বলে?"

ভাস্কর— আজ্ঞে হাঁ, আমার রচনা। এইমুহূর্ত্তে রচনা করেছি। ছন্দ মিলেছে কিনা দেখুন। চৌদ্দ অক্ষর, পয়ার ছন্দ, আট অক্ষরের পর পর যতি।

পিতা হ'তে পুত্র যদি বেশী গুণ পায়,
গৌড়জন জন নিরবধি তারি গান গায়।

পরাগল— এই শিশু বয়সে চমৎকার শক্তি ! ছুটি খাঁ ।

ছুটিখাঁ— পিতা !

পরাগল— এই ফুলের চাড়াটীকেও তোমার বাগানে যত্ন করে রেখো, সময়ে অনেক ফুল ফুট্‌বে, সুগন্ধে দিক্ আমোদিত হবে।

ছুটি— যে আজ্ঞে পিতঃ ! এই লও বালক তোমার পুরস্কার (নিজের কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া প্রদান)। আর এই লও স্বর্ণমুদ্রা। সভাভঙ্গের পর আমার সঙ্গে যাবে, তোমাকে তিনখানা গ্রন্থ উপহার দেবো। কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও সংস্কৃত অমরকোষ অভিধান। এই তিনটী বই ভালো রকম পড় যদি, উত্তম কবিতা লিখ্‌তে পারবে।

ভাস্কর— (আনন্দ প্রকাশ করিল)

সকলে— জয় বঙ্গ সাহিত্যের জয়।

ড্রপ্

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য—রণক্ষেত্র।

সশস্ত্র আরাকান সৈন্যগণ গান গাহিয়া গাহিয়া প্রস্থান করিল।

(মার্চ্চ, পাইচারী)

চল্ চল্ এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্।
দীন্ দীন্ রবে সবে এগিয়ে চল্
ভাঙ্‌বো পাহাড়, লুঠ্‌বো বাহার বাড়বে গায়ে বল।
পায়ের দাপে তেজের তাপে মর্‌বে রিপুর দল,
চল্ চল্ চল্ (দুনিয়া টলমল্)।
চল্ চল্ চল্‌রে চল্ চল্‌রে চল্ (ইত্যাদি)

প্রস্থান।

ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ভেরীবাদকের প্রবেশ।

ভেরীবাদক— সাজো সাজো চট্টলবাসী সৈন্যগণ। (বাদ্য) গৌড়াধিপতি হুসেনশার শক্তি বৃদ্ধি করো (বাদ্য) আরাকান সৈন্য ও ত্রিপুরা সৈন্য বিতাড়িত করো। (বাদ্য)

প্রস্থান

নবাব সৈন্যগণের প্রবেশ ও গীত।

আমরা সেনানী পাহাড় বনানী ভাঙিব খান্ খান্
বিজয় আহবে মিলিয়াছি সবে হিন্দু মুসলমান।
গৌড়রাজ্যে গর্ব্ব রাখিতে,
দীপ্তি মাখিয়া আননে আঁখিতে
চলিয়াছি সবে শত্রু নাশিতে সুদূর আরাকান্।
দেশের রক্ষায় আমরা সকলে
রাজার কার্য্যে মিলি দলে দলে
সাগরে ভূধরে, বনে জলে স্থলে রাখিব দেশের মান,
রাখিব রাজার মান!

প্রস্থান।

একপার্শ্বে বৃদ্ধ পুরন্দর খাঁ ও গৌরমল্ল কাণে কাণে কি কি কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন এবং অদূরে যুদ্ধক্ষেত্রে অঙ্গুলী সঙ্কেতে কি দেখাইতে ছিলেন, পুরন্দর খাঁ যেন মানা করিতেছিলেন—

গৌরমল্ল— (বিরক্তির সহিত) না, খাঁ সাহেব, মানা করবেন না। এই মাটির সঙ্গে আমার প্রাণের টান, আপনার প্রাণের টান। এই মাটি, এই দেশ, এই শস্য, এই সম্পদ; সব আমার, আমার, সব আপনার।

পুরন্দর খাঁ— শেষ বয়সে নবাব আমাকে পর্য্যন্ত সন্দেহ করে' চল্‌ছেন তা কিনা তুমি বুঝ্‌তে পারছো না?

গৌরমল্ল— আমি চাল্‌বো এমন চাল, যাতে করে' সায় দিবে আমার বিবেক, আমার বুদ্ধি, সম্ভবতঃ দশের বুদ্ধি, দেশের বুদ্ধি, আপনার উপদেশ আমার এখন কাজে আস্‌বে না। আপনি নীরব হ'য়ে দেখুন, আপনার স্নেহের পাত্র এই গৌরমল্ল দেশ-মাতৃকার আশীর্ব্বাদে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে। মায়ের বক্ষসুধা পান কর্‌বে পুত্র না শত্রু?

পুরন্দর খাঁ— (সোল্লাসে) পার্‌বে পার্‌বে গৌরমল্ল? পার্‌বে তুমি? (ক্ষণ পরে চিন্তার সহিত) কিন্তু আমি ভাবছি তা যে অসম্ভব, হয় তো বা স্বপ্ন!

গৌরমল্ল— নির্ভয় হোন, আরাকান রাজ আমার সহায়। আপনার এই পক্ক কেশ নিয়ে আর দু'টো দিন অপেক্ষা করুন, দেখবেন যা ছিল স্বপ্ন তা হয়েছে সফল, সফল।

(সানন্দে উভয়ের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—পার্ব্বত্য দেশে শিবির।

(হায়াতনের প্রবেশ)

হায়াতন— গৌরমল্ল! এইবার আমার শেষ চাল। আজ তোমারি একদিন কি আমারি একদিন। সুলতান আমাকে এত স্নেহ করেন অথচ সেনাপতির পদ দিলেন কিনা গৌর-মল্লকে! অসহ্য! সুলতানের স্নেহ কি তবে বাইরের চাতুরী? তাই বা কি করে হয়? নবাব আমার নিকট

যে সমস্ত গুপ্তকথা বলেন, সাধ্য কি গৌরমল্ল তা ঘুণাক্ষরে টের পায়? এই যাত্রা নবাবের বিশেষ হুকুম, গোপনে গৌরমল্লের গতিবিধি লক্ষ্য করতে হবে। আরাকানরাজ ও ত্রিপুর রাজের হাত থেকে চট্টল রাজ্য রক্ষা করা বড় সহজ কথা নয়। যুদ্ধে যখন নেমেছি,দেখা যাক্ কপাল ফিরে কি না? যে চাল দিয়েছি তা আর ফিরানো চলে না।

(প্রস্থান)

(গৌরমল্লের প্রবেশ)

গৌরমল্ল— ঐ—সবল ও দুর্ব্বলের ভাগ্যক্ষেত্র বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। ঐ—ঐ অভ্রভেদী পাহাড়ের চূড়ায় শত্রুপক্ষের রঙীন নিশান। মা রণ চণ্ডি! মনোবাসনা পূর্ণ করো মা। এই বাংলা রাজ্যে তোমার পূজো আর কেউ দিবে না। হিন্দুর হিন্দুয়ানী যদি লোপ পায় মা তবে শুধু তোমার পূজো নয়, দেশ মাতৃকার পূজা লুপ্ত হবে, ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন পাবে সাগরের জলে—চিরতরে। আর বিলম্ব নয়, এইবার সুযোগ উপস্থিত। সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ আমার সঙ্গী। থাকে থাক্। এ আমার অভীষ্ট পথে কণ্টক হবে না। সন্দেহ বাড়ছে শুধু হায়াতনের উপর। একদিন প্রাণপাত শুশ্রূষায় তাকে রোগমুক্ত করেছি, তবু কৃতজ্ঞতা নেই। যেদিন নবাব বাহাদুর আমাকে সেনাপতিরূপে আলিঙ্গন দিয়েছেন, সেইদিন অবধি সেই

আলিঙ্গন যেন হায়াতনের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের চাপ দিয়েছে। জানি না, নবাব বাহাদুরের কি অভিপ্রায়। আমাকে তো বাইরে ও ভিতরে কত কথাই বলেন। কে জানে মনে বিষ মুখে মধু কি না! আমিও এবার এমন শক্ত চালই দিয়েছি, মাৎ না হ'য়ে যায় কোথায়?

(ছুটি খাঁর প্রবেশ)

ছুটি খাঁ— আপনি এখানে! ওদিকে মগ-দস্যুদের দামামা বেজে উঠেছে, এদিকে আরাকান রাজের রণভেরী। তার উপর যা অসম্ভব ছিল তাই সম্ভব হ'য়ে উঠেছে,—ত্রিপুরেশ্বর ধন মাণিক্যের অগণিত সেনাবাহিনী বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমি অতিক্রম করে' কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান।

গৌরমল্ল— আমিও প্রস্তুত ছুটি খাঁ। দেখবে যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের মতো পরাক্রম, যাদুকরের মতো কৌশল। (স্বগতঃ) কিন্তু ভাব্‌ছি নবাব বাহাদুরের শেষ বাক্যটী যেন সংশয়পূর্ণ। বল্লেন কিনা এই যুদ্ধেই আমার এবং হায়াতনের ভাগ্য পরীক্ষা। তবে কি সুলতান হায়াতনকে বিশেষ প্রলোভনে বশীভূত করেছেন? (প্রকাশ্যে) ছুটি খাঁ।

ছুটি খা— বলুন।

গৌরমল্ল— তুমি অতি কৌশলে আমার পশ্চাৎ দেশ রক্ষা করবে। সজ্জিত হও।

ছুটি খাঁ— খুব বহুৎ। (স্বগতঃ) এই সঙ্কট সময়ে এত বড় যোদ্ধা গৌরমল্লকে বিশেষ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে কেন বুঝতে পারা গেল না। (প্রস্থান)

গৌরমল্ল— হায়াতন! তুমি ভাব্‌ছ আমার উপর প্রতিহিংসা নিবে? তোমার এক রূপবতী যুবতী ভগিনী ফুলবিবি নিজে যেচে তার কোমল হৃদয়ের ফুল্লঅর্ঘ্য আমার নিকট নিবেদন করতে এসেছিল, তুমি সেই প্রেমের পূজায় প্রতিবন্ধক হ'য়ে আমার উপর রক্তচক্ষু করে আছ? ভালো— দেখা যাবে এ যাত্রা তুমি কোথায়, আমি কোথায়? সুলতানের দাসত্বই বা কে করে? এইবার হবো স্বাধীন জায়গদীরদার—পরগণার মালিক—রাজা। পরাক্রান্ত আরাকান রাজ আমার সহায়, পুরন্দর খাঁ মন্ত্রী। তারপর— তারপর—ব্যস্, কিস্তী মাৎ (কুটিল ভ্রূকুটি করিয়া প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য—রণক্ষেত্র

(হায়াতনের প্রবেশ)

হায়াতন— লক্ষণ ভাল নয়। অদূরে শত্রুর তুরী ভেরী নিনাদিত অথচ গৌরমল্লের ভ্রূকুটিতে কুটিল রেখা। মুখে চোখে শয়তানের ছায়া! সাবধান শয়তান! আমার চক্ষুতে ধূলি দিতে পারবেনা বল্‌ছি। সব লক্ষ্য করৃছি। ছুটি খাঁকে বিপথে ফেলে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুমি অঘটন ঘটাতে চাও? এই হায়াতন বেঁচে থাক্‌তে তা হচ্ছে না। তুমি ভাব্‌ছ, সেই ভীষণ জ্বরের সময় আমার শুশ্রূষা করেছিলে বলে আমি তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌ব; হয়ত থাক্‌তাম, কিন্তু গোপনে গোপনে সুলতানের

বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করতে পারে, তার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার লেশ কোথায় রৈলো কৃতঘ্ন। মনে করছো আমার ভগিনী ফুলবিবিকে শাসন করেছি বলে' আমি তোমার পথের কাঁটা! কিন্তু তুমি শত্রু কোন্ কারণে আমার পেছনে পেছনে ঘুরে মরছ তাকি আমি বুঝ্‌তে পারি না! ফুলবিবি আমার ভগিনী, তাকে আমি মানা করতে পারি অপথে যেতে, শতবার, সহস্রবার; কিন্তু অপরূপ রূপলাবণ্য বতী মধুমালতী, তাকে তুমি শাসন করতে যাও কোন্ অধিকারে? স্বেচ্ছায় আমার বাসভবনের শীতল ছায়া কামনা করেছিল যে, তাকে বাধা দেবার তুমি কে? জানোনা বুঝি আমার নিকট সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই যুদ্ধে জয়ী হলে সে নিজে এসে আমার গলায় বিজয়-মাল্য পরিয়ে দেবে। এইবার, এইবার পরীক্ষা হবে তোমার ও আমার ভাগ্য।

(সবেগে প্রস্থান)

(সসৈন্যে ছুটিখাঁর প্রবেশ)

ছুটি খাঁ— কৈ? গৌরমল্লের সন্ধান কোথাও মিলছে না। বল্লেন তার পেছন-দেশ রক্ষা করতে, কিন্তু তাকেতো অগ্রভাগে দেখা যাচ্ছেনা কোথাও?—তবে কি—তবে কি ইনি বিশ্বাসঘাতক, শত্রু পক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে গোপনে নিজের স্বার্থ পূর্ণ করবেন? এত বড় বীর তাঁর ভিতরে এত নীচতা!—না না, তাও কি সম্ভব? যুদ্ধবিদ্যার

কৌশল শিখব মনে করে য়ার সঙ্গ নিয়েছি সেই অদ্বিতীয় যোদ্ধা—ঐ ঐ যে অদূরে দেখা যাচ্ছে গৌরমল্ল অগ্রসর। আবার ওদিকে কে দৌড়াচ্ছে? হায়াতন নয়? হাঁ তাইত? গৌরমল্লের পেছনে পেছনে ছুটেছে যে! এই পাহাড়টার উপরে উঠে দেখ্‌তে হচ্ছে।

(পাহাড়ের পথে প্রস্থান)

(বেগে গৌরমল্ল একবার চলিয়া গেল, তারপর হায়াতন চলিয়া গেল, এবং ক্ষণ পরে যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রবেশ)

গৌরমল্ল— এইবার আত্মরক্ষা করো (বেগে আক্রমণ ও উভয়ের যুদ্ধ)

হায়াতন— এই লও তোমার শয়তানীর সাজা নিমকহারাম।

(ফুল বিবির প্রবেশ)

ফুল বিবি— থামো থামো! রাজ্যের দু'দু'টা বিশাল স্তম্ভ আজ যদি ঠোকাঠুকি করে ভূমিসাৎ হয়ে যায়, তবে এ রাজত্ব আর কয়দিন? জানি আমি হায়াতনের মন, জানি গৌরমল্লের হৃদয়। তোমরা যদি নারীর প্রেমকেই দেশের প্রেমের চেয়ে উঁচুতে ঠাঁই দাও তবে শুনো হায়াতন, শুনো গৌরমল্ল! দেশ রক্ষা হবে না, নারী রক্ষাও হবে না। সুখ সম্ভোগ? সে হবে কামুকের ক্ষণিক বিলাস। এই আমি তোমাদের দু'জনার মাঝ থেকে চিরদিনের জন্য সরে পড়ছি, তবু যেন রাজার শক্তি বেঁচে থাকে। এই আমার বিষাঙ্গুরী—

হায়াতন— না না, বিষপান করোনা, করোনা।

ফুল বিবি— আর, এই আমার কবিতা পুস্তক, বহুকালের সঞ্চিত নিবিড় ভালোবাসা এতে অক্ষরে অক্ষরে রূপ ধরে' আছে। (করুণ সুরে) আমার প্রাণের পাখী, আমার রাজ হাঁস, আমার জীবিতেশ্বর! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এই পুস্তক আমি তোমার হস্তে উৎসর্গ করছি। (গৌরমল্লের উদ্দেশে পুস্তক প্রদান এবং বামহস্তের বিষাঙ্গুরীতে চোষণ) "বিদায় বিদায়" বলিয়া পতন।

(গৌরমল্ল ও হায়াতন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল— তৎক্ষণাৎ ছুটি খাঁর সহিত পরাগল খাঁর প্রবেশ, পরাগল খাঁ ভূমিতে ফুল বিবির দেহের দিকে তাকাইয়া স্তম্ভিত এবং হায়াতন ও গৌরমল্লের দিকে তাকাইয়া ভ্রূকুটি)

পরাগল— বন্দী করো, বন্দী করো পুত্র। এই চট্টলের রণভূমি কলঙ্কিত করছে এরা দুই লম্পট

(ছুটি খাঁ উভয়কে বন্দী করিতে করিতে সিন্ পড়িয়া গেল)

৪র্থ দৃশ্য—গৌড়ের দরবার

ইসমাইল গাজি ও সনাতন গোস্বামী

ইসমাইল— তা হ'লে এ কথা সত্য যে পরাগল খাঁ একাকী ত্রিপুরেশ্বর ধনমাণিক্যের অগণ্য সৈন্য বিধ্বস্ত করেছে ?

সনাতন— শুধু বিধ্বস্ত নয় গাজি সাহেব, পর্ব্বত অতিক্রম করে' যে কয়টী সৈন্য চট্টল রাজ্যে প্রবেশলাভ করেছিল, কাউকে প্রাণ নিয়ে ফির্ত্তে হয়নি, অবশিষ্ট—

(নবাব হোসেন শার প্রবেশ)

নবাব— হাঁ কি বল্‌ছিলেন—অবশিষ্ট ?

(ইসমাইল গাজী ও সনাতন গোস্বামী কুর্ণিশ করিলেন)

সনাতন— অবশিষ্ট সৈন্য ভয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। সেই দুর্ভেদ্য পর্ব্বতে একটী মাত্র পথ, সুচতুর পরাগল খাঁ অতি কৌশলে সেই পথটী রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। যাদের আগমন হয়েছিল তাদের আর নির্গমন হয়নি; আর যারা ছিল পশ্চাতে তাদের গতি হ'লো আবার মাতৃক্রোড়ে।

নবাব— সম্পূর্ণ সংবাদ শুন্‌তে পাননি 'সাকর মল্লিক।' অবশিষ্ট সৈন্য সেই পাহাড়ের শিখরে শিখরে ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টির তাড়নে পর্ব্বতকন্দর আলিঙ্গন করেছে। ঘরের নিকট এই প্রবল শত্রু, এর কিনারা না দেখে এদ্দিন পর্য্যন্ত আমাদের উড়িষ্যাভিযান স্থগিত ছিল। সত্বর উড়িষ্যা যাত্রায় প্রস্তুত হ'ন। দবির খাস্ রূপগোস্বামী বড়ই অসময়ে বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন। তাঁর অভাব পূর্ণ করবেন সেনাপতি ইসমাইল গাজি।

(ইসমাইল গাজি মস্তক নত করিলেন

নবাব-- আপনাদের উভয়ের সহায়তায় আমার যুদ্ধ জয় অনিবার্য্য। এই রাজধানীতে গাজি সাহেবের স্থান পূর্ণ করবে হায়াতন।

(পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর প্রবেশ, সঙ্গে বন্দী অবস্থায় গৌরমল্ল ও হায়াতন)

পরাগল— গৌড় রাজ্যের জন্য হায়াতনের সাহায্য সর্ব্ব প্রকারেই অসম্ভব শাহান্‌শা।

নবাব— একি! হায়াতন ও গৌরমল্ল উভয়ে বন্দী! তবে কি তবে কি আরাকান রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা পরাজিত—অথবা মগ-দস্যুদের হস্তে এ লাঞ্ছনা?

ইস্‌মাইল— (বিমর্ষ ভাবে) জান্‌তাম হায়াতনের হস্তে একদিন শৃঙ্খল দেখ্‌ব।

পরাগল— এই শৃঙ্খল পর্য্যন্তই শেষ নয় গাজি সাহেব। বাকী বিচারের জন্যে আপনাদের নিকট নিয়ে এসেছি। বিচার করুন গাজি সাহেব, বিচার করুন জোনাব! এই হায়াতন নারীর প্রেমকেই দেশ প্রেমের উপরে ঠাঁই দিয়ে বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

ইস্‌মাইল— (ঘৃণাভরে) পিশাচ! কামুক! মূর্খ!

নবাব— হায়াতনতো এখনো অবিবাহিত!

পরাগল— অবিবাহিত বটে কিন্তু বিয়ে হওয়া আগেই উচিত ছিল। বিয়ের বয়স যার কলায় কলায় পূর্ণ শাহান্‌শা! তার পক্ষে বিয়েটা না হওয়াই যে অন্ধকার।

নবাব— বটে ! আর এই গৌরমল্ল ?

পরাগল— চিরকাল রাজদ্রোহী। স্বেচ্ছায় আপনি সর্প-শিশুকে আয়ত্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন জোনাবালি ! এ চায় প্রতিহিংসা, এ চায় একটা পরগণার রাজত্ব, আর চায় গোপনে গোপনে আরাকান-রাজের সহায়তা। বড় সৌভাগ্য যে আরাকান-সৈন্য সমুদ্র পথে প্রতিহত হয়েছে। গৌরমল্লের চক্রান্ত ব্যর্থ।

নবাব— বটে ! তবে এদের বিচার ? মন্ত্রী সাকর মল্লিক !

সনাতন— এদের বিচার যদি শাস্ত্র অনুসারে হয় জাহাঁপনা, তবেই আপনার যশ অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। নিজের খেয়াল বশতঃ নতুন যেন কিছু না হয়।

নবাব— ব্যস্‌ ! কামুকের শাস্তি আর রাজদ্রোহীর শাস্তি এক—প্রাণদণ্ড। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বড় কঠোর হ'ল, বড় কঠোর হ'ল, নয় ?

ইস্‌মাইল— (করুণ) পুত্র ! পুত্র ! বড় কঠোর হলো (হায়াতনের উপর এলাইয়া পড়িলেন।)

(সকলে স্তম্ভিত)

নবাব— (সবিস্ময়ে) একি ? কাকে পুত্র বল্‌ছেন গাজি সাহেব !

ইস্‌মাইল— (করুণ) কেউ জানে না, এই হায়াতনও না, এযে আমার পুত্র—আমার প্রাণাধিক পুত্র—মেহেরবান্‌ ! অতি শৈশবে এর মাতৃ বিয়োগ হয়। তারপর এর বিমাতার

তাড়নায়, নিজের স্নেহসিক্ত হৃদয় হ'তে একে বিচ্ছিন্ন করেছি অতি শিশুকালে—অতি শিশুকালে জনাব। কখনো কাউকে জানতে দিইনি এ আমার পুত্র। শাস্তি যদি দিতে হয় জাহাঁপনা—আমাকে দিন্। শাস্তির যোগ্য যে আমি; দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর প্ররোচনায় আমি আমার এই স্নেহের মাণিক সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করেছি। জান্‌তাম পিতৃমাতৃ স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে এই শিশু একদিন নির্ম্মম নিষ্ঠুর উদ্ধতপ্রকৃতি হবে, জানতাম বান্ধন-হারা যুবক উচ্ছৃঙ্খল হবে। তবু উপায় ছিলনা, উপায় ছিল না। শেষ বয়সে বিবাহ! উঃ। তারি এই পরিণাম, (নিশ্বাস)। গোপনে গোপনে এই শিশুর অনেক ঔদ্ধত্য দেখেছি, যৌবনে অনেক অত্যাচার শুনেছি, উপায় ছিলনা, শাসনের উপায় ছিল না।

হায়াতন— (গাজি সাহেবের পায়ের তলায় পড়িয়া করুণ স্বরে) পিতা! পিতা! (ক্ষণ পরে দাঁড়াইয়া) —আমার পিতা এত বড়! পুত্র হ'য়ে পিতার স্নেহ যে লাভ করলনা, তারচেয়ে দুর্ভাগ্য আরতো কেউ হ'তে পারে না।—পিতা।—পিতা! পুত্র ক্ষমা-ভিখারী।

নবাব— সমস্যা জটিল!

নেপথ্যে মধুমাল্তী—কৈ কৈ আমার স্বামী— আমার স্বামী—

(বলিতে বলিতে প্রবেশ ও গৌরমল্লের পদতলে পতন)

নবাব— একি! বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জমাট্‌ হ'য়ে আস্‌ছে! বৃদ্ধ ইসমাইল গাজি হায়াতনের পিতা। সেনাপতি গৌরমল্ল এই অপরিচিতা রমণীর স্বামী!

মধুমালতী— (উঠিয়া) সংসারের নিকট আমি অপরিচিতা হুজুর! কিন্তু আমার একটী মাত্র পরিচয় এই গৌরমল্ল— আমার স্বামী। আপনি বিশাল বঙ্গদেশের রাজা, আর গৌরমল্ল আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর। এর প্রাণদণ্ডে আমার প্রাণদণ্ড! শুধু তাই নয়, গৌরমল্লের মতো বীরের অভাবে—রাজ্যের একটা বৃহৎ অংশ শূন্য হ'য়ে পড়বে। তার ভিতরকার খাঁটি মানুষের পরিচয় কিছু জানে এই হায়াতন। গৌরমল্লের দেশ-সেবা, সমাজ-সেবা নরসেবা, রাজার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অমার্জ্জনীয় হ'লেও তাঁর মনুষ্যত্ব নিষ্পাপ।

পরাগল— আমরাতো জানি, তুমি গৌরমল্লের প্রতিবেশিনী, হায়াতন তোমার প্রণয়পাত্র।

মধুমালতী— ভুল, ভুল! হায়াতন আমার ঘৃণার পাত্র। মাতৃপিতৃ-স্নেহহারা এই হায়াতন মাতৃপিতৃহীনা মধুমালতীকে নিজেরই যোগ্য মনে করেছিল। কিন্তু যে ক্ষুদ্র স্থানে এক বৃহৎ আসন পাতা রয়েছে তার সকলখানি জুড়ে', সেখানেতো তিলার্দ্ধ স্থান থাকতে পারে না অপরের জন্য, গৌরমল্ল আমার প্রতিবেশী, হয়তো গৌরমল্লও জানতে পারেনি আমার পূজার একমাত্র দেবতা এই

হৃদয়বল্লভ গৌরমল্ল। সঙ্কল্প ছিল—এই যুদ্ধ জয়ের পর তাঁর গলায় পরিয়ে দিবো এই বিজয় মাল্য।

সনাতন— শাস্ত্রানুসারে এই দুই অপরাধীকে কতককাল সংশোধনাগারে রাখার ব্যবস্থা হ'তে পারে শাহানসা।

নবাব— ভাবতে দিন (চিন্তা)

পরাগল— তা হ'লে—

সনাতন— এই দুই বীরের চরিত্র যদি সংশোধিত হয় রাজ্যের মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হবে না।

নবাব— চরিত্র সংশোধন! না—না (ক্ষণ পরে) হাঁ, তোমরা মুক্ত, তোমরা মুক্ত। (অতি দ্রুত আসিয়া উভয়ের শৃঙ্খল খুলিয়া দিলেন)

মধুমালতী— (সহর্ষে) রাজা রাজা! এত মহৎ আমাদের রাজা। (গৌরমল্লের গলায় মাল্য পরাইয়া) এস প্রাণবল্লভ, এস জীবিতেশ্বর, জীবন মরণের মালিক এই বাংলার রাজার শক্তি বৃদ্ধি করি আমরা নবীন দম্পতী নবীনবেশে নবীন সাজে, পূর্ণপ্রাণ, পূর্ণ মন। (মধুমালতী ও গৌরমল্ল পতিপত্নীভাবে দাঁড়াইয়া উভয়ে সসম্ভ্রমে মাথা নত করিল।)

নবাব— (হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, সকলে সমস্বরে বলিল—) "জয় গৌড়াধিপতি সুলতান হোসেন শাহের জয়।"

যবনিকা পতন।

বঙ্গগৌরব, ক্রোড়পত্র

শাক্ত ও বৈষ্ণব।

পরবর্ত্তী "শাক্ত ও বৈষ্ণব" শীর্ষক অংশটুকু Comic Recitation বা হাস্য কৌতুক হিসাবে অভিনীত হইতে পারে অথবা যাঁহারা কোনও নাটক ৪।৫ ঘণ্টায় শেষ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না তাঁহারা বঙ্গগৌরবের ৪র্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর, এই শাক্ত ও বৈষ্ণব অংশটুকু ২য় দৃশ্য রূপে অভিনয় করিতে পারেন। তাহা হইলে চতুর্থ অঙ্কে এই দৃশ্য সহ চারিটী দৃশ্য হইবে।

ইদানীং অনেকেরই সুদীর্ঘ অভিনয় দর্শনের ধৈর্য্য নাই, অবসর নাই, স্বাস্থ্য নাই। তাই এখন সংক্ষিপ্ত সবাক্ ও অবাক্ ছবির যুগ চলিতেছে। এই যুগেও একদিন ভাটা আসিবে যখন লোকে বুঝিবে ছবি ছবিই বটে, খাঁটি দৃশ্য-কাব্য নহে।

লেখক।

বঙ্গগৌরব, ক্রোড়পত্র

শাক্ত ও বৈষ্ণব।

শক্তিধর ও মৃত্যুঞ্জয় নামে দুইটী শাক্তের প্রবেশ। ভস্মাচ্ছাদিত ললাটে সিন্দূরের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, বাহুতে, মণিবন্ধে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে ঝোপ্‌রা চুল, সর্ব্বাঙ্গে ও পরিচ্ছদে শৈব বেশ।

শক্তিধর— তা হ'লে তুমি বল্‌তে চাও, শক্তিময়ীর শক্তি বা শম্ভুর বীর্য্য এই বঙ্গ দেশ থেকে ভেসে যাবে?

মৃত্যুঞ্জয়— কথ্‌খনই নয় আমরা শক্তিমায়ের সন্তানেরা জেগে থাক্‌তে শক্তির একটীমাত্র কণা চুরি যেতে দিব না। কিছুই ভেসে যাবেনা শক্তিধর।

শক্তিধর— তবে যে বল্‌ছিলে, কিসের এক ঢেউ এসেছে বাংলাদেশে—

মৃত্যু— শুনেছিলুম বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয়নি। শুনেছিলুম নবদ্বীপের এক অপোগণ্ড গণ্ডমূর্খ অর্ব্বাচীন পাগলের মতো কি সব বলে' বলে' বেড়াচ্ছে গাঁয়ে গাঁয়ে, আর গাঁয়ের লোক দেশের লোক সব যোগ দিয়েছে ঐ নামে।

শক্তি— ছোঁ ছোঁ, ওতেই তুমি ভর্‌কে যাচ্ছ? মা-ভৈঃ! বলো হর হর হর বম্ বম্।

মৃত্যু - হর হর হর বম্ বম্।

নেপথ্যে গান

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

(দুইবার)

মৃত্যুঞ্জয় ও শক্তিধর উভয়ে মনোযোগ সহ গান শুনিলে

শক্তিধর বলিল—কি বল্‌ছে মৃত্যুঞ্জয়! শুধু হরিনাম? তবে কি এই নামের কথাই তুমি শুনেছিলে? এতেই দেশ ভাস্‌বে? অসম্ভব।

মৃত্যুঞ্জয়— সহস্রবার অসম্ভব। আমরা এত এত হরভক্ত থাক্‌তে দেশে আসবেন হরি?

নেপথ্যে গান

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

(২য় বার)

মৃত্যুঞ্জয়— কি বল্‌ছে? কলিকালে হরিনাম ভিন্ন গতি নাই! দাঁড়াও শক্তিধর! আমি দেখে আস্‌ছি।

(প্রস্থান এবং হরিদাস নামক বৈষ্ণবের সহিত প্রবেশ)

হরিদাসের পরিধানে কৌপীন, মাথায় শিখা, কণ্ঠে তুলসীর মালা, নাসিকাগ্রে তিলক ও হস্তে জপের মালা।

মৃত্যুঞ্জয়— এই সেই গায়ক। নাম বল্‌ছে হরিদাস। মুখে হরি নাম। আমি বল্‌ছি এই হরের দেশে হরি চল্‌বে না, ও নামটা ছাড়ো।

শক্তিধর— এ হচ্ছে ভূতের মুখে রাম নাম মৃত্যুঞ্জয়। উপযুক্ত ঔষধ না পড়লে ওটা ছাড়বে না; নিদেন সর্ষেপোড়া বা যষ্টি

মধু, অর্থাৎ মধু যষ্টি। বলি আখ্ড়া কোথায়? ঐ নামটা ছাড়বার আগে এই বেশ্টা বদ্লাতে পারো? ধরতে পারো শাক্তের বেশ্—উর্দ্ধপুণ্ড্র রুদ্রাক্ষ?

হরিদাস— নারায়ণ! নারায়ণ! তোমাদের ঐ শাক্তের বেশ ধরতে যাবো আমি? বরং তোমরাই কেন আমাদের দলে আসনা? জানোত "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।" কৌপীন ধারণ করতে পেরেছে যারা, তারাই যে ভাগ্যবান্।

শক্তি— এই সমস্তই দুর্ব্বলতার লক্ষণ বাবাজী। তাই শক্তিধরকে টান্তে চাও তোমাদের দলে শক্তি বাড়াবার জন্তে। এতই শক্তিহারা তোমরা হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

মৃত্যু— শক্তিহারা হাঃ হাঃ হাঃ শক্তিহারা।

হরিদাস— হাস্ছ বটে, কিন্তু শক্তিহারা আমরা কি তোমরা সেই বিচারতো আজো মেটেনি শক্তিধর, বাইরে যাদের জমক বেশী, চটক খুব, তাদের ভিতরটা থাকে খেলো, আর বাইরে যারা স্থির ধীর গম্ভীর, তাদের ভিতরটাও থাকে এত গভীর যে তার তল খুঁজে পাওয়া যায়না কোথায় তার শেষ।

মৃত্যু— আত্মপ্রশংসা খুবই করছ বটে কিন্তু ওটাকি তোমার ধর্ম্মে পাপ নয়?

হরিদাস— অজ্ঞানকে জ্ঞানের আলোতে আন্তে হ'লে নানারকমের ভণিতা টান্তে হয় মৃত্যুঞ্জয়! কাজেই আত্মপ্রশংসাটা সবক্ষেত্রেই পাপ নয়। তোমরা অজ্ঞান, তোমরা

অহমিকায় অভিভূত গর্ব্বিত। শক্তির লেশ তোমাদের মাঝে এতটুকু নেই—তবু তোমরা শাক্ত! চমৎকার, বুঝ্‌বে কি তোমরা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কোন্ কারণে নিজকে তৃণ হতে লঘু এবং তরুর মতো সহিষ্ণু মনে করে? নিজে সম্মান চায় না, অথচ অপরকে সম্মান দেয়।

শক্তি— ঐ গুলো সব দুর্ব্বলতারই করুণ অভিব্যক্তি।

হরি— আর তোমাদের এই আত্মম্ভরিতা বুঝি শাক্তধর্ম্মের সমুন্নত বৈজয়ন্তী?

মৃত্যু— ঐ দেখ দেখি. কেমন একটা শাক্ত আস্‌ছে, আমাদের দলেরই লোক—কেমন তেজঃপুঞ্জময় মূর্ত্তি, সমুন্নত বক্ষ প্রশস্ত ললাট, বলিষ্ঠ গঠন।

(ধূর্জ্জটীর প্রবেশ)

ধূর্জ্জটী— তা আর হবেনা? আমরা যে ভগবতী আদ্যা শক্তির প্রসাদপুষ্ট।

মৃত্যুঞ্জয়— অতো সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বল্‌লে সবাই কিন্তু বুঝ্‌তে পারবেনা ধূর্জ্জটী। সোজা করেই বলনা—আমরা যেহেতু শক্তিরূপিণী মহাদেবীর প্রসাদীকৃত মাংসভোজী, সেই হেতু "মাংসে মাংসবৃদ্ধি ঘৃতে বৃদ্ধি বল।" আর বিপক্ষ-দল পরম দুর্ব্বল।

হরিদাস— (কাণে হাত দিয়া দূরে সরিয়া গিয়া) নারায়ণ, নারায়ণ, তোমরা জীবহত্যাকারী ঘাতুক, জল্লাদ, দস্যু।

ধূর্জ্জটী— যতগুলি বিশেষণ উচ্চারণ করা হচ্চে মশাই, স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, সেই সংখ্যার অনুপাতে পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাতের হিসাব নিকাশ হবে।

হরিদাস— মাংসভোজীর অসাধ্য কিছুই নেই, যে পারে পশুহত্যা করতে, নরহত্যায় ও তার হাত অচল থাকে না।

মৃত্যুঞ্জয়— আমরা আমিষভোজী অপবিত্র, আর তুমি নিরামিষভোজী নির্ম্মল, এই মনে করে' আত্মপ্রসাদ অনুভব করছ, তা নয় কি ?

হরিদাস— আমি ভাব্‌ছি এই তিনমূর্ত্তির ভিতর স্বয়ং ত্র্যহস্পর্শ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' কি অমঙ্গলই না সংঘটন করে।

ধূর্জ্জটী— এত বড় অপমান ? আমাদের তিন জনকে একই কোঠায় টেনে এনে ত্র্যহস্পর্শের ব্যঙ্গমুখোস্‌ পরাণো হচ্ছে, ভ্যালা আমার চাঁদ ! এই তবে ত্র্যহস্পর্শের এক তৃতীয়াংশ ভবদীয় শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ কর্‌ছে যাদুধন (একহস্তে হরিদাসের হস্ত ধারণ, অপর হস্তে তাহার পৃষ্ঠে আঘাতের উদ্যম)।

(এমন সময়, নেপথ্য হইতে "সাবধান" বাণী উচ্চারণ করিয়া বিষ্ণুদাস নামে এক বৈষ্ণবের প্রবেশ, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, নামাবলী, মুণ্ডিত মস্তকে শিখা, কৌপীন)

ধূর্জ্জটী— (হরিদাসকে ছাড়িয়া দিয়া সভয়ে লম্ফ) বাপ্‌রে ! চিতাবাঘ চিতাবাঘ ! (শক্তিধরের পেছনে লুকাইবার চেষ্টা, শক্তিধরের ধূর্জ্জটীর পেছনে লুকাইবার চেষ্টা। এই ফাঁকে মৃত্যুঞ্জয় পলাইয়া গেল।)

শক্তিধর— (চুপি চুপি) এ আবার কেরে বাবা! চিতা বাঘতো নয়, এযে দেখ্‌ছি বহু ডাকঘর ঘুরে ফেরৎ আসা একখানা চলন্ত চিঠি, যার এপিঠ ওপিঠ সকল পিঠে ডাকঘরের ছাপ। বলি তুমি আবার কেহে বাপু, জোড়া মিলাতে এসেছ?

ধূর্জ্জটী— বাঃ, মাণিকজোড় মিলেছে ভাল! এর সঙ্গে জানা শুনা ছিল বোধ হয়?

হরিদাস— (গান)

পতিত পাবন দীন উদ্ধারণ
রাম নারায়ণ হরে।
নিত্য নববেশে ঘুরি' দেশে দেশে
পাপীর পাতক হরে।

ভক্তের সহায় ভগবান্‌। উদ্ধত তোমরা আমাকে নির্দ্দয়ের মতো প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিলে; ভগবানের কি দয়া হবে না? করুণাময় কি করুণাহীন? ভক্তির টানে যে ভগবানের সিংহাসন নড়ে। তোমরা ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝনা, তোমরা জ্ঞানগর্ব্বিত, নৃশংস, পশু-হত্যাকারী।

শক্তিধর— বার বার পশু-হত্যাকারী বলোনা বল্‌ছি। শাস্ত্র জানো, "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ, যজ্ঞার্থে পশুঘাতনম্‌।" অর্থাৎ যজ্ঞের নিমিত্তই পশুর সৃষ্টি এবং যজ্ঞের নিমিত্তই পশু বধ।

বিষ্ণুদাস— (কাণে আঙ্গুল দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত)

হরিদাস— (তাঁহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া, শক্তিধরের প্রতি) যজ্ঞ মানে তোমাদের উদর-যজ্ঞ তো? উদরের জন্যই তো জীব হত্যা, নয় কি?

শক্তিধর— বেদের ভাষায় যদি প্রবেশ থাকে তবে নিশ্চয় জানবে— "অগ্নীষোম যাগ করবার জন্যে পশু বধ বিধেয়, আর বায়ু দেবতার প্রীত্তির নিমিত্ত সাদা পাঁঠার প্রয়োজন।"

ধূর্জ্জটী— এই সময়ে আমাদের মৃত্যুঞ্জয়টা পালাল কোথা? (চারিদিকে উকি ঝুকি)। মৃত্যুঞ্জয়ের মত তন্ত্র সেবক ও পৌরাণিক বচনের ভক্ততো আর আমি নই। আমি শুধু বল্‌তে পারি নীরেট বাংলা। পাঁঠার মতো একটা কোমলাঙ্গ নশ্বর প্রাণী বিধাতা সৃষ্টি করেছেন কিজন্যে শুনি? না পারে শস্য উৎপাদন করতে, না পারে বোঝা বইতে। অথচ অঙ্গে অঙ্গে তার উপাদেয় সামগ্রী, দেবতার ভোগে না লেগে যায় কোথায়? লাগ্‌বিত লাগ মা কালীর ভোগে কালো পাঁঠা, গঙ্গার ভোগে শাদা। মা গঙ্গার গায়ের রংটাও শাদা কিনা? চমৎকার ব্যবস্থা।

(মৃত্যুঞ্জয়ের পুনঃ প্রবেশ)

মৃত্যুঞ্জয়— ব্যবস্থা চমৎকার না হয়ে উপায় নেই। পাঁঠা সৃষ্টির রহস্যে সৃষ্টিকর্ত্তার আর কোনো উদ্দেশ্যে তো কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি আজো।

বিষ্ণুদাস— (এখনও কাণে আঙ্গুল দেওয়া আছে) আর কত কাল আপনি আমায় আবদ্ধ রেখে বধিরতার শাস্তি দিবেন মহাশয়!

হরিদাস— (ইঙ্গিতে কাণ হইতে আঙ্গুল নামাইতে সঙ্কেত করিয়া) শুনুন্, আপনি বড় দুঃসময়ে আমার উপকার করেছেন, এ দাস আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছুক।

বিষ্ণু— কৃতজ্ঞতা জানাবেন বুঝি? কোনো প্রয়োজন নেই। আমি সংসার-নির্লিপ্ত, মান আপমানের অতীত।

ধূর্জ্জটী— তবে যে বড় খুব উচু গলায় আমাকে শাসন করা হয়েছিলো "সাবধান" বলে?

বিষ্ণুদাস— শাসন করবার মতো পুণ্য সঞ্চয়তো আমাদের নেই, বরং পাপেরই মাত্রাধিক্য চল্‌ছে। পুণ্যরাশির শুভ্র সমুজ্জল বিগ্রহ গোরাচাঁদ এসেছেন এই গৌড়দেশে, তবু কি না পাপের বিরাম নাই। শাক্তদের গ্রামে গ্রামে সব বীভৎস ব্যাপার।

(ধূর্জ্জটী ও মৃত্যুঞ্জয় কাণাকাণি করিতে লাগিল)।

শক্তিধর— হো-হো-হো-হোঃ; হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। তবেই হয়েছে। আমাদের ঐ গণেশপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তুমি এসেছ! তোমার জাত গিয়েছে বাবাজী! আজ যে সেখানে রক্তের নদী।

হরিদাস— (শক্তিধরের প্রতি) সবারই একটা মাত্রা আছে মশাই, সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্। এত পরিহাস বরদাস্ত হবে না। (বিষ্ণুদাসের প্রতি) ভালো—আপনার পরিচয়তো কিছুই বলবেন্ না? জিজ্ঞেস করতে পারি কি আপনি কোনো—

বিষ্ণুদাস— বল্‌বেন না মশাই, অকথ্য ব্যাপার, মহাপাপ, মহাপাপ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় অনুতাপ দ্বারা আর পরের নিকট

পাপকাহিনীর নিবেদন দ্বারা। আপনি আমার সমধর্ম্মী, কাজেই আপনার অসম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আমি সম্পূর্ণ করছি, অনুতাপ জানাচ্ছি ;—"হাতী শুঁড়ার গায়ের মাঝে ত্রিফিলিঙ্গার তলে, প্রভুরে বানাইয়া থুইছে, আঁঠা তাহে গলে।"

ধূর্জ্জটী, মৃত্যুঞ্জয় ও শক্তিধর হাসির হল্লা তুলিল :—হা-হা-হা-হাঃ, হো-হো-হো-হোঃ, হাসিতে হাসিতে নিজেদের মুখে নিজেরাই চাপা দিচ্ছেন।

শক্তিধর— যাই বলো মৃত্যুঞ্জয়, গোঁড়া বৈষ্ণব এই মহাশয়টী (হাসি)। হাতী শুঁড়ার গাঁয়ের মাঝে অর্থটা বুঝলে কি না?—হাতী শুঁড়া মানে গণেশ, তার গাঁয়ের মাঝে অর্থাৎ গণেশপুর গাঁয়ের মাঝে, সেই পথ দিয়ে তিনি এসেছেন। গণেশ শাক্তদের দেবতা কি না, কাজেই গণেশের নামটাও মুখে আন্‌বেন না।

মৃত্যুঞ্জয়— এ যে দেখছি মন্ত্র দেশকে পর্য্যন্ত হার মানিয়েছে—"হাতী শুঁড়া গায়ের মাঝে"—চমৎকার নামকরণ! আচ্ছা ত্রিফিলিঙ্গার তলে মানেটা কি হলো?

শক্তি— ত্রিফিলিঙ্গা মানে ত্রিপত্র-বিশিষ্ট বিল্বপত্র, কাজেই ত্রিফিলিঙ্গার তলে অর্থ হয় বেলগাছের তলে হাঃ-হা-হাঃ।

ধূর্জ্জটী— সেই গণেশপুর গ্রামের মাঝে বেলগাছের তলে—প্রভুরে বানাইয়া থুইছে; আহা হা প্রভুরে বানাইয়া থুইছে! (করুণ ব্যঙ্গ)

শক্তি— থামো ধূর্জ্জটী। প্রভু অর্থ বুঝেছ কি? প্রভু মানে পাঁঠা, পাঁঠা বানাইয়া থুইছে—বলি দেওয়া হয়েছে।

ধূর্জ্জটী— বুঝেছি গো বুঝেছি—আহা হা প্রভুরে বানাইয়া থুইছে, প্রভুরে বানাইয়া থুইছে।

মৃত্যুঞ্জয়— তবে, আঁঠা তাহে গলে, মানে নিশ্চয়ই রক্তের নদানদী!

শক্তিধর— তা বই কি! আঁঠা তাহে গলে, মানে রক্তধারা, রক্তধারা, অর্থাৎ সেই সমস্ত পাঁঠার রক্তে আজ গণেশপুর গ্রামের বেলতলা ভেসে যাচ্ছে। সেই গ্রামে যে অমাবস্যার পূজো চল্‌ছে, তাতে শনিবার।

মৃত্যুঞ্জয়— রাখো তোমার শনিবার আর মঙ্গলবার। গোটা কথাটা কি হলো ভুলে যাচ্ছি যে। হাতীশুঁড়া গাঁয়ের মাঝে ত্রিফিলিঙ্গার তলে—তারপর প্রভুরে বানাইয়া থুইছে হাঃ হাঃ হাঃ।

ধূর্জ্জটী— আ-হা-হা—প্রভুরে বানাইয়া থুইছে—আ-হা-হা।

শক্তি— শেষ টুকু হলো—আঁঠা তাহে গলে। কোথায় গেলেন গো মশাইরা!

(হরিদাস ও বিষ্ণুদাস ইতিপূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছে।)

শক্তিধর— ঐ, ঐ বুঝি যাচ্ছেন, শুনুন শুনুন, আমাদের অর্থটা ঠিক হলো কি না বলে' যান—হাতী শুঁড়া গাঁয়ের মাঝে হাঃ হাঃ হাঃ, তার উপর আবার ত্রিফিলিঙ্গার তলে—হাঃ হাঃ হাঃ (প্রস্থান)

ধূর্জ্জটী— প্রভুরে বানাইয়া থুইছে, আ-হা-হা প্রভুরে বানাইয়া থুইছে— (প্রস্থান)

মৃত্যুঞ্জয়— দাঁড়াও ধূর্জ্জটী দাঁড়াও। আঁঠা তাহে গলে হাঃ হাঃ হাঃ। ওগো মশাইরা দাঁড়ান, অর্থ বলে যান, আঁঠা তাহে গলে, হাঃ হাঃ হাঃ। (প্রস্থান)

সমাপ্ত

শুদ্ধি পত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
বিে	বিয়ে	১৭	৬
শেষ মুহূর্ত্তে	(বাদ যাইবে)	৭৪	১৯
সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ	বানপ্রস্থ অবলম্বন	৭৪	২০
জাহাঁপনা	জাহাঁপনা,	৭৯	৫
শত বৎসর	সাত বৎসর	৮০	১২
কমর আলি	করম আলি	৮১	৮
কেহ	কেউ	৮৬	২
কাগজে কাগজে	কাগজে কলমে	৯৭	২১
রাজা !	পিতা !	১০০	৮